আফ্রিকানদের অনুষ্ঠানে লিডারশীপ অ্যাওয়ার্ড পেলেন কাজী হাসান
পৃষ্ঠা ১৪

প্রথম আলো

Prothom Alo North America

5 October 2023, Thursday, 7th Year, Issue 342, 40 Pages

বাংলাদেশের পতাকার রঙ অনুপ্রেরনা ফ্যাশনকন্যার
পৃষ্ঠা ২৫

৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩, ২০ আশ্বিন ১৪৩০, ২০ রবিউল আউয়াল ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার, বর্ষ ৭, সংখ্যা ৩৪২, পৃষ্ঠা: ৪০

যুক্তরাষ্ট্রের নীতিবিরোধী প্রবাসী বাংলাদেশিদের ওপর নজরদারি

সামনে নির্বাচন

বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বাঁধাদানে জড়িত প্রবাসীরা এ নজরদারির আওতায় রয়েছে।

ইমা এলিস

- একশ্রেনীর প্রবাসী যুক্তরাষ্ট্রের গৃহীত নীতির প্রকাশ্য বিরোধিতা করে বক্তৃতা বিবৃতি দিচ্ছেন।
- কিছু প্রবাসী বাংলাদেশি কংগ্রেসম্যানদের বিবৃতিকে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বলতেও দ্বিধা করছেন না।
- বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের সুনজরে থাকতে এ সব করছেন কিছু প্রবাসী।

যুক্তরাষ্ট্রের নীতিবিরোধী কর্মকান্ড ও বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় পরোক্ষভাবে বাঁধাদানে জড়িত প্রবাসী বাংলাদেশিরা নজরদারিতে রয়েছেন। সাধারণ প্রবাসী বাংলাদেশিদের দাবির প্রেক্ষিতে তাদের তালিকা করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করছে। এজন্য বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য ঘোষণা করেছে নতুন ভিসানীতি। যারা বাংলাদেশের নির্বাচন ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে অতীতে বাঁধাগ্রস্থ করেছেন এবং ভবিষ্যতে করবেন তারাই পড়বেন ভিসা নীতির আওতায়। গত ২৪ মে ভিসানীতি ঘোষণায় চারমাস পর '২২ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা দিলো ভিসানীতি প্রয়োগের। ভিসানীতির বিধিনিষেধ আরোপিত ব্যক্তি এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা পাবেন না।

দেশে আইনের শাসন, গণতন্ত্র ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের কোন বিকল্প নেই। দেশ ও প্রবাসের সাধারণ বাংলাদেশীরা ভিসানীতি সহ যুক্তরাষ্ট্রের গৃহীত সকল গণতান্ত্রিক নীতিকে স্বাগত জানিয়েছেন। শুধু স্টেট ডিপার্টমেন্টই নয় ইউএস কংগ্রেসের জনপ্রতিনিধিরাও বাংলাদেশের গণতন্ত্রহীনতা, মানবাধিকার ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা হরণের বিষয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে চলেছেন। সম্প্রতি প্রথমে ৬ জন ও পরবর্তীতে ১২ জন সহ মোট ১৮ জন রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাট কংগ্রেসম্যান বিবৃতি দিয়েছেন বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার তাগিদ দিয়ে। দেশের বিচার ব্যবস্থা ও ডঃ মোহাম্মদ ইউনুসকে হেনস্থা করায় প্রতিবাদ জানিয়েছেন ১৬০জন বিশ্ব নেতা। এদের মাঝে আছেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা, পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারী ক্লিনটন, জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব সহ ১০৪ জন নোবেল লরিয়েট। এছাড়া জাতিসংঘ ও পশ্চিমা বিশ্বের বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা ও সংবাদ মাধ্যম বাংলাদেশে একদলীয় শাসন, মানবাধিকার লংঘন, ভোট জালিয়াতি ও কারচুপির নির্বাচনের সমালোচনা করে আসছে।

কার্যত গোটা গণতান্ত্রিক বিশ্ব এখন বাংলাদেশের মানুষের গণতান্ত্রিক আকাংখা বাস্তবায়নে দাঁড়িয়েছে তাদের পাশে। সমর্থন যুগিয়ে যাচ্ছে বিভিন্নভাবে। অথচ যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত এবং দেশটির সবধরণের সুযোগ সুবিধা ভোগী একশ্রেনীর প্রবাসী বাংলাদেশী যুক্তরাষ্ট্রের গৃহীত নীতির প্রকাশ্য বিরোধিতা করে বক্তৃতা বিবৃতি দিয়ে চলেছেন। বিশিষ্ট বাংলাদেশী আমেরিকান নাগরিকের

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

স্পিকার ক্যাভিন মাকার্থি

ক্যাভিন মাকার্থি অপসারিত

যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে নতুন ইতিহাস

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো আইন প্রণেতাদের ভোটে স্পিকার অপসারিত হলেন। ৩ অক্টোবর মঙ্গলবার রিপাবলিকান দলের কতিপয় সদস্যের সমর্থনে ডেমোক্র্যাট সদস্যদের সম্মিলিত ভোটে ক্যাভিন মাকার্থি অপসারিত হয়েছেন। প্রতিনিধি পরিষদে ২১৬ - ২১০ ভোটে রিপাবলিকান স্পিকারের ভাগ্য নির্ধারিত হয়েছে। হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে দ্রুত স্পিকার নির্বাচনের জন্য রিপাবলিকান দলের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।

রিপাবলিকান দলের ফ্লোরিডা থেকে নির্বাচিত ম্যাট গেটজের সাথে রক্ষণশীল

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

স্যাংশন নিয়ে মাথা ঘামাবেন না, আমরাও দিতে পারি

লন্ডনে প্রধানমন্ত্রী

খালেদা জিয়ার অসুস্থতা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, রোজই শুনি এই মরে মরে, এই যায় যায়। বয়স তো ৮০'র উপরে। সময় হয়ে গেছে।

যুক্তরাজ্য প্রতিনিধি

যুক্তরাজ্যের স্থানীয় সময় ২ অক্টোবর সোমবার প্রবাসী বাংলাদেশিরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনুষ্ঠানে ভিসা নিষেধাজ্ঞা, আগামী সংসদ নির্বাচন, খালেদা জিয়ার বিদেশে চিকিৎসা, ক্যান্টনমেন্টের বাড়ি থেকে বের করা, সাম্প্রতিক সময়ের পশ্চিমা দেশের প্রতিক্রিয়া নির্বাচন নিয়ে এসব বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে বক্তব্য রাখেন।

খালেদা জিয়ার চিকিৎসা প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন, পৃথিবীর কোন দেশের সাজাপ্রাপ্ত আসামিকে চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠায় বলতে পারেন? কোনো দেশ পাঠায়? তারা এটা দাবি করে। আমাদের কেউ কেউ আতেল আছে। তারা বলে, একটু কি সহানুভূতি দেখাতে পারেন না! সে এভারকেয়ার, বাংলাদেশের সব থেকে দামি হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছে। আর রোজই শুনি এই মরে মরে, এই যায় যায়। বয়স তো ৮০'র উপরে। সময় হয়ে গেছে। তার মধ্যে অসুস্থ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

এখানে এত কান্নাকাটি করে লাভ নাই

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে ক্যান্টনমেন্টের বাড়ি থেকে বের করার প্রসঙ্গ টেনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আমার বাবা দেশ স্বাধীন করেছিল বলেই তো এই ক্যান্টনমেন্ট। আমি এই ক্যান্টনমেন্টে ঢুকলে আমার বিরুদ্ধে মামলা! সেদিন প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, ওই ক্যান্টনমেন্টে আর বসবাস করা লাগবে না। যেদিন সময় পাবো এই ক্যান্টনমেন্ট থেকে বের করে

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

বিদেশে খালেদা জিয়ার চিকিৎসা

খালেদার অসুস্থতা নিয়ে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করছে বিএনপি

বললেন ওবায়দুল কাদের

ঢাকা ডেস্ক

ওবায়দুল কাদের

দেশের প্রতিষ্ঠিত আইন ও বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে মির্জা ফখরুলের দায়িত্বহীন বক্তব্য ও মিথ্যাচারের তীব্র নিন্দা এবং প্রতিবাদ জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। আজ বুধবার এক বিবৃতিতে তিনি এ প্রতিবাদ জানান।

ওবায়দুল কাদের বলেন, 'বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সুনির্দিষ্ট আইন দ্বারা নির্ধারিত বিষয়ে লজ্জাহীনভাবে মিথ্যা ও বিকৃত তথ্য জাতির সামনে উপস্থাপন করেছে।

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৫

খালেদা জিয়াকে বিদেশে যেতে ক্ষমা চাইতে হবে

সংবাদ সম্মেলনে আইনমন্ত্রী

ঢাকা ডেস্ক

আনিসুল হক

বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে নির্বাহী আদেশে বিদেশে পাঠানোর সুযোগ নেই বলে জানিয়েছেন আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক। তিনি বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করে ফেলেছেন। পুনরায় এ ক্ষমতা প্রয়োগের আর কোনো সুযোগ নেই। তবে অপরাধ স্বীকার করে রাষ্ট্রপতির কাছে ক্ষমা চাওয়ার সুযোগ আছে। গতকাল বুধবার সচিবালয়ে এক জরুরি সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

শর্ত মেনে কোথাও যাবেন না খালেদা জিয়া

বললেন মির্জা ফখরুল

ঢাকা ডেস্ক

মির্জা ফখরুল

বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া বিদেশে চিকিৎসা নিতে কোনো শর্ত মানবেন না বলে জানিয়েছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। খালেদা জিয়ার সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে জানিয়ে মির্জা ফখরুল বলেছেন, 'খালেদা জিয়া বলেছেন গণতন্ত্রের প্রশ্নে কোনো আপস নেই, কোনো শর্ত মেনে তিনি কোথাও যাবেন না।'

রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে গতকাল বুধবার পেশাজীবী

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ২

এবার ভিসা নিষেধাজ্ঞার আওতায় সংবাদ মাধ্যম

সংবাদ বিশ্লেষণ

হাসান আমজাদ খান

২২ সেপ্টেম্বর ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস সেখানকার একটি বেসরকারি টেলিভিশনের সাথে এক আনুষ্ঠানিক স্বাক্ষাৎকারে স্পষ্ট করে বলেন যে বাংলাদেশের আসন্ন দ্বাদশ সংসদীয় নির্বাচনে নেতিবাচক প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করলে যে কেউ এমনকি সংবাদ মাধ্যমের উপরেও চলমান ভিসা নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হতে পারে। ডিবিসি নিউজ টুয়েন্টি ফোর চ্যানেলের সাথে উপস্থাপকের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আর মাত্র এক মাসেরও কিছু কম সময় বাকি। এমন সময় ভিসা নিষেধাজ্ঞার এই কঠিন বার্তা বাংলাদেশের জাতীয়, ব্যাক্তিগত, বেসরকারি সংবাদ মাধ্যম, ঘোষিত বা অঘোষিত বক্তা এবং বুদ্ধিজীবীর মধ্যে তুমুল আলোচনার সূত্রপাত করেছে। সে আলোচনা দেশের বাইরের সংবাদ হাউস বা ব্যাক্তি ও নানা সংগঠন এর মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙরাজ্যের বাংলা ভাষায় প্রচারিত প্রিন্ট এবং অনলাইনের সংবাদমাধ্যম গুলো তাদের নিজস্ব মতামত বা অন্য কারও মতামত উদৃতিসহ প্রকাশ করেছে বা করছে।

কিন্তু প্রশ্ন হল, যে যুক্তরাষ্ট্রের মূল নীতি ফ্রিডম অব প্রেস তারা কোন দেশের মিডিয়া নিয়ন্ত্রণের কৌশল নিতে পারে কিনা, বাংলাদেশের কোন মিডিয়া কি কি ভাবে নির্বাচন প্রভাবিত করতে পারে তা যুক্তরাষ্ট্র কি ভাবে পর্যবেক্ষণ করবে? প্রথম যখন ভিসা

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ২

ফিনানশিয়াল টাইমসের প্রতিবেদন

বাংলাদেশ ও পশ্চিমাদের মধ্যে বাড়ছে উত্তেজনা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন সব দলের অংশগ্রহনে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারকে যুক্তরাষ্ট্র চাপ দেয়ায় বাংলাদেশ ও পশ্চিমাদের মধ্যে উত্তেজনা ক্রমেই ক্রমেই বাড়ছে।

ফিনানশিয়াল টাইমসের প্রতিবেদনে উঠে এসেছে বাংলাদেশের সাথে পশ্চিমা দেশের সম্পর্কের টানাপোড়েনের বিস্তারিত।

২০০৯ সাল থেকে ক্ষমতায় রয়েছেন শেখ হাসিনা। তিনি তার রাজনৈতিক বিরোধীদের বিরুদ্ধে দমনপীড়ন চালিয়েছেন, গণতান্ত্রিক স্বাধীনতাকে খর্ব করেছেন। বিশ্লেষকদের মতে, এগুলো (সম্ভাব্য) জানুয়ারির নির্বাচনের ফলাফলকে প্রভাবিত করারই প্রচেষ্টা।

এরপর পৃষ্ঠা ২৯ কলাম ৫

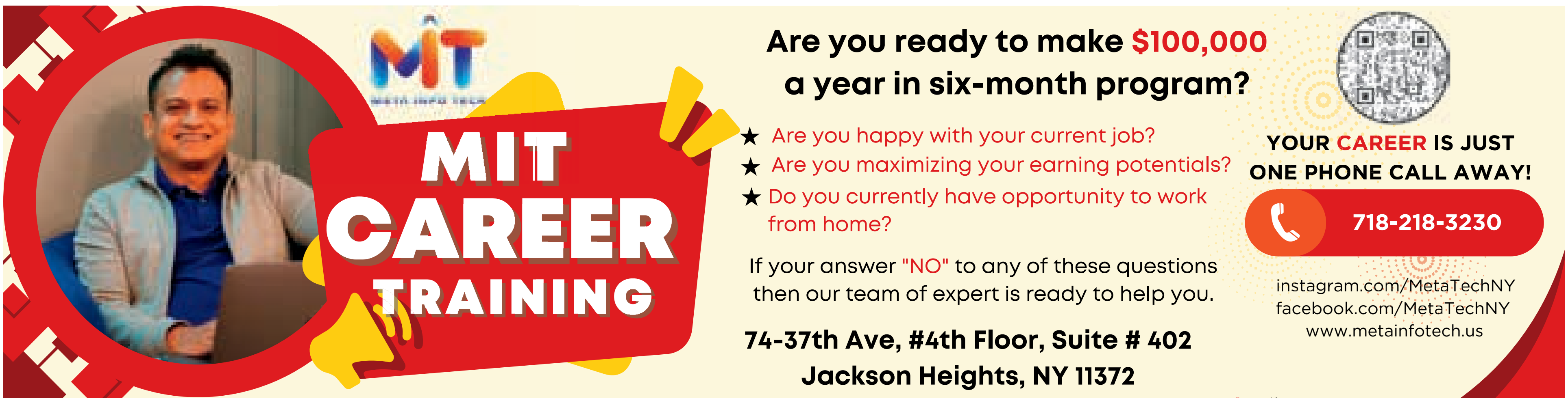

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস (পিকআপ এন্ড ড্রপস)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যায়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমুদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak
Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা নিজস্ব ট্রান্সপোর্টে ফ্রি পিকআপ এবং ড্রপস করে থাকি

আমরা ৭ দিনই খোলা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

HOUSE & BUSINESS FOR SALE IN MICHIGAN CALL M. NASSER : (313)505-4568

Brick 5 Bedrooms, Beautiful 2206+ square feet colonial house sitting on park like lot. First floor has Living room with Fireplace, Formal Dining room, Kitchen, Family room, one Bedroom, Full Bathroom; Second floor has 4 Bedrooms, Full Bathroom, lots of storage spaces and 3rd floor is partially finished attic; Full finished Basement has a recreation room, living room, 1/2 bathroom with laundry facility and lots of storage spaces. Very large deck and a large shed in the backyard, 2 1/2 car Garage. Price $324,900. City of Warren

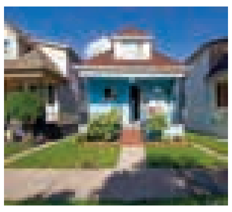

Ready to move in four bedroom house located in the heart of Hamtramck. 4 Bedrooms, Very large living room, two full bathroom, 2 Laundry facilities: one in the basement and other one on the second floor. Many updates includes bathrooms & Kitchen, garage and many more updates. Newer roof (2018), Kitchen remodeled in 2018, Aluminum siding, 2 car garage with remote door opener. Near Hamtramck Schools, shopping centers and major highways.

Commercial building on a main street, two miles to midtown. With established business. Apartments / Vacation Rentals. DBA/ Veterans Park Hotel. It is 2-story structure with 12 units, one storefront and a utility area with laundry and storage. Property is for sale with the business. and inventory for $1488500.00

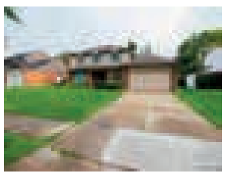

CITY OF TROY FRESHLY PAINTED FOUR BED ROOMS, HUGE MASTER BED HAS ATTACHED FULL BATH WITH DUAL FACILITIES- TUB AND STANDING SHOWER + WALKING CLOSET,TWO AND HALF BATHS,LIVING-DINING-KITCHEN-BREAKFAST NOOK-FAMILY ROOM WITH FIRE PLACE-LIBRARY ROOM IN FIRST FLOOR HAS BUILT IN BOOKSHELVES (CAN BE USE AS FIFTH BED ROOM)-FIRST FLOOR LAUNDRY ROOM-NEWLY BUILT EXTRA FOUR SEASON /FLORIDA ROOMS WITH WEATHER PROOF WINDOWS. ROOF 2013,WINDOWS VINYL SIDINGS,FURNACE 2008,AC 2011.WASS ELEMENTARY, LARSON MIDDLE AND TROY ATHENS SCHOOL. Price $439,900

Well updated freshly painted house three bedroom one and half bath located walking distance from Elementary, Middle, High School & School Administrative office. Walk in closets on two bedrooms, Master bedroom includes attach half bath. Third bedroom's everything are new wall to ceiling. One third of the house roof is brand new. Electrical panel, AC & Furnace with all heating docks done on 2022. Third room is done just a few weeks ago. Hardwood finish, carpet, paint, kitchen ceramic tile, granite countertop, backsplash, chandeliers, sinks, bathroom vanities, sinks, toilets all of them Are year 2022 & 2023 Price $264, 900. City of Center Line.

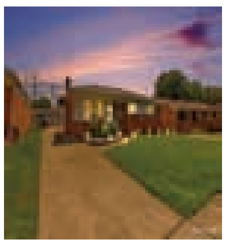

Three bedroom one an half bath house Updates include: Vinyl windows, cement, carpet, electrical box, Furnace & A/C,12 years old, roof 9 years beautiful main bath (has handicap railing and shower is barrier free). Family room has fireplace with gas line (not sure if working or hooked up), door leads to rear of home. 1/2 bath opens directly to primary bedroom and hall. Basement is partially finished with loads of storage, cedar closet, nice rec area, office w/walk-in closet, large utility room with laundry tub and closets. Nice size front porch and extended cement in back would be great for patio parties. 2+ garage is deep & yard is fenced. Price $259,100. City of Warren.

!! জব জবহেল্প জব !!

JOB HELP & APPLICATION PROCESSING SERVICES

সরকারি জব	বেসরকারি জব	এপ্লিকেশন প্রসেসিং
১. পোস্টাল জব	১.কাস্টমার সার্ভিস	১.সিটি পাসপোর্ট/নবায়ন
২. সিটি জব	২.অফিস অ্যাডমিন	২. ট্রাভেল সিটিজেনশিপ
৩.সিভিল সার্ভিস জব	৩.ম্যানুফ্যাকচারিং জব	৩.পাসপোর্ট কারেকশন
৪.ইউ, এস, এ জব	৪. ডেলিভারি জব	৪. ফুড স্ট্যাম্প
৫.এম, টি , এ জব	৫. রেস্টুরেন্ট জব	৫.NYC হাউজিং /এফোর্ডএবল
৬. আই .টি ইঞ্জিনিয়ার	৬. ট্রান্সপোর্টেশন জব	৬. রেইক রেন্ট্রি /কভার লেটার

ট্রেনিং প্রোগ্রাম :

১: পোস্টাল জব (USPS)---------(শনিবার-বৃহস্পতিবার)-----------(সাড়ে১০টা --বিঃ ৬টা)
২: ট্রাফিক এন.এজেন্ট -------------------------রবিবার -----------(বিঃ ২টা --বিঃ ৪টা)
৩: স্কুল সেফটি এজেন্ট -------------------------মঙ্গলবার ---------------(দু :১২টা --বিঃ ২টা)
৪: বেসিক কম্পিউটার ------------ -------------শনিবার------------(বিঃ৩ টা ---বিঃ ৫টা
৬: ট্রাভেল এন্ড ট্রাভেলস --(আমস্ট্রাঙ্কস/W .DC /PA/নিউ ইয়র্ক এর ২০ টি স্থানে ১ দিনের ভ্রমণ।

POSTAL JOB : (করণীয়):

Job Help –Mob: 917-500-3937 Off: PH/FAX: 917-300-6160

148-45, Hillside Ave(2nd FL), Suite 203(A), Jamaica, NY 11435 By 'F' Train or BusQQ40,Q43,Q44,Q20A,Q20B to Sutphin Blvd.

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ

- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুযরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
- স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরার্মশ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?

- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC

147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height

ফ্রি কনসালটেশন

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372 — TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 — TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 — TEL 718-764-6911

*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্র্যাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি *চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ান্সি ভিসা প্রসেসিং

- Do you want apply for a green card?
- Are you having credit card problems?
- Has your bank account been sealed?
- Are you being deported?
- Are you unable to pay your debts?
- Are you getting harrassed by creditors?

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

আমরা বাংলায় কথা বলি

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME

CALL: 718-263-5999

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

সুরাইয়া রহমান

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE

[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]

WE CARE
YOUR FAMILY
LIKE OURS

সততা এবং বিশ্বস্ততাই আমাদের বৈশিষ্ট

মেডিকেইড অনুমোদিত

CDPAP - এর আওতায়
আপনার পছন্দসই প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন

NYS Department of Health CDPAP

Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

হোম কেয়ার সার্ভিস
নিলে আপনিও পেতে পারেন
প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া বাবদ
সর্বোচ্চ $৮০০ । আজই আসুন

Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

347-621-6640
Fax: 347-338-6799
karnafullyhc@gmail.com
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

www.lovetocarehc.com

নির্বাচনকে সামনে রেখে মনোনয়ন লড়াইয়ে আ.লীগ নেতারা

সিলেট

প্রবাসীসহ মহাজোট প্রার্থীদের মধ্যে আসন ছেড়ে দেয়ায় সিলেট আ.লীগের নেতারা এক কাতারে আসছেন।

সিলেট প্রতিনিধি

ক্ষমতার দীর্ঘ ১৫ বছরে সিলেট আওয়ামী লীগ নেতারা 'ক্ষমতার বাইরে' রয়েছেন, তাই আগামী সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে মনোনয়ন লড়াইয়ে নেমেছেন সিলেটের আওয়ামী লীগের নেতারা।

তাদের রেখে প্রবাসীসহ মহাজোটের ভাগ বাটোয়ারায় আসন ছেড়ে দেয়া হচ্ছে তাই জেলা ও মহানগর আওয়ামী লীগের নেতারা এক কাতারে আসছেন। এতে করে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির সঙ্গে সংগঠনের নেতাদের দূরত্ব বাড়ছে। এই দূরত্বের কারণে এবার সিলেটের নেতারা ক্ষমতার স্বাদ পেতে মনোনয়ন যুদ্ধে নামছেন একেবারে আটঘাট বেঁধে মাঠে। এ ছাড়া ইংল্যান্ড থেকে একেক আসনের জন্য একাধিক নেতা মনোনয়ন লড়াই শুরু করেছেন। সিলেট-১ আসন দীর্ঘদিন ধরে ভিভিআইপি প্রার্থীদের দখলে। এই আসনে স্থানীয় নেতাদের প্রতিযোগিতায় নামতে খুব একটা আগ্রহ আর সাহস হচ্ছে না। ফলে এ আসনটিতে ভিআইপি প্রার্থীরা সহজেই ছাড় পেয়ে যাচ্ছেন। এ আসনের বর্তমান এমপি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আব্দুল মোমেন।

এখন পর্যন্ত এ আসনে তার প্রতিদ্বন্দ্বী তেমন কেউ নেই। তবে আওয়ামী লীগের সাবেক কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক সুলতান মুহম্মাদ মনসুর ও প্রফেসর ডা. মামুন আল মাহতাব স্বপ্নীলের নাম আলোচনায় রয়েছে। ডা. স্বপ্নীল কম সময়ে সিলেটের মানুষের কাছে পরিচিতি পেয়েছেন। সিলেট-২ আসন বিগত দুই নির্বাচনে শরীক দলের কাছে গেছে প্রার্থিতা। ফলে আওয়ামী লীগ থেকে এ আসনে কেউ প্রার্থী হতে পারেননি।

এবার এ আসনে মনোনয়ন পেতে মাঠে নেমেছেন সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি শফিকুর রহমান চৌধুরী। তাকে মনোনয়ন দিতে ইতিমধ্যে সিলেট ও যুক্তরাজ্য থেকে দাবি তোলা হয়েছে। এ ছাড়া এ আসনে নৌকার মনোনয়ন পেতে মাঠে নেমেছেন ডা. অরূপ রতন চৌধুরী। ইতিমধ্যে সিলেটে সংবাদ সম্মেলন করে তিনি প্রার্থিতা ঘোষণা করেন। ২০০৮ সালের নির্বাচনে এ আসন থেকে এমপি হয়েছিলেন শফিকুর রহমান। সিলেট-৩ আসনের এমপি মাহমুদ উস সামাদ চৌধুরীর মৃত্যুর পর উপনির্বাচনে দলের মনোনয়ন দেয়া হয়েছিল যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের নেতা হাবিবুর রহমান হাবিবকে। হাবিব জয়লাভ করে এমপি নির্বাচিত হন। এবারো তার অবস্থান শক্ত। তবে বিএমএ'র মহাসচিব ডা. এহতেশামুল হক চৌধুরী দুলাল সহ আওয়ামী আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতা এ আসনে মনোনয়ন চাইছেন। ডা. দুলাল প্রধানমন্ত্রী সফর সঙ্গী হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছেন। তবে ২ বছরে হাবিবুর রহমান হাবিব এমপি বড়ভাগা সেতুতে ব্রিজ নির্মাণের প্রকল্প ছাড়সহ কয়েকটি প্রকল্প নিয়ে এসে এলাকায় গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়েছেন। সিলেট-৪ আসনে এবার দলের ভেতরে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পড়েছেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী ইমরান আহমদ। জোটের হিসেবে যাওয়ার আগে দলের ভেতরে তাকে দিতে হচ্ছে পরীক্ষা। এ আসনে নৌকার টিকিটের জন্য লড়াইয়ে নেমেছেন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সাবেক নেতা ও সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য গোলাপ মিয়া।

এ ছাড়া সিলেট নগর শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক নাজমুল আলম রোমেনও মাঠে সক্রিয়। সিলেটের নেতারা এ আসনে স্থানীয় নেতৃত্বের পক্ষে মাঠে একাট্টা। নির্বাচনের সময় ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে এ আসনে যাতায়াত বাড়িয়েছেন মন্ত্রী ইমরান আহমদ। গোয়াইনঘাট, কোম্পানীগঞ্জ ও জৈন্তাপুরের নেতারা তার পক্ষে মাঠে একাট্টা রয়েছেন। সিলেট-৫ আসনের বর্তমান এমপি হাফিজ আহমদ মজুমদার।

খালেদা জিয়ার বিদেশে চিকিৎসার আবেদন বিবেচনার সুযোগ নেই: আইনমন্ত্রী

ঢাকা অফিস

আনিসুল হক

বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার বিদেশে চিকিৎসার আবেদন বিবেচনার সুযোগ নেই বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক। আজ রোববার মন্ত্রণালয়ে নিজ কক্ষের সামনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা জানান।

আনিসুল হক বলেন, বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার পরিবারের পক্ষ থেকে একটি আবেদন করা হয়েছিল। ওই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার ৪০১ ধারা অনুযায়ী তাঁকে বাসায় রেখে চিকিৎসা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। এই আবেদন একবার নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। এটি নিয়ে দ্বিতীয়বার আর কোনো কথা বলার সুযোগ নেই।

মন্ত্রী আরও বলেন, ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০১ ধারা অনুযায়ী একটি আবেদন নিষ্পত্তি হওয়ার পর দ্বিতীয়বার আর কোনো কথা বলার সুযোগ নেই। ২০২০ সালে পরিবারের পক্ষ থেকে বেগম খালেদা জিয়াকে বাসায় রেখে উন্নত চিকিৎসা দেওয়ার জন্য আবেদন করা হয়েছিল। ওই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অষ্টমবারের মতো তাঁর মুক্তির মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে।

খালেদাকে বিদেশে পাঠানোর বিষয়ে সরকারের ক্ষমতা কতটুকু, আইনে যা আছেখালেদাকে বিদেশে পাঠানোর বিষয়ে সরকারের ক্ষমতা কতটুকু, আইনে যা আছে

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মনজিল মোরসেদ বলেন, ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০১ ধারা অনুযায়ী সরকার নির্বাহী আদেশে খালেদা জিয়াকে মুক্তি দিয়েছে। একই ক্ষমতাবলে সরকার তাঁকে বিদেশে চিকিৎসার অনুমতি দিতে পারে। এর জন্য আদালতে যেতে হবে এটি ঠিক না। কেননা, ৪০১ ধারায় সরকারকে সব রকম ক্ষমতা দেওয়া আছে।

বিশ্বে ধীরগতির শহর হিসেবে শীর্ষে ঢাকা

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ব্যুরো অব ইকোনমিক রিসার্চ প্রকাশিত একটি গবেষণা প্রতিবেদনে বিশ্বের সবচেয়ে ধীরগতির শহর হিসেবে ঢাকাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। ১৫২টি দেশের ১ হাজার ২০০টির বেশি শহরে যান চলাচলের গতি বিশ্লেষণে এই চিত্র উঠে এসেছে। তালিকায় বাংলাদেশের আরও চারটি শহর রয়েছে—খুলনা (৪র্থ), ময়মনসিংহ (৫ম), চট্টগ্রাম (১৮তম) ও কুমিল্লা (১৯তম)।

তিন লাখের বেশি মানুষের বসবাস রয়েছে, এমন সব শহরে গাড়িতে বিভিন্ন গন্তব্যে যেতে কত সময় লেগেছে, সেই তথ্য গুগল ম্যাপ থেকে সংগ্রহ করে গবেষণায় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সপ্তাহের বিভিন্ন দিন এবং দিনের বিভিন্ন সময়ে যাতায়াতের তথ্য নেওয়া হয়েছে।

বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় গবেষণাটি করেছেন ফিনল্যান্ডের আলটো বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহনব্যবস্থার অর্থনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক প্রত্যয় আমান আকবর, কানাডার ব্রিটিশ কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির সহযোগী অধ্যাপক ভিক্টর কুচিও, যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রিয়েল এস্টেট বিভাগের অধ্যাপক গিলেস ডুরানটন এবং যুক্তরাষ্ট্রের টাফটস বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির সহযোগী অধ্যাপক অ্যাডাম স্টোরিগার্ড। গবেষণায় সবচেয়ে বেশি গতির শহর হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের ফ্লিন্ট শহরের নাম এসেছে। বিশ্বের সবচেয়ে বেশি গতির ১০০ শহরের মধ্যে ৮৬টিই যুক্তরাষ্ট্রের। প্রতিবেদনে সবচেয়ে দ্রুতগতির যে ২০টি শহরের নাম এসেছে, তার মধ্যে ১৯টি যুক্তরাষ্ট্রের। একটি কানাডার অন্টারিও অঙ্গরাজ্যের উইন্ডসর। সবচেয়ে ধীরগতির ২০টি শহরের তালিকায় ঢাকার পরে রয়েছে নাইজেরিয়ার দুই শহর—লাগোস ও ইকোরোদু। এরপরে রয়েছে ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলা।

যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নিষেধাজ্ঞা

সম্পাদক পরিষদের চিঠি এবং মার্কিন রাষ্ট্রদূতের ব্যাখ্যা

ঢাকা ডেস্ক

বাংলাদেশের গণমাধ্যমের ওপরও ভিসা নীতি প্রয়োগ হতে পারে বলে ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের মন্তব্যের পরে উদ্বেগ জানিয়ে তাঁকে চিঠি দিয়েছেন সংবাদপত্রের সম্পাদকদের সংগঠন সম্পাদক পরিষদ। জবাবে পিটার হাস সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সাংবাদিক ও গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোর মতপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার প্রয়োগের বিষয়ে তাঁর সরকারের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন। বলেছেন, গণমাধ্যমকে কেউ মতামত প্রকাশ করা থেকে বিরত রাখার পদক্ষেপ নিলে তার ক্ষেত্রেও ভিসা নীতি প্রযোজ্য হবে।

সম্পাদক পরিষদের পক্ষে সংগঠনটির সভাপতি ও ডেইলি স্টার সম্পাদক মাহ্‌ফুজ আনাম এবং সাধারণ সম্পাদক ও বণিক বার্তা সম্পাদক দেওয়ান হানিফ মাহমুদের পাঠানো এক বিবৃতিতে এ কথা জানানো হয়। আজ শনিবার এই বিবৃতি গণমাধ্যমে পাঠানো হয়।

সম্পাদক পরিষদের সভাপতি মাহ্‌ফুজ আনামের চিঠির জবাবে রাষ্ট্রদূত পিটার হাস বলেন, গণমাধ্যমের মতপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রসহ যেকোনো সরকারের সমালোচনামূলক মতামতও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তিনি বলেন, 'প্রকৃতপক্ষে আমাদের নীতির যেকোনো বিষয়ে জনমতের প্রতিফলনকে আমরা স্বাগত জানাই।'

সম্প্রতি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল ২৪-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে গণমাধ্যমও মার্কিন ভিসা নীতির আওতায় আসতে পারে বলে মন্তব্য করেন পিটার হাস।

২৪ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত ওই সাক্ষাৎকারে পিটার হাস বলেছিলেন, তাঁরা ভিসা নীতি ভারসাম্যপূর্ণ উপায়ে যে কারও বিরুদ্ধে প্রয়োগ করছেন। তাঁরা সরকার সমর্থক, বিরোধী দল, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, বিচার বিভাগ ও সেটা মিডিয়াও হতে পারে।

চলতি বছরের ২৪ মে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্য ভিসা নীতি ঘোষণা করে। এরপর ২২ সেপ্টেম্বর ঘোষণা করা হয় বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক নির্বাচনপ্রক্রিয়ায় বাধাদানকারী ব্যক্তিদের ভিসা প্রদানে বিধিনিষেধ আরোপের পদক্ষেপ নেওয়া শুরু হয়েছে।

সম্পাদক পরিষদের সভাপতি মাহ্‌ফুজ আনাম ২৭ সেপ্টেম্বর পিটার হাসকে চিঠি দেন। ই–মেইলে দেওয়া চিঠিতে বলা হয়, গণমাধ্যমের ওপর ভিসা নীতি প্রয়োগের বিষয়টি নিয়ে তাঁর মনে এবং সম্পাদক পরিষদের সদস্যদের মনে কিছু প্রশ্ন সৃষ্টি করেছে। সত্যি বলতে ওই মন্তব্য (গণমাধ্যম নিয়ে পিটার হাসের মন্তব্য) তাঁদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি করেছে। তাই এ বিষয়ে ব্যাখ্যার অনুরোধ জানান তিনি। তিনি আরও বলেন, যুক্তরাষ্ট্র সরকার এবং রাষ্ট্রদূত ব্যক্তিগতভাবে সব সময় মুক্ত ও স্বাধীন গণমাধ্যমের পক্ষে অটল। সেখানে এই মন্তব্য তাঁদের মাঝে বিভ্রান্তি তৈরি করেছে।

মাহ্‌ফুজ আনাম লেখেন, 'গণমাধ্যমের কাজ হলো লেখা কিংবা সম্প্রচার করা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, একজন সাংবাদিক যা লেখেন বা সম্প্রচার করেন, তার ওপর ভিত্তি করে ভিসা বিধিনিষেধ আরোপ করা হবে কি না? যদি তাই হয়, তাহলে এটি কি বাক্‌স্বাধীনতা ও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার আওতায় আসে না? গণমাধ্যমের ক্ষেত্রে এটি কীভাবে ব্যবহার করা হবে? এখানে কোন বিষয়গুলো বিবেচনায় নেওয়া হচ্ছে?'

মাহ্‌ফুজ আনাম বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের প্রথম সংশোধনী সব সময়ই ব্যক্তিগতভাবে তাঁর এবং বাংলাদেশের গণমাধ্যমের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করেছে। সে ক্ষেত্রে ভিসা নীতি গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হলে এই নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রথম সংশোধনীর মূল্যবোধ এখানে কীভাবে প্রতিফলিত হবে?'

এর জবাবে রাষ্ট্রদূত পিটার হাস লেখেন, যুক্তরাষ্ট্র সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখবে এবং যারা বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়াকে ক্ষুণ্ন করতে চায়, তাদের জন্য মার্কিন ভিসা নীতি প্রয়োগ করবে।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনকে উদ্ধৃত করে পিটার হাস বলেন, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব ভোটার, রাজনৈতিক দল, সরকার, নিরাপত্তা বাহিনী, সুশীল সমাজ ও গণমাধ্যম—সবার। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিটিকে গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় তাদের নিজ নিজ ভূমিকা পালনের সুযোগ দিতে হবে।

পিটার হাস বলেন, অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনের ওই বক্তব্যে এটি স্পষ্ট যে ভিসা নীতি বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক নির্বাচনপ্রক্রিয়াকে ক্ষুণ্ন করার জন্য দায়ী বা জড়িত বলে প্রতীয়মান হয়, এমন যেকোনো বাংলাদেশির জন্য প্রযোজ্য। গণমাধ্যমকে কেউ মতামত প্রচার করা থেকে বিরত রাখার পদক্ষেপ নিলে তার ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য হবে।

খালেদা জিয়ার চিকিৎসা

আইন মন্ত্রনালয়ের নাকচ 'প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যেরই বাস্তবায়ন' : রিজভী

ঢাকা ডেস্ক

১ অক্টোবর রোববার বিকালে রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে

দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেন খালেদা জিয়াকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশ যেতে না দেয়ার সিদ্ধান্ত আসলে প্রধানমন্ত্রীর যুক্তরাষ্ট্রে দেয়া বক্তব্যেরই বাস্তবায়ন।

তিনি বলেন, আইনমন্ত্রী রোববার বেগম খালেদা জিয়ার উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে যাওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে বলে যে ঘোষণা দিয়েছিলেন তার ৩/৪ দিন আগেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রধানমন্ত্রী 'ভয়েস অব আমেরিকা'কে দেয়া সাক্ষাৎকারে বলেন, বেগম জিয়াকে বিদেশে যেতে হলে প্রথমে জেলে গিয়ে আদালতে আবেদন করতে হবে।

তিনি বলেন, ফ্যাসিবাদী শাসনে আইনমন্ত্রী যে শেখ হাসিনার বিশ্বস্ত দোসর হবেন, এটাই তো স্বাভাবিক। বেগম খালেদা জিয়ার জীবন, বেঁচে থাকা এবং উন্নত চিকিৎসায় সুস্থ হওয়া সবকিছু প্রধানমন্ত্রী আর আইনমন্ত্রীর তামাশার হিংস্র বৃত্তে আটকে রাখা হয়েছে। দেশে এখন চলছে জয়বাংলার আইন। এই আইনে সুশাসন ও ন্যায়বিচার কঙ্কালে পরিণত হয়েছে। এজন্য তিনি বেগম খালেদা জিয়াকে মিথ্যা মামলায় সাজা দিয়ে আটকিয়ে রেখেছেন এবং এখন তার উন্নত চিকিৎসায় বাধা দিয়ে দুনিয়া থেকে সরানোর নীলনকশা বাস্তবায়ন করছেন।।

রিজভী বলেন, বেগম খালেদা জিয়ার উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশ যেতে আইন মন্ত্রণালয়ের নেতিবাচক সিদ্ধান্ত মানবতা বিরোধী, বর্বর ইচ্ছা পূরণ ও অবিচারের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ। এই সিদ্ধান্ত, ক্ষমতা জোর করে আঁকড়ে রাখতে শেখ হাসিনা পথের কাঁটা সরানোর দিগন্ত বিস্তৃত লালসা পূরণের নিষ্ঠুর প্রজেক্ট।

রিজার্ভ এখন ২০ বিলিয়ন ডলারের ঘরে

ঢাকা অফিস

ধারাবাহিকভাবে কমছে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ। রিজার্ভের পতন ঠেকাতে বাজারে ডলারের প্রবাহ বাড়াতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বহুমুখী সিদ্ধান্তসহ নানা ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ করলেও বাস্তবে এর সুফল মিলছে না। উল্টো ডলারের সংকটকে আরও প্রকট করে তুলছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, রেমিট্যান্স প্রবাহ কমে আসার কারণে বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ অব্যাহতভাবে কমেছে। বিশেষ করে সদ্য সমাপ্ত সেপ্টেম্বর মাসে প্রবাসী আয়ে বড় ধস নেমেছে। সেপ্টেম্বরে ১৩৪ কোটি ডলারের সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা বা রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা। দেশের প্রবাসী আয়ের এ অঙ্ক গত ৪০ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন। এর আগে ২০২০ সালের এপ্রিল মাসে এর চেয়েও কম রেমিট্যান্স এসেছিল—১০৯ কোটি ডলার।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা বলছেন, গত মাসে ব্যাংকের চেয়ে খোলা বাজারে ডলারের দাম ৬ থেকে ৭ টাকা বেশি ছিল। তাই বেশি লাভের আশায় বৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠানো কমিয়ে দিয়েছেন প্রবাসীরা। এখন প্রবাসী আয়ে প্রতি ডলারে ১১০ টাকা ৫০ পয়সা দাম দিচ্ছে ব্যাংকগুলো। রফতানি বিল নগদায়নে প্রতি ডলারের বিপরীতে দাম দেওয়া হচ্ছে ১০৯ টাকা ৫০ পয়সা। আর আমদানি ও আন্তব্যাংক লেনদেনে দেওয়া হচ্ছে ১১০ টাকা ৫০ পয়সা।

তবে কার্ব মার্কেট বা খোলা বাজারে নগদ এক ডলার কিনতে গ্রাহকদের গুনতে হচ্ছে ১১৭ থেকে ১১৮ টাকা। চিকিৎসা, শিক্ষা বা ভ্রমণের জন্য যারা বিদেশে যাচ্ছেন, তাদের প্রতি ডলার কিনতে দেশি মুদ্রায় নগদ খরচ করতে হচ্ছে সর্বোচ্চ ১১৮ টাকা পর্যন্ত।

এমন পরিস্থিতিতেও টাকার মান কমে যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, গত এক বছরে ডলারের বিপরীতে টাকার মান কমেছে ১৬ শতাংশের বেশি। দুই বছরে তা প্রায় ৩০ শতাংশ। এক বছর আগে ১ ডলার কিনতে খরচ হয়েছে ৯৫-১০০ টাকা, ২ বছর আগে যা ছিল ৮৪-৮৬ টাকা। আর বর্তমানে ১ ডলার কিনতে হচ্ছে ১১০-১১৬ টাকা দিয়ে। এই হিসাবে ২ বছরে ডলারের বিপরীতে টাকার মানের প্রায় ৩০ শতাংশ পতন হয়েছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য বলছে, একদিকে টাকার মান কমে যাচ্ছে, অপরদিকে চলতি অর্থবছরের শুরু থেকেই বিদেশি ঋণ পরিশোধের চাপ সামলাতে হচ্ছে সরকারকে। রিজার্ভ থেকে ডলার বিক্রি করে ঋণ শোধ করার ধারা অব্যাহত থাকায় রিজার্ভের ক্ষয় মাত্রাতিরিক্তভাবে বেড়ে গেছে। অপরদিকে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ রিজার্ভ রাখার শর্ত দিয়েছিল। বর্তমানে তার চেয়ে কম রিজার্ভ রয়েছে। বর্তমানে যে গ্রস রিজার্ভ রয়েছে, তা গত ৯ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন।

সূত্রমতে, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ মূলত রফতানি আয়, রেমিট্যান্স, বৈদেশিক বিনিয়োগ ও বৈদেশিক অনুদান থেকে আসে। এই ৪ খাতেই আয়ের ধারা এখন নিম্নমুখী।

আন্তর্জাতিক নিয়মে আইএমএফের হিসাব পদ্ধতি বিপিএম ৬ অনুযায়ী, গত ২৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রকৃত বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল ২ হাজার ১১৫ কোটি ডলার। শনিবার (৩০ সেপ্টেম্বর) এটি ২০ বিলিয়ন ডলারের ঘরে নেমে এসেছে। যদিও বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব পদ্ধতি অনুযায়ী, ৩০ সেপ্টেম্বর গ্রস রিজার্ভ ছিল ২ হাজার ৬৯১ কোটি ডলার।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র মেজবাউল হক বলেন, 'গত ৩০ সেপ্টেম্বর বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল ২৬ বিলিয়ন ডলারের কিছু বেশি।'

এ প্রসঙ্গে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) নির্বাহী পরিচালক ড. আহসান এইচ মনসুর বলেন, 'বর্তমানে রফতানি আয় ও রেমিট্যান্স ভালো অবস্থানে নেই।' বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়ানোর অন্যতম উপাদান ডলারের দাম বাজারভিত্তিক না থাকার কারণে রেমিট্যান্স কমছে বলেও মনে করেন তিনি। তিনি উল্লেখ করেন, নির্বাচনের আগ পর্যন্ত চাল, ডাল, তেল ইত্যাদি আমদানি করতেই হবে। এতে রিজার্ভের আরও 'রক্তক্ষরণ' হবে, আরও কমে যাবে। নির্বাচনের আগে রিজার্ভ বাড়ানোর তেমন কোনও উপায় নেই বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

আহসান এইচ মনসুর বলেন, 'নির্বাচনের পর সরকারের নীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে হবে। এক্ষেত্রে ব্যাংক সুদহার ও বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার আরও বাড়াতে হবে। পাশাপাশি ডলারে আয় বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন উৎস খুঁজে বের করতে হবে।'

এদিকে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ইআরডির কর্মকর্তারা বলছেন, বিভিন্ন মেগা প্রকল্প ছাড়াও কোভিড পরিস্থিতি ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে সরকার যে বাজেট সহায়তা নিয়েছে, তার কারণে বৈদেশিক ঋণের দায় বেড়ে গেছে।

বৈদেশিক ঋণের দায় বাড়ার কারণে ঋণ পরিশোধের চাপও বাড়বে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সরকার ২.৬৭ বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ করেছে। বর্তমানে চলমান মেগা প্রকল্পগুলোর জন্য সরকার যে ঋণ নিয়েছে, সেসব ঋণের গ্রেস পিরিয়ড শেষ হলে ঋণ পরিশোধের চাপ আরও বাড়বে বলে ধারণা করছে ইআরডি।

ইআরডির প্রক্ষেপণ অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরে ঋণ পরিশোধ বেড়ে ৩.৫৬ বিলিয়ন ডলার হবে। আর ২০২৪-২৫ ও ২০২৫-২৬ অর্থবছরে তা বেড়ে হবে যথাক্রমে ৪.২১ বিলিয়ন ও ৪.৭২ বিলিয়ন ডলার।

ইআরডি সূত্র জানায়, চলতি অর্থবছরের প্রথম মাসেই (জুলাই) কমেছে বৈদেশিক সহায়তা অর্থ ছাড়ের পরিমাণ। এ মাসে উন্নয়ন সহযোগীরা ছাড় করেছে ৪০ কোটি ৫০ লাখ ডলার। গত অর্থবছরের একই সময়ে ছাড় হয়েছিল ৪৮ কোটি ৪০ লাখ ডলার। পাশাপাশি জুলাইয়ে বাংলাদেশ সুদ-আসলে পরিশোধ করেছে ২৫ কোটি ৩০ লাখ ডলার। গত অর্থবছরে একই সময় বাংলাদেশ পরিশোধ করেছে ১৭ কোটি ৯০ লাখ ডলার। গত অর্থবছরের তুলনায় এ অর্থবছরের এক মাসে বেশি পরিশোধ করা হয়েছে ৭ কোটি ৪০ লাখ ডলার।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২১-২২ অর্থবছরে রফতানি আয় বেড়েছিল ৩৪.৩৮ শতাংশ। গত অর্থবছরে বৃদ্ধি ছিল মাত্র ৬.৬৭ শতাংশ। এক বছরের ব্যবধানে রফতানি আয়ে প্রবৃদ্ধি কমেছে প্রায় ২৭ শতাংশ।

প্রসঙ্গত, দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ রিজার্ভ ছিল ২০২১ সালের আগস্টে। করোনাকালীন সময়ে দ্রুত রেমিট্যান্স বৃদ্ধি, আমদানি হ্রাস ও আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যমূল্য কমে যাওয়াই ছিল এর অন্যতম কারণ। সে সময় (২৪ আগস্ট, ২০২১) দেশে গ্রস রিজার্ভ ছিল ৪৮ বিলিয়ন ডলারের বেশি। তবে ওই সময় নেট রিজার্ভ তথা রিজার্ভ (বিপিএম-৬) ছিল ৪০ দশমিক ৬৮ বিলিয়ন ডলার।

মূলত গত জুন থেকে আইএমএফের প্রেসক্রিপশন মেনে গ্রসের পাশাপাশি ব্যালেন্স অব পেমেন্ট-৬ বা বিপিএম-৬ অনুযায়ী রিজার্ভের হিসাব প্রকাশ করা শুরু করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এ ক্ষেত্রে মোট (গ্রস) রিজার্ভ থেকে ইডিএফ (রফতানি বহুমুখীকরণ তহবিল), আইডিএফ (অবকাঠামো উন্নয়ন তহবিল) ও শ্রীলঙ্কাসহ বিভিন্ন দেশকে দেওয়া ঋণ বাদ দিয়ে নেট রিজার্ভের হিসাব করা হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যমতে, চলতি বছরের আগস্ট মাসের শেষে দেশে গ্রস রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৯ দশমিক ২৬ বিলিয়ন ডলার। আর নেট রিজার্ভ কমে দাঁড়ায় ২৩ দশমিক ২৬ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ ২০২১ সালের আগস্ট থেকে চলতি বছর আগস্ট পর্যন্ত দুই বছরে গ্রস রিজার্ভ কমেছে ১৮ দশমিক ৮৪ বিলিয়ন ডলার ও নেট রিজার্ভ কমেছে ১৭ দশমিক ৪২ বিলিয়ন ডলার।

গত বছর আগস্টের শেষে গ্রস রিজার্ভ ছিল ৩৯ দশমিক ০৭ বিলিয়ন ডলার ও নেট রিজার্ভ ৩০ দশমিক ৬৯ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ এক বছরে গ্রস ও নেট রিজার্ভ কমেছে যথাক্রমে ৯ দশমিক ৮১ ও সাত দশমিক ৪৩ বিলিয়ন ডলার।

আর সদ্য সমাপ্ত সেপ্টেম্বর মাসে প্রতিদিন গড়ে রিজার্ভ কমেছে আট কোটি ডলারের বেশি। ২৬ সেপ্টেম্বর দেশে রিজার্ভ কমে দাঁড়ায় গ্রস ২৭ দশমিক ০৬ বিলিয়ন ডলার ও নেট ২১ দশমিক ১৫ বিলিয়ন ডলার।

সম্পাদকীয়

আমেরিকার চাপে হলেও ন্যূনতম বিষয়ে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে আপত্তি কেন?

বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ যুক্তরাষ্ট্র। আমরা চাই বা না চাই যুক্তরাষ্ট্রকে এড়িয়ে চলার পরিণাম কোন দেশের জন্যই ভালো হয়নি। এমন উদাহরণ ভুরি ভুরি দেয়া সম্ভব। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করছে, এমন কথা বেশ কয়েক মাস থেকেই আলোচনার শীর্ষে থাকলেও এ নিয়ে পরস্পরের দায় এড়িয়ে চলতে দেখা গেছে।

এখন তা চরম রূপে এসে উপস্থিত হয়েছে। ভিসা নীতি প্রয়োগের ঘোষণা জানিয়ে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর। ভিসা নীতির আওতায় আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, ক্ষমতাসীন দল ও বিরোধী দলের সদস্যরা অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন।

এ ছাড়া নির্বাচন-প্রক্রিয়া ক্ষুণ্ন করার জন্য দায়ী বা জড়িত হিসেবে প্রমাণিত অন্য ব্যক্তিরাও ভবিষ্যতে এই নীতির অধীনে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসার জন্য অযোগ্য বিবেচিত হতে পারেন বলে বলা হয়েছে। পাশাপাশি, ভিসা নীতির আওতায় থাকা ওই সব ব্যক্তির পরিবারের সদস্যরাও।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন গত ২৪ মে বাংলাদেশের আসন্ন জাতীয় নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ করার লক্ষ্যকে সহায়তা করতে ভিসা নীতি ঘোষণা করেছিলেন। তখন বাংলাদেশ সরকার প্রতিক্রিয়ায় বলেছিল, ভিসা নীতি যেন বস্তুনিষ্ঠতা ও ন্যায্যতার ভিত্তিতে প্রয়োগ করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র বলেছিল, সরকার ও বিরোধী—সব পক্ষের জন্যই ভিসা নীতি প্রযোজ্য হবে। বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচনে কেউ বাধা দিলে তার বিরুদ্ধে ভিসা নিষেধাজ্ঞার যে হুমকি দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র, সেটি নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা কিন্তু কম হয়নি।

ক্ষমতাসীন সরকারের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক ভালো যাচ্ছে না বলেই আমরা জানি। যদিও সরকার প্রকাশ্যে বলছে , চমৎকার সম্পর্ক বিরাজ করছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন নিউইয়র্কে আবারও জোর দিয়ে বলেছেন, আমেরিকার সাথে বাংলাদেশের উষ্ণ সম্পর্ক বিরাজমান। আমরা জানি এ উষ্ণ সম্পর্ক এখন উত্তপ্ত সম্পর্কে গিয়ে ঠেকেছে। পদ্মা সেতু ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা ছিল বর্তমান সরকরের বিরুদ্ধে। মানবাধিকারের কথা বলে র‍্যাবের কয়েকজন কর্মকর্তাকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। ফলে সম্পর্ক তিক্তই হয়ে উঠেছে বলা যায়।

জি২০ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী তাঁর কন্যাসহ মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে সেলফি তুলেছেন। এই সেলফি ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়েছে। কেউ কেউ মনে করেছিলেন, এক সেলফিতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ক্ষমতাসীনদের সব ঝামেলা মিটে গেছে। কোনো একটা আপসরফা হয়তো হয়েছে। এ নিয়ে আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বক্তব্যও দিয়েছেন। গত সপ্তাহে আকস্মিক ভিসা নিষেধাজ্ঞার প্রয়োগ শুরু হওয়ায় রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই নতুন মার্কিন ভিসা নীতি ঘোষণার পেছনে বর্তমান বিএনপি সহ সরকার বিরোধীদের ব্যাপক লবি যেমন কাজ করেছে। তেমনি ভূরাজনৈতিক বাস্তবতাও সামনে চলে এসেছে। যুক্তরাষ্ট্র মনেপ্রাণে চায় বাংলাদেশকে চীনের প্রভাববলয়ের বাইরে রাখতে।

২০২১ সালে চীনের রাষ্ট্রদূত লি জিমিং বলেছিলেন, বাংলাদেশ যেন মার্কিন নেতৃত্বাধীন 'কোয়াড' নামের 'বেইজিংবিরোধী ক্লাবে' যোগ না দেয় এবং এটা করলে চীন-বাংলাদেশ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের মারাত্মক ক্ষতি হবে। তাঁর এ মন্তব্য ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিলে একে 'অপ্রত্যাশিত' এবং 'দুর্ভাগ্যজনক' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন। বাংলাদেশ অবশ্য 'কোয়াড', অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ভারত ও যুক্তরাজ্যকে নিয়ে গঠিত কোয়াড্রিল্যাটেরাল সিকিউরিটি ডায়ালগের অংশ নয়। তবে এ দেশগুলো যে বাংলাদেশকে বাইডেন প্রশাসনের বৃহত্তর ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজির অংশ করতে চায়, তা গত মার্চ মাসে জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদার এক বক্তব্যে পরিষ্কার হয়েছে। চীনের অর্থনৈতিক এবং সামরিক প্রভাব ঠেকানোই এই কৌশলের মূল লক্ষ্য। এই প্রেক্ষাপটে পরের মাসেই, অর্থাৎ এপ্রিলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জাপান, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র সফরের আগে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের জন্য বাংলাদেশের রূপরেখা ঘোষণা করেন। তাতে 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব এবং কারও সাথে শত্রুতা নয়'—এ নীতির ভিত্তিতে 'ভারসাম্যের' পথ নেওয়ার কথাও ঘোষণা করা হয়।

বাংলাদেশে চীন অনেক প্রকল্পে অর্থায়ন করেছে। বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের নিবিড় ঘনিষ্ঠতার বিষয়টি সম্পর্কেও যুক্তরাষ্ট্র সচেতন। বাংলাদেশ ভারত ও চীন উভয়ের সঙ্গেই ভারসাম্য রেখে চলতে চায়। তবে যুক্তরাষ্ট্র এসব দেশের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখতে চায় এবং এটাও দেখতে চায় যেন তারা চীনের ওপর খুব বেশি নির্ভরশীল হয়ে না পড়ে। যুক্তরাষ্ট্র সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞার মতো যেসব পদক্ষেপ নিচ্ছে, তার পেছনে আসল উদ্দেশ্য এই ভূ-রাজনৈতিক কৌশলগত স্বার্থ। গণতন্ত্র, সুষ্ঠু নির্বাচন বা মানবাধিকারকে তারা সামনে নিয়ে এসেছে বাংলাদেশের বেলায়।

একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, ক্ষমতাসীন দল ও বিরোধী দলের সদস্যদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা অত্যন্ত অপমান ও অমর্যাদার। এর সুদূরপ্রসারী ফলাফল রয়েছে। সাধারণত আমেরিকা কাউকে ভিসা নিষেধাজ্ঞা দিলে কানাডা, ইউরোপসহ অন্যান্য পশ্চিমা বিশ্বের অনেক দেশ আমেরিকাকে অনুসরণ করে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তেমন কিছু হলে তার দায়দায়িত্ব রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষকেই বহন করতে হবে। যদিও আমাদের রাজনীতিবিদরা কেউই দায়িত্ব গ্রহণ করছে না। ভেতরে ভেতরে চাপ থাকলেও মুখে তা উড়িয়ে দেয়ার ভান করছেন। যুক্তরাষ্ট্রের চাপ এমন করে উড়িয়ে না দেয়ার পরিণাম দেশের জন্য যে মঙ্গলের হবে না , সেকথা অবশ্য সবার জানা। জানা বিষয়ে জল ঘোলা না করে দেশে অবাধ, নিরপেক্ষ নির্বাচন ও মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়ন, মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চয়তার মতো বিশয়গুলোতে আমরা কী ঐক্যবদ্ধ হতে পারি না?

সাম্প্রদায়িক হিংস্র থাবা এবং ঘুণেধরা সমাজব্যবস্থা

ইমরান ইমন

সম্প্রতি কুড়িগ্রামের চারণকবি রাধাপদ রায়কে মারধরের ঘটনায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে। সবাই শুধু তাকে মারধরের শারীরিকভাবে ক্ষতবিক্ষত শরীরের ছবি দিয়ে পোস্ট করছেন। কিন্তু কাউকে মূল জায়গায় হাত দিতে দেখা যাচ্ছে না। মূল প্রসঙ্গে কথা বলতে দেখা যাচ্ছে না। গুটিকয়েকজন যা বলছেন, তা হলো দোষীদের বিচারের কথা। বিচারহীনতার সংস্কৃতিতে বিচার চাইতে যাওয়া অমূলক—সেটা কি বোধোদয় নয়! রাধাপদ রায়ের ভাষ্য, পাশের গ্রামের বাসিন্দা কদু মিয়া ও রফিকুল ইসলাম গান-বাজনা পছন্দ করেন না। তাকে পেটানোর সময় রফিকুল ইসলাম বলছিলেন, 'হিন্দু কবিকে পেটালে কিছু হয় না'। কদু মিয়া ও রফিকুল ইসলামে ভরা এই সমাজব্যবস্থা। এরা আবার সমাজের মোড়ল—গ্রামসরকার।

এ সমাজটা যে পচে গেছে, নষ্টদের দখলে চলে গেছে সেটার জ্বলন্ত উদাহরণ কবি রাধাপদ রায়ের ওপর মারধরের ঘটনা। যে সমাজে মুক্তচিন্তার অধিকার নেই, মুক্তমতের চর্চা নেই, যে সমাজ সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদপুষ্ট—যেখানে মানুষকে এখনও "মানুষের" পরিবর্তে ধর্ম-বর্ণ-গোত্রের পরিচয়ে বাঁচতে হয়, বাঁচতে হয় 'সংখ্যালঘু' পরিচয়ে—সেখানে এমন ঘটনা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

যে সমাজব্যবস্থায় একজন কবিকে শুধু হিন্দু হওয়ার অপরাধে মার খেতে হয়, সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার জন্য, কবিতা লেখার জন্য আক্রমণ ও হামলার শিকার হতে হয়—সে সমাজব্যবস্থা নষ্টের কোন অবস্থায় গেছে সেটা সহজেই অনুমেয়। কদু মিয়া ও রফিকুল ইসলাম গংদের এখন দোর্দণ্ড প্রতাপ। কে বা কাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এদের এমন প্রতাপ—সেটা কারও অজানা নয়।

সবকিছু এখন নষ্টদের দখলে, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজ—মোটাদাগে সব। রাধাপদের ওপর হামলার ঘটনায় বিভিন্ন সময়ে সরকারি সুবিধাভোগী কথিত কবি, সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বরা এখন নিশ্চুপ আছেন। কারণ, সবাই এখন যার যার পকেট ভারী করতে এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধিতে ব্যস্ত। সমাজ-রাষ্ট্র কোন রসাতলে যাচ্ছে সেদিকে কারও ভ্রুক্ষেপ নেই। এভাবে সমাজ-রাষ্ট্র চলতে পারে না।

আমরা কি আলোর দেখা পাবো নাকি আরও অন্ধকারের অতলে তলিয়ে যাবো?

পেট্রোডলারের লোভ বনাম গণতন্ত্রের সবক

সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টেরিজা মের সঙ্গে সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান। এএফপির ফাইল ছবি

সৌদি সাংবাদিক জামাল খাশোগি হত্যাকাণ্ডের পাঁচ বছর পর যুক্তরাজ্য সরকার সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান, অর্থাৎ এমবিএসকে বরণ করার জন্য লন্ডনে লালগালিচা বিছানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। অথচ খাশোগি হত্যার মূল পরিকল্পনাকারী ছিলেন খোদ মোহাম্মদ বিন সালমান। তাঁর নির্দেশেই একটি দল খাশোগিকে হত্যা করে। এমন একজন ব্যক্তিকে লালগালিচা সংবর্ধনা দেওয়ার পেছনে আসলে কাজ করছে যুক্তরাজ্য সরকারের পেট্রোডলারের লোভ। সৌদি আরবের কাছে অস্ত্র বিক্রি করে দেশটি ইতিমধ্যে প্রচুর পেট্রোডলার কামিয়েছে।

ব্রিটিশ জনগণকে যা জিজ্ঞাসা করা উচিত তা হলো, ব্রিটিশ প্রতিরক্ষাশিল্পের মুনাফা কি জাতীয় মূল্যবোধ এবং নিরাপত্তার চেয়ে বেশি দামি; যার জন্য তারা সৌদি আরবের সঙ্গে বাণিজ্যে নেমেছে?

২০১৮ সালের ২ অক্টোবর তুরস্কের ইস্তাম্বুলে সৌদি কনস্যুলেটে এমবিএসের কট্টর সমালোচক খাশোগি হত্যাকাণ্ডে ব্রিটিশ সরকারের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ছিল বিশ্বের অন্য সরকারগুলোর মতোই। তীব্র ঘৃণা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টেরিজা মের সরকার।

তৎকালীন ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেরেমি হান্ট সৌদি সরকারের কাছে এ ঘটনার উত্তর চেয়েছিলেন। তখন সৌদি সরকার ঘটনাটিকে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।কিন্তু এর দুই বছরের কম সময় পরে, ব্রিটিশ সরকার অন্য সুর গাইতে শুরু করে

এবং সৌদি আরবের সঙ্গে ফের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করে। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁ ২০২২ সালে একটি ইউরোপীয় রাষ্ট্রীয় নৈশভোজে এমবিএসকে স্বাগত জানানোর ক্ষেত্রে প্রথম হতে পারেন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার আরও শান্তভাবে সৌদি আরবের কাছে অস্ত্র বিক্রির প্রক্রিয়া ফের শুরু করে।

২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের নতুন প্রশাসন ঘোষণা করেছিল যে তারা সৌদি আরবের কাছে 'আক্রমণাত্মক' অস্ত্র বিক্রি বন্ধ করে দেবে। কিন্তু যুক্তরাজ্য এ রকম কিছু করতে অস্বীকার করে এবং যুক্তরাষ্ট্র যেসব অস্ত্র বিক্রি বন্ধ করে দিয়েছিল, যুক্তরাজ্য সেই সব অস্ত্রই সৌদি আরবের কাছে বিক্রি করা শুরু করে। অতিসম্প্রতি, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক জার্মানিকে ৪৮টি টাইফুন ইউরোফাইটার জেট সৌদি আরবের কাছে বিক্রির অনুমোদন না দিলে তাদের নিষেধাজ্ঞার হুমকি দেন।

এদিকে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে তেলের দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সৌদি আরবের ৬০০ বিলিয়ন ডলারের পাবলিক ইনভেস্ট ফান্ড ক্রমে ফুলেফেঁপে উঠছে। তারা মর্যাদাপূর্ণ বিভিন্ন ব্রিটিশ সংস্থা কিনে নিচ্ছে। এর মধ্যে আছে ফুটবল ক্লাব নিউ ক্যাসেল (দাম ৭৯ কোটি ৩০ লাখ ডলার) এবং স্পোর্টস কার প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান অ্যাস্টন মার্টিনের ১৭ শতাংশ মালিকানা।

যুক্তরাজ্য সরকার সৌদি যুবরাজ এমবিএসকে কাছে টানার আগে যুক্তরাষ্ট্রের নরম হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল। এর সংকেত চলে আসে ২০২২ সালের

সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টেরিজা মের সঙ্গে সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান

জুলাইয়ে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের জেদ্দায় গিয়ে এমবিএসের সঙ্গে দেখা করার মাধ্যমে। এখন যুক্তরাষ্ট্র আগের জায়গায় ফিরে আসায় সৌদি বাদশাহদের সঙ্গে সম্পর্ক জোড়াতালি দিতে যুক্তরাজ্যকে আরও দ্রুত দৌড়াতে হয়েছে। সৌদি আরব উপসাগরীয় এলাকার দেশগুলোর মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির জন্য চাপ দিচ্ছিল অন্যদের এটা বোঝাতে যে তাদের দেশে ব্যবসার সুযোগ ব্যাপকভাবে বাড়বে।

এটা এমনটাও হতে পারে যে বাইডেন প্রশাসনের সঙ্গে পরামর্শ করেই এমবিএসকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন সুনাক। নিজেই চুক্তিটিকে আকর্ষণীয় করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করছেন। ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার বিনিময়ে সৌদি আরবকে এই পুরস্কার দেওয়া হবে। দুবার প্যারিস সফরের পর এবার লন্ডন—বোঝাই যাচ্ছে এমবিএস একটু বেশিই ছাড় চাইতে পারেন। এই ছাড়ের প্যাকেজে হোয়াইট হাউসের রোজ গার্ডেনে বাইডেনের সঙ্গে ছবি তোলার সুযোগ চাইতে পারেন।

কেউ কেউ হয়তো যুক্তি দেবেন যে রাজনৈতিক বাস্তবতায় বাহরাইন, আমিরাত, মিসর ও ইসরায়েলের ভয়ংকর মানবাধিকার লঙ্ঘনের রেকর্ড থাকা সত্ত্বেও যুক্তরাজ্য যেমন এসব দেশের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখেছে, তেমনি সৌদি আরবের সঙ্গে চলা ছাড়া তার আর কোনো উপায় নেই। ব্রিটেনের বিশ্বাসযোগ্যতা এবং এর জনগণের নিরাপত্তার জন্য এই যুক্তিগুলো কখনোই কিছু মনে করে না।

ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেমস ক্লেভারলি সম্প্রতি দাবি করেছেন, ইউক্রেনের প্রতি যুক্তরাজ্যের সমর্থন শুধু স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের প্রতি অঙ্গীকার প্রতিফলিত করে না; বরং সেই সব স্বৈরশাসকের জন্য এটি একটি বার্তা, যারা মনে করে যে তারা সব অপরাধ করে পার পেয়ে যাবে। দুঃখজনকভাবে এটি এমন একটি পাঠ যা সৌদি আরবের ক্ষেত্রে যুক্তরাজ্য প্রয়োগ করতে অস্বীকার করে।

সৌদি সরকার শুধু নিজের নাগরিকদের বিরুদ্ধে জঘন্য আচরণ করছে তা নয়, ইয়েমেনে অপ্রয়োজনীয় যুদ্ধ এবং নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে দেশটির বাসিন্দাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। যুদ্ধ ও নিষেধাজ্ঞার কারণে সেখানে ৩ লাখ ৭০ হাজারের বেশি মানুষের প্রাণ গেছে। সম্প্রতি সৌদি সীমান্তে ইথিওপিয়ান অভিবাসী ও আশ্রয়প্রার্থীদের গণহারে হত্যা করা হয়েছে। তারা যুক্তরাজ্য, কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের মানবাধিকারকর্মীদের ওপর আক্রমণ ও হুমকি অব্যাহত রেখেছে।

২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে কানাডায় একজন কানাডীয় নাগরিককে ভারত সরকারের হত্যার বিষয়ে প্রতিবেদনগুলো স্পষ্ট করে, স্বৈরশাসকেরা প্রকৃতপক্ষে আত্মবিশ্বাসী যে পশ্চিমারা অন্য দিকে তাকাবে। তারা কেবল সৌদি আরবকে জবাবদিহি করতে পশ্চিমাদের অস্বীকৃতিই দেখে না; বরং এটিকে আড়াল করার জন্য তাদের নির্লজ্জ প্রচেষ্টাও দেখেছে।

রাশিয়ার বিরুদ্ধে গিয়ে ইউক্রেনকে সমর্থন না করে পশ্চিম ইউরোপের বাইরের দেশগুলোর কঠোর নিরপেক্ষতা বা সরাসরি প্রত্যাখ্যান যদি কোনো ইঙ্গিত হয়, তবে বিশ্বের খুব কম লোকই গণতন্ত্র বা স্বাধীনতার বিষয়ে ক্লেভারলির বক্তব্যকে বিশ্বাস করবে। ব্রিটেনের মুখে পেট্রোডলার ঢেলে দিলে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের জন্য কথিত সমর্থনের কী হবে, তা তারা বেশ স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছে। সৌদি আরবের সঙ্গে তার সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে পুনরুদ্ধার এবং পেট্রোডলারের জন্য দেশটির কাছে অস্ত্র বিক্রি করে যুক্তরাজ্য সরকার এটাই বুঝিয়ে দিয়েছে, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি সমর্থন কত সহজেই ত্যাগ করা যায়।

(মিডল ইস্ট আইতে প্রকাশিত লেখাটি ইংরেজি থেকে অনূদিত)

আকাশপথে সম্ভাবনা বাড়ছে, করণীয় কী

ড. ইজাজ আহসান

পরিবহন ব্যবস্থার গুরুত্ব নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। উন্নত দেশগুলোর পরিবহন ব্যবস্থা দেশগুলোকে উন্নতির চরম শিখরে নিয়ে গেছে। তাদের সড়ক, মহাসড়ক, রেল, জলপথ এবং সর্বোপরি বিমান পরিবহন ব্যবস্থায় যুগান্তকারী উন্নতি সাধিত হয়েছে। বাংলাদেশও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি হচ্ছে ধীরে। সড়ক ব্যবস্থা উন্নত হচ্ছে, উন্নত হচ্ছে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা। কিন্তু এখনো বিশ্বের অন্যান্য দেশে সড়ক পথে দুই থেকে আড়াই ঘণ্টার দূরত্ব অতিক্রম করতে বাংলাদেশে লাগে ছয় থেকে আট ঘণ্টা। একই অবস্থা রেল ও জলপথের। এ নিয়ে কাজ করার অনেক কিছু থাকলেও এই সংকটই আবার আকাশপথের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলেছে।

সড়কপথে সময় বেশি লাগার কারণ হচ্ছে একই সড়কে বিভিন্ন ধরনের যানাহনের চলাচল, রাস্তার পাশে বাজার-হাট বসা, রাস্তার বেহাল অবস্থা, এবং যেকোনো বড় শহরে ঢোকার মুহূর্তে যানজট। এসব মিলিয়ে সড়কপথে চলাচল খুবই সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। অন্যদিকে ট্রেন চলাচল ব্যবস্থা কিছুটা উন্নত হলেও উন্নত দেশের তুলনায় এখনো অনেক পিছিয়ে। এ ছাড়া রয়েছে বিশাল জলপথ, বর্ষাকালে যা আরও বিস্তৃত হয়। এখানেও খুব বড় মাপের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না।

এবার আসি আকাশপথের কথায়। সব ধরনের পরিবহন নিয়ে এক সাথে আলোচনা করা সম্ভব নয়। যা হোক বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় বিমান সংস্থা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের যাত্রা শুরু স্বাধীনতার অব্যবহিত পরই, ১৯৭২ সালে । সেখান থেকে এই দীর্ঘ যাত্রায় সংস্থাটির মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসেনি। অথচ মধ্যপ্রাচ্যের সব থেকে সফল বিমান সংস্থা এমিরেটেস এয়ারলাইন্স প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮৫ সালে পাকিস্তানি এয়ারলাইন্স পিআইএর কাছ থেকে একটা উড়োজাহাজ ভাড়া নিয়ে। সেখান থেকে আর পেছনে ফিরে তাকায়নি সংস্থাটি। বর্তমানে

এটি পৃথিবীর অন্যতম সফল এবং জনপ্রিয় এয়ারলাইন্স সংস্থা হিসেবে খ্যাত। মধ্যপ্রাচ্যের অন্য এয়ারলাইন্সগুলো এমিরাটসের মতো না হলেও অভাবনীয় সাফল্য লাভ করেছে। এদের মধ্যে কাতার, কুয়েত, সউদিয়া, ইত্তেহাদ এয়ারলাইন্সের নাম উল্লেখযোগ্য। এই সাফল্যের পেছনে রহস্য কী, আর আমাদের ব্যর্থতার কারণই-বা কী, তা খুঁজে দেখা দরকার বলে আমি মনে করি।

আমাদের ধারণা মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর তেলের টাকাই এর মূল রহস্য। তাদের বিপুল তেল বিক্রির টাকা অকাতরে বিনিয়োগ করেছে আর গড়ে তুলেছে এই বিশাল সংস্থা। কিন্তু একটি প্রতিষ্ঠানের উন্নতি অগ্রগতির সার্বিক সাফল্যের জন্য শুধু বিনিয়োগ যথেষ্ট নয়, সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ও দক্ষতা; আর সেই সাথে সততা ও নিষ্ঠা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এ সবকিছুর সমন্বয় ঘটেছিল এমিরেটেস এয়ারলাইন্সের ক্ষেত্রে।

আকাশপথে চলাচলের সাথে প্রত্যক্ষভাবে আরও কতগুলো শিল্প ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্র জড়িত। এর মধ্যে অন্যতম হলো পর্যটন শিল্প। আমিরাতের পর্যটন শিল্পের বিস্ময়কর সাফল্যের পেছনে তাদের এয়ারলাইন্সের পেশাদারি ও সঠিক সিদ্ধান্ত বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যাত্রা অনেক আগে শুরু হলেও বিমান সেই অর্থে কোনো সাফল্য অর্জন করতে পারেনি।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রায় ১ কোটিরও বেশি বাংলাদেশি বাস করে। এর মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যেই থাকেন ৩৫ থেকে ৪০ লাখের মতো বাংলাদেশি। এরা দেশে আসা-যাওয়া করে প্রতিনিয়ত। কিন্তু অধিকাংশ যাত্রীই টিকিটের মূল্য, যাত্রীসেবা, ফ্লাইটের সময়সূচি-এসব বিবেচনায় অন্যান্য মধ্যপ্রাচ্যের এয়ারলাইন্সকে প্রাধান্য দেয়। অথচ প্রতিটি দেশের মানুষই তাদের যাতায়াতের ক্ষেত্রে নিজ দেশের সংস্থাকেই প্রথম পছন্দ হিসেবে বেছে নেয়। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে তা হয় না। এর পেছনে মূল কারণ হলো সেবার নিম্নমান। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে বিমানের ভাড়া অন্যান্য দেশের বিমান সংস্থার চেয়ে বেশি। যারা বহু কষ্ট করে মধ্যপ্রাচ্য থেকে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার যোগান দিচ্ছে, তাদের জন্য কিছুটা বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা করলে তারা উপকৃত হতে পারত। এতে বিমানের যাত্রী সংখ্যা বাড়ত। বর্তমানে রেমিটেন্সের ক্ষেত্রে যেভাবে ২ দশমিক ৫ শতাংশ হারে প্রনোদনা দেওয়া হচ্ছে, সেভাবে বিমান ভাড়ার ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু সুবিধা দেওয়া যায় কিনা তা দেখা দরকার। এ ছাড়া প্রতি বছর লক্ষাধিক বাংলাদেশি পবিত্র হজ পালনের জন্য সৌদি আরব যান। বিমানের জন্য এটাও একটা স্থায়ী সুবিধা, যা অন্য বিমান সংস্থার নেই। এখানেও অতিরিক্ত বিমান ভাড়া ও ফ্লাইট বিপর্যয়ের বিস্তর অভিযোগ আসে প্রতি বছর।

এবারে আসি আভন্ত্যরীণ বিমান পরিবহনের ক্ষেত্রে। বাংলাদেশ বিমানসহ বর্তমানে মোট পাঁচটি এয়ারলাইন্স আভন্ত্যরীণ ফ্লাইট পরিচালনা করছে। এর মধ্যে নতুন যুক্ত হয়েছে এয়ার এস্ট্রা। এর অগে বেশ কয়েকটি বিমান সংস্থা যেমন এয়ার পারাবত, জিএমজি এয়ারলাইন্স, অ্যারো বেঙ্গল বড় মাপের লোকসানের মধ্যে পড়ে বন্ধ হয়ে গেছে। এয়ারলাইন্সগুলোকে অনেক ধরনের কর দিতে হয়, যা দিয়ে তাদের পক্ষে টিকে থাকা কঠিন। কারণ, এমনিতেই বিমান সংস্থাগুলোর পরিচালন ব্যয় এবং বিনিয়োগ অনেক বেশি। তাই এ ক্ষেত্রে প্রাথমিক অবস্থায় তাদের যে সহায়তা প্রয়োজন, তা সময়মতো দেওয়া গেলে এই সংস্থাগুলো প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পারে অন্ততপক্ষে টিকে থাকতে পারে। এসব ব্যয় কমলে বিমানের ভাড়া কমে যাবে। এতে যাত্রীর সংখ্যা নিশ্চিতভাবে বাড়বে। দেশের আয়তনের তুলনায় বেশ কয়েকটি বিমানবন্দর আছে আমাদের। আভ্যন্তরীণ যোগাযোগের ক্ষেত্রে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে সাথে আকাশপথে ভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা ও সক্ষমতা বাড়ছে। এই বাজার সম্প্রসারণ শুধু দেশেই নয়। প্রতিবেশী দেশগুলোতেও সমভাবে বাড়ছে। দেশীয় বিমান সংস্থাগুলোর সক্ষমতা বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের দুয়ার খুলে দিতে পারে। আমাদের প্রতিবেশি দেশগুলো যেমন ভারত, নেপাল, মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কায় প্রচুর পর্যটক যান। বাংলাদেশ ভ্রমণে এই পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে হলে আকাশপথে ভ্রমণ ব্যয় কমানো জরুরি। দেশীয় এয়ারলাইন্সগুলোর টিকিটের দাম কমালে বহু পর্যটক এ দেশ ভ্রমণে আগ্রহী হবে, যা এই প্রতিষ্ঠানগুলো তো বটেই আমাদের অর্থনীতিকেও সমৃদ্ধ করবে। এর মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে বাংলাদেশ হয়ে উঠতে পারে এশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন গন্তব্য। দেশের আভ্যন্তরীণ বিমান পরিবহন ব্যবস্থার উৎকর্ষ্য ও উন্নত সাশ্রয়ী সেবা দেশের দ্রুততম যোগাযোগ ব্যবস্থায় এক নতুন দিগন্তের সূচনা করবে।

তাই দেশের সরকার ও পরিকল্পনাবিদদের কাছে প্রত্যাশা যথাযথ পরিকলনা ও গবেষণার মাধ্যমে বেসরকারি বিমান পরিবহন খাতকে বিকশিত হওয়ার সব সুযোগ আর সম্ভাবনাকে অবারিত করে দেওয়া।

ব্যর্থ বিএনপির বায়বীয় আস্ফালন

মহিউদ্দিন খান মোহন

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে 'নিঃশর্ত' মুক্তি ও উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠাতে সরকারকে ৪৮ ঘণ্টার আলটিমেটাম দিয়েছিল বিএনপি গত ২৪ সেপ্টেম্বর। দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে অনুষ্ঠিত সমাবেশ থেকে এই আলটিমেটাম দেওয়া হয়। জনসভায় বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে খালেদা জিয়াকে বিদেশে উন্নত চিকিৎসার জন্য পাঠানোর আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'অন্যথায় তাঁর কিছু হলে সব দায়দায়িত্ব এ সরকারকেই নিতে হবে।' মির্জা আলমগীরের এ বক্তব্য পরদিন দেশের সব দৈনিকেই প্রকাশিত হয়েছে।

এখানে লক্ষণীয় হলো, বিএনপির মহাসচিব খালেদা জিয়াকে মুক্তি না দিলে কঠোর কোনো কর্মসূচির হুমকি দেননি; বরং তাঁর কোনো ক্ষতি হলে তার দায়দায়িত্ব সরকারের কাঁধে চাপিয়েই নিজেদের দায়িত্ব শেষ করেছেন।

বিএনপির দেওয়া আলটিমেটামের পর পেরিয়ে গেছে এক সপ্তাহ। কিন্তু দলটি এরপর আর নেত্রীর মুক্তির দাবিতে কোনো কর্মসূচি দেয়নি। কারাবন্দী হওয়ার পাঁচ বছর পর হঠাৎ খালেদা জিয়ার মুক্তি ও চিকিৎসার দাবিতে বিএনপির এই বিশেষ কর্মসূচি জনমনে কৌতূহল সৃষ্টি করেছিল সংগত কারণেই; বিশেষ করে যে কঠোর ভাষায় সেদিন বিএনপির নেতারা সরকারকে হুঁশিয়ারি দিচ্ছিলেন, তাতে মনে হয়েছিল ৪৮ ঘণ্টা পরে তাঁরা অধিকতর কঠোর কোনো কর্মসূচি নিয়ে মাঠে নামবেন। কিন্তু সেটা হয়নি। কেন হয়নি তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে সচেতন মহলে। বিএনপির নেতারা কি সত্যি খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে আন্তরিক, নাকি এটাও সরকারের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করার একটা উপলক্ষ হিসেবেই নিয়েছেন? আমার এ কথায় বিএনপির কেউ কেউ রুষ্ট হতে পারেন। তাতে আমার কিছু যায়-আসে না।

এটা তো অস্বীকার করা যাবে না, খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে দীর্ঘ পাঁচ বছরেও বিএনপি কার্যকর কোনো আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি, যা সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে। সবারই স্মরণ থাকার কথা, ২০১৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি খালেদা জিয়া কারারুদ্ধ হওয়ার পর বিএনপির নেতারা বলেছিলেন, শান্তিপূর্ণ আন্দোলন ও আইনি প্রক্রিয়ায় নেত্রীকে মুক্ত করে আনবেন। তখন বিএনপির মহাসচিব এ-ও বলেছিলেন, নেত্রী তাঁর মুক্তির দাবিতে কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। কিন্তু আন্দোলন মানেই তো বিশৃঙ্খলা নয়।

খালেদা জিয়ার কোটি কোটি ভক্ত-অনুরাগী আশা করেছিলেন, তিনি জেলবন্দী হওয়ার পরপরই হয়তো বড় ধরনের কোনো মিছিল-সমাবেশের কর্মসূচি দেবে বিএনপি। কিন্তু তারা সেটা দেননি বা দিতে পারেননি; বরং দৃশ্যমান হয়েছে, নেত্রীকে কারান্তরালে রেখে দলটির নেতারা রাষ্ট্রক্ষমতায় যাওয়ার চিন্তায় মশগুল রয়েছেন। এমনকি ২০১৮ সালের সংসদ নির্বাচনে অংশ নেওয়ার আগে বিএনপির তৃণমূল নেতা-কর্মী ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা মনে করেছিলেন, নির্বাচনে অংশ নেওয়ার পূর্বশর্ত হিসেবে খালেদা জিয়ার মুক্তি তাঁরা আদায় করে নেবেন।

কিন্তু তাঁদের হতাশ করে দলটির নীতিনির্ধারকেরা বিনা শর্তেই নির্বাচনে নেমে পড়েছিলেন। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের ধারণা, বিএনপি যদি তখন সরকারকে এই বলে

> **খালেদা জিয়ার কোটি কোটি ভক্ত-অনুরাগী আশা করেছিলেন, তিনি জেলবন্দী হওয়ার পরপরই হয়তো বড় ধরনের কোনো মিছিল-সমাবেশের কর্মসূচি দেবে বিএনপি। কিন্তু তারা সেটা দেননি বা দিতে পারেননি; বরং দৃশ্যমান হয়েছে, নেত্রীকে কারান্তরালে রেখে দলটির নেতারা রাষ্ট্রক্ষমতায় যাওয়ার চিন্তায় মশগুল রয়েছেন।**

'আলটিমেটাম' দিত, খালেদা জিয়াকে মুক্তি না দিলে নির্বাচনে যাব না, তাহলে সরকার সেই দাবি মানতে বাধ্য হতো। কেননা, ২০১৪-এর বিতর্কিত নির্বাচনের পরে আরও একটি একতরফা নির্বাচনের ঝুঁকি সরকার হয়তো নিত না। কিন্তু বিএনপি সেই দৃঢ়তা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে। তবে ওই নির্বাচনকালীন কতিপয় নেতার আস্ফালন আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। তাঁরা বলেছিলেন, নির্বাচনের পরদিন জেলখানার তালা ভেঙে খালেদা জিয়াকে বের করে আনবেন। বলা বাহুল্য, এর সবই ছিল বায়বীয় আস্ফালন।

যে যত সমালোচনাই করুক, নিন্দাবাদ দিক, এটা স্বীকার করতেই হবে যে এ দেশে এখনো কোটি কোটি মানুষ খালেদা জিয়ার ভক্ত-অনুরাগী। একসময় তিনি তুমুল জনপ্রিয় নেত্রী ছিলেন। এই জনপ্রিয়তা তিনি পান তাঁর মরহুম স্বামী আরেক জনপ্রিয় রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের পত্নী হিসেবে এবং স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের নয় বছর রাজপথে নিরবচ্ছিন্ন নেতৃত্ব দিয়ে। নেতৃত্বের দৃঢ়তায় তিনি উঠে যান অনন্য উচ্চতায়। অর্জন করেন 'আপসহীন নেত্রী'র অভিধা। এই অভিধা নিরর্থক ছিল না। ১৯৮২ সালে চেপে বসা স্বৈরশাসন হটাতে তিনি যে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন, তা ইতিহাসের অংশ হয়ে আছে। একদা 'আপসহীন নেত্রী'র উপাধিতে ভূষিত খালেদা জিয়াকেও শেষ পর্যন্ত আপস করতে হয়েছে।

নিজের মুক্তির ব্যাপারে দলের নিদারুণ ব্যর্থতায় ছোট ভাই শামীম এস্কান্দারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ২০২০ সালের ২৫ মার্চ সরকারের শর্ত মেনেই তিনি বেরিয়ে আসেন কারাগার থেকে। সরকার তাঁকে জেলখানার পরিবর্তে বাসায় থেকে চিকিৎসা নেওয়ার অনুমতি দেয়। সেই থেকে প্রতি ছয় মাস অন্তর সরকার তাঁর বাসায় থাকার মেয়াদ বাড়াচ্ছে।নেত্রীকে মুক্ত করতে বিএনপির সীমাহীন এই ব্যর্থতায় ক্ষুব্ধ বিএনপির তৃণমূল নেতা-কর্মীরা। শুধু বিএনপির নেতা-কর্মী নন, যাঁরা দল করেন না, অথচ খালেদা জিয়াকে পছন্দ করেন, তাঁরাও হতাশ। কারণ, গত পাঁচ বছরে বিএনপি অসংখ্য কর্মসূচি দিলেও নেত্রীর মুক্তির দাবিতে দোয়া মাহফিল ছাড়া একক কোনো কর্মসূচি দেয়নি।

বিএনপির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেও বলতে দ্বিধা নেই, আমি এখনো খালেদা জিয়ার অনুরক্ত ও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল। দীর্ঘদিন বিএনপির কর্মী হিসেবে এবং পাঁচ বছর তাঁর সহকারী প্রেস সচিবের দায়িত্ব পালনকালে তাঁর নেতৃত্বের গুণাবলি আমি কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছি। দেশ ও জাতির কল্যাণ প্রশ্নে তাঁর আন্তরিকতার ঘাটতি কখনো আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি। হয়তো তাঁর নিজের ভুলে কিংবা বিরূপ পরিস্থিতির শিকার হয়ে তিনি আজ চরম দুর্দশাগ্রস্ত। একজন সাবেক কর্মী হিসেবে তাই খালেদা জিয়ার আজকের অবস্থা আমাকে বিচলিত না করে পারে না। মনে পড়ে তিনি কারাবন্দী হওয়ার পর মহাসচিব মির্জা আলমগীরসহ কয়েকজন শীর্ষ নেতাকে বলেছিলাম, ম্যাডামের মুক্তির দাবিতে আপনারা স্বেচ্ছায় কারাবরণ কর্মসূচি দেন।

এমনিতেই তো সরকার আপনাদের ধরে ধরে জেলে ভরে। ম্যাডামের জন্য না হয় আরেকবার ভরবে। তাঁদের বলেছিলাম, এই কর্মসূচি সরকারকে চাপে ফেলবে। কিন্তু বিএনপির 'রাজপথের সাহসী' নেতারা সেই কর্মসূচি দিতে সাহস পাননি। ফলে আজ যখন তাঁরা নেত্রীর মুক্তির দাবিতে ৪৮ ঘণ্টার আলটিমেটাম দেন, তখন মনে প্রশ্ন জাগে, এটা কি তাঁদের অন্তরের কথা, নাকি মুখের বুলি? পত্রিকায় দেখলাম, হাসপাতালে খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থার কথা বলতে গিয়ে বিএনপির মহাসচিব কেঁদে ফেলেছেন। অনেকে তাঁর এই কান্নায় ভারাক্রান্ত হয়েছেন। কিন্তু একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে আমার কাছে এর কানাকড়ি মূল্যও নেই। কারণ, কর্মীরা নেতার চোখে ব্যর্থতার অশ্রু দেখতে চায় না। তারা নেতার চোখে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখতে চায়। কিন্তু ভেজা ম্যাচ-কাঠিতে যে আগুন জ্বলে না!

বেসরকারি চাকরিজীবীরা কী এতই ফেলনা!

অর্ণব সান্যাল

বাবা-মায়ের একাধিক সন্তান থাকলে, জনশ্রুতি আছে যে কোনো কোনো সন্তান নাকি হয় বাবার, নয় মায়ের অনেক বেশি প্রিয়। বাস্তবেও এসব নিয়ে অনেক কথা শোনা যায়। এর সত্য-মিথ্যা যাচাই করা কঠিন। রবীন্দ্রনাথের অতিথি গল্পের কথা মনে আছে? গল্পের নায়ক তারাপদর কাছে মতিলালবাবুর স্ত্রী অন্নপূর্ণা প্রশ্ন করিলেন, 'তোমার মা নাই?'

তারাপদ কহিল, 'আছেন।'

অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তিনি তোমাকে ভালোবাসেন না?'

তারাপদ এই প্রশ্ন অত্যন্ত অদ্ভুত জ্ঞান করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, 'কেন ভালোবাসবেন না?'

অন্নপূর্ণা প্রশ্ন করিলেন, 'তবে তুমি তাঁকে ছেড়ে এলে যে।'

তারাপদ কহিল, 'তাঁর আরো চারটি ছেলে এবং তিনটি মেয়ে আছে।'

অন্নপূর্ণা বালকের এই অদ্ভুত উত্তরে ব্যথিত হইয়া কহিলেন, 'ওমা, সে কী কথা! পাঁচটি আঙুল আছে বলে কি একটি আঙুল ত্যাগ করা যায়।'

আসলে বাবা-মায়ের কাছে তো সব সন্তানই প্রিয়। তবে আরেক রকম অবস্থা তৈরি হচ্ছে দেশের আপামর জনসাধারণের বেলায়। ছেলে বা মেয়ের মতো এ দেশে স্পষ্টত একটা বিভক্তি তৈরি হচ্ছে আয়-রোজগারের দিক থেকে। যিনি সরকারের কাছ থেকে বেতন পান তিনি যে সুবিধা ভোগ করেন, ঠিক সেই জায়গাতেই অসুবিধা ভোগ করছেন বেসরকারি খাতের কর্মীরা। পরিবার বা সমাজের হিসাব আলাদা। কিন্তু যখন এ ক্ষেত্রে দেশ, সরকার বা রাষ্ট্রের প্রসঙ্গ এসে যায়, তখন তা মেনে নেওয়া কঠিন।

এসব আলোচনা এই মুহূর্তে উঠছে মূলত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রভিডেন্ট ফান্ডে সাড়ে ২৭ শতাংশ আয়কর আরোপের কারণে। সংবাদমাধ্যমের খবরে প্রকাশ, কর্মীদের চাকরি পরবর্তী সময়ের আর্থিক সুরক্ষায় প্রভিডেন্ট ফান্ড বা ভবিষ্য তহবিল গঠনের বিধান আছে শ্রম আইনেই। প্রতি মাসে বেতন থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা কেটে রাখা হয়। এই টাকার সাথে সমপরিমাণ অর্থ দেয় নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান। সব মিলিয়ে গঠন করা হয় প্রভিডেন্ট ফান্ড। এখানে জমানো টাকা সঞ্চয়পত্র কেনাসহ নানা ধরনের লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করে কোম্পানি। এই মুনাফা পরবর্তীতে কর্মীদের মাঝে ভাগ করে দেওয়া হয়।

এতদিন এই মুনাফায় ১০ শতাংশ উৎসে কর আদায় করত এনবিআর। নতুন আইনে প্রভিডেন্ট ফান্ড স্বীকৃতি পেয়েছে কোম্পানি হিসেবে। ফলে, এ ফান্ড নিয়মিত অডিট করে এনবিআরে রিটার্ন দিতে হবে। পাশাপাশি সাড়ে ২৭ শতাংশ কর নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, যা নিয়ে শুরু হয়েছে অসন্তোষ। বেসরকারি চাকরিজীবীদের দাবি, প্রভিডেন্ট ফান্ডে এ অতিরিক্ত কর পুরোপুরি বৈষম্যমূলক। এটি প্রত্যাহারের দাবিও দিনকে দিন জোরদার হচ্ছে।

এই যে দেশের একটি বিশাল অংশের নাগরিকেরা নিজেদের বৈষম্যের শিকার বলে মনে করছেন, তার কারণ আসলে কী? কারণটি হলো সরকারি কর্মকর্তাদের পাওয়া তুলনামূলক বিপুল সুবিধা। অবস্থা অনেকটা দাঁড়াচ্ছে সুয়োরাণি-দুয়োরাণির সেই রূপকথার গল্পের মতো। সমস্যা হলো, ঘটনাটি রূপকথার কল্পিত জগতে হচ্ছে না। হচ্ছে ইট-কাঠ-পাথরের এই দেশে, বাস্তবেই।

যে প্রভিডেন্ট ফান্ডের আয়ে করারোপ নিয়ে এত আলাপ, সেই তহবিলের ক্ষেত্রেই সরকারি কর্মচারীদের সুবিধা কী, তা জেনে নেওয়া যাক। সরকারি খাতের কর্মীদের প্রফিডেন্ট ফান্ডে আছে করমুক্ত সুবিধা। মানে একেবারে সর্বোচ্চ সুবিধা। বুঝুন তবে। কোথায় আকাশের তারা, আর কোথায় জমিনের নাড়া!

> **যে প্রভিডেন্ট ফান্ডের আয়ে করারোপ নিয়ে এত আলাপ, সেই তহবিলের ক্ষেত্রেই সরকারি কর্মচারীদের সুবিধা কী, তা জেনে নেওয়া যাক। সরকারি খাতের কর্মীদের প্রফিডেন্ট ফান্ডে আছে করমুক্ত সুবিধা। মানে একেবারে সর্বোচ্চ সুবিধা। বুঝুন তবে। কোথায় আকাশের তারা, আর কোথায় জমিনের নাড়া!**

প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে যে অর্থ চাকরিজীবীরা পেয়ে থাকেন, তার সুবিধা কতটা? এক কথায়, অনেক। নিজের পরিবারে এই সুবিধা আমার মতো অধমও ভোগ করেছে। অতি নিকটাত্মীয় একজনকে দেখেছি কর্মজীবন শেষ হওয়ার পর এই প্রভিডেন্ট ফান্ডের অর্থ দিয়েই বাকিটা জীবন চলতে। এবং তা সম্ভব হয়েছিল কারণ সরকারি কর্মচারী হিসেবে তিনি করমুক্ত সুবিধায় প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকাগুলো তুলতে পেরেছিলেন। ফলে কিছু বাড়তি অর্থ অবশ্যই তিনি পেয়েছিলেন। এবং কর্মজীবন শেষে পড়ন্ত বয়সে সেই বাড়তি টাকাটুকু যে কতটা কাজে লাগে, তা ওই পরিস্থিতিতে থাকা মানুষেরাই বোঝেন। আর এই বাস্তবতা এ দেশের অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ক'জন আর চাকরি করে গাড়ি-বাড়ি বানাতে পারেন, বলুন?

সরকারি কর্মচারীরা এই সুবিধা অবশ্য দীর্ঘদিন ধরেই পেয়ে আসছেন। বেসরকারি খাতের কর্মীরা সেটিও পাচ্ছেন না। ১০ শতাংশ কর কেটে নেওয়া নিয়ে খেদ থাকলেও বেসরকারি চাকরিজীবীরা তা অনেকাংশে মেনেও নিয়েছিলেন। যদিও সেটি বৈষম্যের সংজ্ঞার ভেতরেই পড়ে। হ্যাঁ, ছোট বৈষম্য, তবে বৈষম্য তো অবশ্যই। কিন্তু এখন তো মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা! ১০ থেকে কর কেটে নেওয়ার হার চলে গেছে ২৭ শতাংশে।

আসল কথা হলো, প্রভিডেন্ট ফান্ড মূলত এক ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা জাল। আমাদের মতো দেশে এটি দেওয়ার উদ্দেশ্যই হলো, যখন মানুষের বয়স থাকবে না উপার্জন করার মতো, তখন যেন তারা চলতে পারে। কিন্তু সেই প্রধান উদ্দেশ্যই যদি ব্যাহত হয়, তবে তো প্রভিডেন্ট ফান্ড তৈরির ব্যবস্থাটি চালু রাখার যৌক্তিকতা নিয়েই সংশয় জাগে।

এর পাল্টা যুক্তিও আছে বটে। দেশ চালাতে গেলে টাকা লাগে। সেই টাকা সরকারকে কর হিসেবে জনগণের কাছ থেকেই আদায় করতে হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বা এনবিআর নিশ্চয়ই কর আদায়ের হার বাড়ানোর জন্যই এমন পদক্ষেপ নিয়েছে। মূল উদ্দেশ্য নিয়ে কোনো সমালোচনার জায়গা নেই। কথা হলো, তাহলে খাত নির্বিশেষে সব কর্মজীবীর ক্ষেত্রেই একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে না কেন? সরকারের কর খাত থেকে আয় বেশি হলে, সেটি তো দেশের কাজেই লাগবে। সেক্ষেত্রে সব পেশাজীবীকে সমান হারেই এ ক্ষেত্রে অবদান রাখা প্রয়োজন। কিন্তু তা না করে, এক পক্ষকে একেবারে দায়মুক্তি দেওয়ার ব্যবস্থা, বাকি সব দায় চাপিয়ে দেওয়া হলো অন্য পক্ষের ঘাড়ে। মজার ব্যাপার হলো, যে মানুষগুলো এই আইনের খসড়া তৈরি এবং চূড়ান্তভাবে তা প্রয়োগ-বাস্তবায়নের কাজ করবেন, তারা সবাই সরকারি কর্মচারী। এখন যদি বেসরকারি কর্মজীবীরা পুরো বিষয়টি সম্পর্কে বলেন—'নিজেদেরটা ঠিক রেখে আমাদের পকেট কাটা হচ্ছে!' তখন জবাব কী হবে?

এমনিতেই বর্তমানে দেশে ধনী-গরিবের বৈষম্য নিয়ে জোর আলোচনা বিরাজমান। সম্প্রতি নাগরিক প্ল্যাটফর্মের এক সংলাপে উঠে এসেছে যে, গত এক যুগে দেশে ধনী-গরীবে বৈষম্য বেড়েছে ৮০ গুণ। অথচ গত ৬ বছরে দারিদ্রের হার কমে বর্তমানে হয়েছে ১৮ দশমিক ৭ শতাংশ। অতি দারিদ্রের হারও কমে দাঁড়িয়েছে ৫ দশমিক ৬ শতাংশে। কিন্তু এসব অর্জন ম্লান করে দিচ্ছে ধনী-গরিবের মধ্যে থাকা বৈষম্য। এমন পরিস্থিতিতে যেখানে এই বৈষম্য কমাতে আমাদের সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন, সেখানে উল্টো নতুন করে বৈষম্য সৃষ্টি করা হচ্ছে। ফলে দুই পা এগোনোর পর আবার পিছিয়ে পড়তে হচ্ছে এক পা।

আশার কথা হলো, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কাছে এ বিষয়ে ব্যাখ্যা চেয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়। সম্প্রতি এনবিআরের করনীতি শাখার কাছে এ ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে। এখন এর সন্তোষজনক ও যৌক্তিক সমাধান হওয়াই দস্তুর। তা না হলে, বেসরকারি খাতের অনেক পেশাজীবীই চাকরি-পরবর্তী সময়ে ঝুঁকিতে পড়বেন। মনে রাখতে হবে, সোনার ডিম পাড়া হাঁসের পেটে ছুরি চালালে কিন্তু আম ও ছালা—দুই-ই যাবে।

বারোটা বাজার কাছাকাছি

জাহীদ রেজা নূর

টের পাচ্ছি, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ভবিষ্যৎ নাগরিকদের বারোটা বাজাবে। এগারোটা যে বেজে গেছে, তা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিশ্ব র‍্যাঙ্কিং থেকেই বোঝা যায়। জ্ঞান সৃষ্টির কোনো উদ্যোগ আপাতত খুব একটা চোখে পড়ছে না। খুব কমসংখ্যক শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনকে গুরুত্বের সঙ্গে নেন।

বাকিরা শিক্ষকতা করেন, বিনিময়ে বেতন পান। বেতন পাওয়ার জন্য শিক্ষাদান-প্রক্রিয়া বুঝিয়ে দেয় যে জীবনযাপনের চাহিদা মেটানোর সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এর পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষকের যে কাজ, সেই জ্ঞান সৃষ্টি ও গবেষণা কতটা এগিয়ে নেওয়া হয়, সেই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর নেই।

সম্ভবত পরিশ্রম বাদ দিয়ে চ্যাট-জিপিটি ধরনের প্রযুক্তির সাহায্যে আমরা আমাদের পড়াশোনা করব ভবিষ্যতে। একটা সমস্যা দেওয়া হবে মোবাইলে থাকা প্রযুক্তি মহাশয়কে। তিনিই তাঁর তথ্যভান্ডার থেকে তৈরি করে দেবেন একটি সুলিখিত বক্তব্য। করে দেবেন সুখকর গবেষণা। ব্যস! কাজ শেষ।

শিক্ষকদের নিয়ে কথা হয়েছে বিস্তর। তাঁদের গবেষণার মান নিয়েও নিরাশাসূচক লেখালেখি দেখেছি অনেক। যে গবেষণা নতুন ভাবনার দ্বার খুলে দেবে, যে ভাবনা নিয়ে যোগাযোগমাধ্যমে, সমাজে-রাষ্ট্রে উঠবে আলোড়ন, সেই ভাবনার জন্ম কি হচ্ছে আমাদের শিক্ষালয়গুলোয়? আমাদের শিক্ষকেরা টক শোতে যতটা সক্রিয়, নিজ ক্লাসে ততটা আন্তরিক কি না, সে রকম প্রশ্নও তো ওঠে মাঝে মাঝে। শিক্ষার্থীদের ক্লাসে ধরে রাখার মতো শিক্ষকের সংখ্যা তো কমে গেছে। একজন মানুষ কীভাবে একটি প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠতে পারেন, তার উদাহরণ আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই তো আছে। একটু ইতিহাস ঘেঁটে দেখলেই সে রকম শিক্ষকদের দেখা পাওয়া যাবে। সেই কাহিনিগুলো গর্বের। তাঁদের সমকক্ষ শিক্ষক হয়ে ওঠার তাগিদটাও আজকাল নেই।

কিন্তু কেন এমনটা ঘটছে, সে কথা খুব ভাবা হয়েছে বলে মনে হয় না। ভাবা হলেও তাকে কতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তারও জবাব পাওয়া যাবে না।

ভাবার কোনো কারণ নেই, শিক্ষকদের কথা বলার সময় সাংবাদিকদের দায়িত্বের কথা ভুলে যাচ্ছি। সংবাদপত্রের বড় কাজ হলো সত্য প্রকাশ করা। অনিয়মের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো। জনগণকে অনিয়মের ব্যাপারে অবহিত করা। আমাদের দেশের সংবাদপত্রগুলো তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব কতটা পালন করছে, সেটা দেশের জনগণ দেখতে পাচ্ছে। ফলে অবক্ষয়টা শুধু শিক্ষালয়ে সীমাবদ্ধ, এ রকম ভাবার কোনো কারণ নেই। সাংবাদিকদের ব্যাপারে খাম-সংস্কৃতির যে কথা শোনা যায়, তা নিয়ে লজ্জা পেতে পারি আমরা, কিন্তু সত্যিই এর প্রতিকার কি করতে পারি?

সংবাদ প্রকাশ করার জন্য অথবা প্রকাশ না করার জন্য শিকারের কাছ থেকে টাকা আদায়ের যে তথ্যগুলো ভেসে বেড়ায়, তা নিশ্চয়ই শুধু গুজব নয়। ঢাকার বাইরে থেকে সংবাদপত্রের একটি পরিচয়পত্র পাওয়ার জন্য যাঁরা তৎপর হন, তাঁদের মধ্যে এমন অনেকেই থাকেন, যাঁরা শুধু পরিচয়পত্র সম্বল করেই টিকে থাকতে পারেন। বেতন-ভাতার দরকার পড়ে না। কোন উপায়ে তাঁদের সংসার চলে, তা নিয়ে কি কোনো অনুসন্ধিৎসু সংবাদ তৈরি করা যায় না?

কাক কাকের মাংস খায় না বলে এই সংবাদগুলো সৃষ্টি হয় না। একশ্রেণির সাংবাদিকের এই লোভের কথা এখন সমাজে প্রতিষ্ঠিত, ফলে যারা তাঁদের দিয়ে নিজের স্বার্থ উদ্ধার করতে চায়, তারা সেটা পারে। তখন সত্যিকার তথ্য সংবাদমাধ্যমে আসে না। সত্য প্রকাশের জন্য অঙ্গীকারের তখন কোনো মানে থাকে না। শিক্ষকদের নিয়ে কথা বলব বলে সাংবাদিকদের এই চরিত্রহীনতার কথাও বলে নিলাম।প্রতিষ্ঠানগুলো ভেঙে পড়ছে বললে যেন বোঝা যায়, এই সারিতে সাংবাদিকেরাও আছেন।

সর্বত্র এই অনৈতিক অবস্থানের একটা বড় কারণও কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থার দুর্বলতা। ছোট থেকে বড় হওয়ার শিক্ষাটাই হাওয়া হয়ে গেছে। তাঁরা যে শিক্ষা নিয়ে কর্মজীবনে প্রবেশ করেছেন, তার মধ্যকার ফাঁকি আর দুর্বলতা চোখে পড়ার মতো। সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে খোদ রাজধানীতে আখের গুছিয়ে নেওয়া সাংবাদিকের সংখ্যাও কি কম?

দেশের প্রতিষ্ঠানগুলো ভেঙে পড়লে তার বিপজ্জনক ফল শুরুতে পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় কিছুদিন পর। একটি প্রতিষ্ঠান ডোবে জাহাজের মতো। টাইটানিক জাহাজটি যেভাবে একটু একটু করে ডুবেছে, ঠিক তেমনি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় যে শিক্ষা নিয়ে মগজ পূর্ণ করে একজন শিক্ষার্থী, তার সঙ্গে কি আদৌ ভালো মানুষ হয়ে ওঠার বীজ লুকিয়ে আছে?

কথাগুলো বলতে হলো নিতান্তই কষ্ট থেকে। শিক্ষার বীজ বপন করা হয় পরিবারে, সেই বীজকে লালন ও প্রতিপালন করে শিক্ষালয়, আর চারদিকের পরিবেশ, পারিপার্শ্বিকতা সেই বীজকে গাছ হয়ে উঠতে সাহায্য করে। শুরুতেই পরিবার আর শিক্ষালয়ের ভূমিকা রয়েছে। এ সময় স্লেটের মতো পরিষ্কার থাকে শিশুর মগজ। সেই মগজে যা ঢোকানো হয়, সেটাই সে সারা জীবন লালন করে। আমরা কি সেই শিক্ষার সঙ্গে আমাদের সন্তানদের পরিচয় করাচ্ছি? একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে, স্কুলপড়ুয়া শিক্ষার্থীর জীবনের রুটিনে আর যা-ই থাকুক, মানবতার কোনো স্থান নেই। পরিবারের সাংস্কৃতিক আবহের মধ্যে প্রতিযোগিতাকেই মুখ্য করে তোলা হচ্ছে। অথচ যে দেশগুলো শিক্ষা নিয়ে গবেষণা করে, তারা শুরুতেই জোর দেয় শিশুর ওপর। শিশু যেন সামাজিক আচরণে নিজেকে দয়ালু, মানবিক করে তোলে, সে শিক্ষাই মূল শিক্ষা।

আমি ঢাকা শহরে থাকি। মোহাম্মদপুরের যে এলাকায় পাঁচটি ভালো স্কুল কাছাকাছি অবস্থান করছে, সেই এলাকা থেকেই কাজে বেরিয়ে পড়তে হয় আমাকে। সকালে স্কুলের সময় দুই মিনিটের পথ পাড়ি দিতে কখনো কখনো লাগে আধা ঘণ্টা, কখনো চল্লিশ মিনিট। গাড়িতে করে শিক্ষার্থীরা আসে, তাদের নামিয়ে দেওয়া হয় স্কুলের সামনে, তারপর কোনো গাড়ি চলে যায়, কোনোটা রাস্তার বাঁ পাশে দাঁড়িয়ে সংকুচিত করে দেয় রাস্তা।

অথচ পুরো পরিস্থিতি পাল্টে যেত যদি স্থানীয় শিক্ষার্থীদের দিয়ে স্কুলগুলো চালানো হতো। তাহলে বহুদূর থেকে গাড়িতে করে আসতে হতো না। আবার যদি স্কুলবাস বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হতো, তাহলেও কিন্তু রাস্তায় এই অনাকাঙ্ক্ষিত জ্যামের সৃষ্টি হতো না। আমরা আমাদের শিশুদের সে রকমভাবে তৈরি করতে পারিনি। একেবারে ছোটবেলা থেকে গাড়িতে অভ্যস্ত করে তুলছি। যাদের গাড়ি নেই, তাদের সঙ্গে জীবনের শুরুতেই একটা দূরত্ব সৃষ্টি করে দিচ্ছি।

এ ব্যাপারটা আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। কোনো এক লেখায় পড়েছিলাম, জাপানে নির্দিষ্ট এলাকার স্কুলেই ভর্তি হতে হবে। অন্য এলাকায় ভালো স্কুল আছে, মা-বাবার পকেটে অনেক টাকা আছে, তাহলেই সে স্কুলে ভর্তি হওয়া যাবে না। ভর্তি হতে হবে নিজের এলাকার স্কুলে।শিখতে হবে দাঁত ব্রাশ করা, টয়লেট ব্যবহার করা, ব্যাগের বই গুছিয়ে নেওয়া, রান্না করা, মেহমান এলে তাঁর সঙ্গে সঠিক আচরণ করা। পরিচ্ছন্নতা শেখানো হবে। যেখানে-সেখানে কাগজপত্র ও থুতু ফেলা যাবে না।

আর শিক্ষক? শিক্ষককে তো হতে হবে শিক্ষার্থীর প্রকৃত বন্ধু। তিনি এমন মনকাড়াভাবে বিষয়বস্তুর সঙ্গে শিক্ষার্থীর পরিচয় ঘটাবেন, যেন এর চেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় আর কিছুই নেই! প্রকৃতির সঙ্গে বন্ধুত্ব তৈরি করার কাজটিও তো শুরু হয় ওই শৈশব থেকে। আর দেশপ্রেম? সেটা কি গাছে গাছে ফলে? টুপ করে পেড়ে নিয়ে খাওয়া যায়? দেশপ্রেমের জন্ম হয় সততার সঙ্গে নিজের কাজ করলে, দৃষ্টান্তমূলক কাজের সঙ্গে শিশুকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলে। কথাগুলো বলতে হলো বেহাল উচ্চশিক্ষার কথা বলতে গিয়েই। নানা ধরনের প্রলোভনের কাছে উচ্চশিক্ষা বিড়ম্বিত হচ্ছে। পড়াশোনার সঙ্গে পঠিত বিষয়টি আত্মস্থ করার কোনো সংযোগ নেই। সামনে ঝুলছে নম্বরের মুলো। সেটাই কাঙ্ক্ষিত শুধু।

তবে এ কথা বলার সময় একবারও ভুলি না, আমাদের শিক্ষায় বাজেটের বরাদ্দের কথা। শিক্ষার জন্য যে বাজেট, তার সঙ্গে তুলনা করুন অন্য অনেক অগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের। দেখতে পাবেন, সবচেয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষা খাতটি কতটা অবহেলিত। একই স্তরের একজন সরকারি আমলা, সামরিক অফিসার এবং একজন শিক্ষকের সুযোগ-সুবিধাগুলোর দিকে তাকালেই বোঝা যাবে, শিক্ষাকে মর্যাদা দেওয়ার কোনো চেষ্টা নেই।

যে শিক্ষক তাঁর সমপর্যায়ের অন্য চাকুরেদের থেকে সব দিক থেকে পিছিয়ে থাকেন, তাঁকে কেন সম্মান করবে মানুষ? যখন মান-মর্যাদার সঙ্গে অর্থের একটা 'অর্থবোধক' সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তখন অসৎ পথে আয় করা ধনী লোকটিকে শিক্ষকের তুলনায় অনেক বড় বলে মনে হতে পারে।

এই শিক্ষক তাই শিক্ষার্থীকে 'মানুষ' করার কথা ভাববেন না। তিনি শিক্ষার্থীর মনে জিজ্ঞাসার জন্ম দেবেন না। ক্লাসঘরটাকে পরিণত করবেন নীরস এক পাঠকক্ষে। নম্বরপ্রাপ্তির জন্য যন্ত্রের মতো ক্লাসে যাবেন আর আসবেন। শিক্ষার্থীরা এবং যৌক্তিকভাবে ভাবতে শিখবে না বলে সমাজের কোনো বিষয়ই তাদের আলোড়িত করবে না।

শুরুতেই বলেছিলাম, এগারোটা বেজে গেছে শিক্ষার। আসলে এই লেখা তৈরি হতে হতেই তা সাড়ে এগারোটায় পৌঁছে গেছে। এ কথা মনে রেখে আমরা বলতে পারি, কেন ব্যাংক থেকে হাজার কোটি টাকা লোপাট হলে কারও গায়ে লাগে না, কেন কেউ দুর্নীতির বিরুদ্ধে উচ্চ রব তোলে না, কেন রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তির মাধ্যমে সম্পদশালী হতে চায় মানুষ, কেন মানুষকে আর মানুষ বলে ভাবতে চায় না তথাকথিত শিক্ষিত মানুষ। বারোটা বাজার সংকেত শোনার জন্য অপেক্ষা করার মতো ভয়াবহ আর কী হতে পারে?

কবিতা-ভ্রমণ, কানেক্টিকাট

কাজী জহিরুল ইসলাম

কানেক্টিকাট অঙ্গরাজ্যের হুইটন লাইব্রেরির আমন্ত্রণে কবিতা পড়তে যাই ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে। ছয় মাস আগে থেকেই আমার উপস্থিতির বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছিল। ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে বাঙালি আবৃত্তি শিল্পী পিয়াল বাহাউদ্দিন এবং নীরা বাহাউদ্দিন হুইটন লাইব্রেরিতে প্রথমবারের মত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের অনুষ্ঠান করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাদেরকে সার্বিক সহযোগিতা দেন উইনিপ্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসা-প্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক ড. নিয়ামত ইলাহী। সে-বছর খুব বড়োসড়ো কিছু করতে না পারলেও বড়োসড়ো কিছু করার একটি আয়োজন তারা ঠিকই করতে পেরেছিলেন। এই তিন গুণী বাঙালি এটা খুব ভালো করে বুঝতে পেরেছিলেন আয়োজনের দায়িত্বটা বাঙালিদের হাতে থাকলে এটিকে আন্তর্জাতিক দিবসে রূপ দেয়া সম্ভব হবে না। তাই অন্য বাঙালি আয়োজকদের মতো মাতব্বরিটা নিজেদের হাতে না রেখে ছেড়ে দেই হুইটন লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্টের কাছে। মাতৃভাষা দিবসের আয়োজন সফল করতে তারা পেছন থেকে সব ধরনের সহযোগিতা দিয়ে আসছিলেন। দ্বিতীয় বছরের প্রাক্কালে বাহাউদ্দিন দম্পতি লাইব্রেরিকে প্রস্তাব করেন বাঙালি লেখকদের বাংলা এবং ইংরেজি গ্রন্থের সমাবেশ ঘটাতে। একদিন পিয়াল বাহাউদ্দিন ১০০ মাইল গাড়ি হাঁকিয়ে আমার বাড়িতে এসে বেশ কিছু বই নিয়ে যান। এসব বইয়ের মধ্যে বাঙালি কবিদের ইংরেজি কবিতার অ্যান্থোলজি "আন্ডার দ্য ব্লু রুফ"-এর ৩টি খণ্ডই ছিল। তিনি অনেকগুলো বই কিনে নেন এবং আমি কিছু বই পাঠাগারের জন্য অনুদান দিই। তিন বছর পেরিয়ে আজ যখন হুইটন লাইব্রেরি চতুর্থ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের অনুষ্ঠান করছে তখন এটি হয়ে উঠেছে প্রকৃত অর্থেই একটি আন্তর্জাতিক আয়োজন। গত দুবছর ধরে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন কানেক্টিকাট বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সাবেক অধ্যাপক এবং বিশিষ্ট নজরুল গবেষক ড. গুলশান আরা।

শনিবার সকাল সাড়ে দশটায় আমরা বেরিয়ে পড়ি। বেরুবার আগে আলেক্সা জানায় প্রকৃতি আজ বৈরী। তুষারপাত হবে। হাডসনের ওপর দিয়ে থ্রগস নেক সেতু পার হতে না হতেই কেউ আকাশ থেকে এক ঝুড়ি তুলো ছেড়ে দিল। তুলোর ফুলেরা উইন্ডশিল্ডে চুমু খেয়েই গড়িয়ে পড়ছে। কিছুক্ষণের মধ্যে পিচঢালা কালো রাস্তা শাদা হয়ে উঠল। শুভ্র রাস্তার বুকে চারটি কালো ফিতের মতো লম্বা দাগ শুয়ে আছে। এ-বছর নিউইয়র্ক শহরে তুষারপাত হয়নি। এ-নিয়ে নিউইয়র্কারদের আক্ষেপের কোনো শেষ নেই। নিউইয়র্কের ইতিহাসে তুষারবিহীন জানুয়ারির ঘটনা এটিই প্রথম। এক দশকের বেশি সময় নিউইয়র্কে বসবাস করে আমরাও শীতে তুষারপাত দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। আকাশ ছিঁড়ে দুলতে দুলতে নেমে আসা তুষারের পাপড়িগুলো দেখতে তাই বেশ লাগছিল।

পৃথিবীর নানান দেশে গাড়ি চালাবার অভ্যেস আছে আমার। আফ্রিকা, এশিয়া, ইউরোপ এবং আমেরিকা, এই চারটি মহাদেশের অনেক দেশেই ড্রাইভ করেছি। সর্বত্রই দেখেছি প্রকৃতি একটু বৈরী হলেই পথে পথে দুর্ঘটনার হিড়িক পড়ে যায়। আজও তার ব্যতিক্রম কিছু ঘটেনি। কিছুক্ষণ পরপরই রোড ব্লক, প্রচণ্ড ট্রাফিক জ্যাম। দু'ঘন্টার রাস্তা পেরুতে আমাদের লেগে গেল চার ঘন্টা।

অকুস্থলে পৌঁছেই মুক্তিকে বলি, তুমি জলকে নিয়ে ধীরে-সুস্থে আসো, আমি দৌড়ে গিয়ে অনুষ্ঠান ধরি। সাথে এ-ও বলি, এটা যেহেতু বাঙালিদের আয়োজন নয়, কাজেই অনুষ্ঠান যথাসময়েই শুরু হবার কথা। ফ্লায়ারে দেখেছি দুপুর একটা থেকে অনুষ্ঠান শুরু হবে, প্রথম এক ঘন্টা নাচের অনুষ্ঠান, দুইটা থেকে আমন্ত্রিত কবিদের কথা ও কবিতা। আমি যখন হলে ঢুকি তখন দুটো বেজে ৫ মিনিট। এবং ঠিক ঠিকই কবিতার অনুষ্ঠানটি শুরু হয়ে গেছে। ড. গুলশান আরা তখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের ইতিহাস ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে তার সূচনা বক্তব্য প্রায় শেষ করে ফেলেছেন। কোনো অনুষ্ঠানে শুরু থেকে থাকাই আমার অভ্যেস। হঠাৎ মাঝখান থেকে যোগ দিলে নিজেকে কেমন যেন অচেনা আগন্তুকের মত লাগে। শীত এবং তুষার পাতের কারণে এক গাদা পোশাক পরে হলে ঢুকেছি, নিজেকে একটু বেশিমাত্রায়ই আগন্তুক লাগছে, যেন কিছুতেই মানিয়ে উঠতে পারছি না। আমি এর আগে আর কখনো নীরা বাহাউদ্দিনকে দেখিনি, তার সঙ্গে দুবার মাত্র ফোনে কথা হয়েছে। তিনি হয়ত আমার অভিব্যক্তি দেখেই অনুমান করতে পেরেছেন, দর্শক সারির মাঝখান থেকে উঠেই ছুটে আসেন আমার দিকে। আমি তার ছুটে আসা দেখেই অনুমান করতে পেরেছি ইনিই নীরা, আয়োজকদের একজন। তাই তাকে প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়েই চাপাকণ্ঠে নিজের নাম বলি। সঙ্গে সঙ্গে তিনি কাছে এসে আমাকে প্রথম সারিতে বসার আমন্ত্রণ জানান। আমি বলি, আমার স্ত্রী এবং কন্যা পেছনে আছে, তাদের যদি কোনো সাহায্য লাগে একটু অনুগ্রহ করে দেখুন। কিছুক্ষণের মধ্যেই দীর্ঘদেহী পিয়াল বাহাউদ্দিন এসে বলেন, জহির ভাই, আপনার কিছু বই এনেছেন? আমরা ডিসপ্লে করতে চাই। আমি গাড়ির চাবিটি তার হাতে তুলে দিই। তিনি দূরের পার্কিং লট থেকে গাড়িটি কাছের পার্কিং লটে নিয়ে আসেন এবং গাড়ি থেকে বইয়ের ব্যাগটিও নিয়ে আসেন।

৯ জন নির্ধারিত লেখক আজ আমন্ত্রিত অতিথি। পুরো আয়োজনটিকে ৩টি পর্বে ভাগ করা হয়েছে। তিন পর্বের সঞ্চালক তিনজন। ড. গুলশান আরা, ড. নিয়ামিত ইলাহী এবং রোলেন্ড এক্সেলসন। আমন্ত্রিত কবি/লেখকদের মধ্যে প্রথমেই ডাক পড়ে আফ্রিকান-আমেরিকান কবি রায়ান পার্কারের। তিনি মানচেস্টার সিটির পোয়েট লরিয়েট। এখানকার লোকেরা তাকে ডাকে সিটি পোয়েট। সিটি পোয়েটের উচ্চতা সাড়ে ছয়ফুট।

আমি ভেবেছিলাম আমার ইংরেজি লেখা এবং উচ্চারণ ওরা কেউ বুঝবে না। কিন্তু অনুষ্ঠানের পরে কবিরা সকলেই ছুটে এসে আমার ফোন নাম্বার নিলেন, নিজেদের নাম্বার দিলেন এবং আমার ইংরেজি কবিতার বেশ প্রশংসা করলেন। এই প্রশংসার মধ্যে হয়ত সৌজন্যতার বাইরেও কিছুটা ছিল যা আমাকে সত্যিই অনুপ্রাণিত করেছে ইংরেজিতে লেখাটা চালিয়ে যেতে।

ওর ঝাঁকড়া কোঁকড়া চুল মাথার দুপাশ থেকে নেমে এসেছে কানের নিচে। চলায়-বলায় পুরোদস্তুর এক কবি। রায়ান মাইকের সামনে দাঁড়িয়েই দরাজ কণ্ঠে একটি পোয়েটিক, ছন্দে ছন্দে ভূমিকা দিলেন। তারপর বেশ কিছু কবিতা মুখস্ত ঝেড়ে দিলেন। আমেরিকায় কবিদের কবিতা যেহেতু আমাদের দেশের মতো অন্য কোনো আবৃত্তিকার পড়ে না, তাই পারফর্মেন্সের কাজটা কবিরা নিজেরাই করেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমি দেখেছি কবিরা নিজেরাই অসাধারণ সব পারফর্মেন্স করেন। শুধু যে স্পষ্ট উচ্চারণে শুদ্ধ করে কবিতা পড়েন তা-ই নয়, কেউ কেউ নানান রকম অঙ্গভঙ্গি করে অভিনয়ও করেন। কোনো কোনো কবি সঙ্গে এক বা দুজন যন্ত্রীও রাখেন। আমি দেখেছি নিউ জার্সির পোয়েট লরিয়েট আফ্রিকান-আমেরিকান আমিরি বারাকা সব সময় সঙ্গে একজন সেক্সোফোনিস্ট রাখতেন। কেউ কবিতার কোনো কোনো লাইন গানের মতো গেয়েও শোনান। এভাবে উপস্থিত দর্শক-শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন তারা। রায়ানের পারফর্মেন্স দেখে আমি রীতিমত ভয় পেয়ে যাই। আমি তো ভালো করে কবিতাও নির্বাচন করে আনিনি। নিজের একখানা কবিতাও তো মুখস্ত বলতে পারি না। এই হলভর্তি দর্শক না জানি কোন করুণার দৃষ্টিবর্ষণ করে আমার প্রতি।

রায়ানের পরেই ডাক পড়লো বেনিনের মধ্যবয়সী লেখক/স্টোরি টেলার রৌফ মামার। এ-তো দেখি আরেক মজার পারফর্মার। নেচে নেচে শুধু গল্প বলছেনই না, গল্পের কোনো কোনো অংশ দর্শকদের দিয়েও বলাচ্ছেন। গুলশান আপা ওর নাম ঘোষণার আগে জানালেন রৌফ মামা ইস্ট কানেকটিকাট স্টেইট ইউনিভার্সিটির সাহিত্যের অধ্যাপক এবং সম্ভবত পৃথিবীর একমাত্র লাইভ স্টোরি টেলার যিনি একসঙ্গে চারটি ভাষায় গল্প বলে দর্শকদের মাতিয়ে রাখেন। আমি লক্ষ করে দেখলাম রৌফ মামার পারফর্মেন্সের সময় হলঘরে যে দু'তিনজন শিশু ছিল তারা খুব হাসছিল।

এই পর্বের শেষ পারফর্মার ছিলেন কবি ফিলিপো নাইতানা। তিনি কবি এবং উইনিপ্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্যের অধ্যাপক। তার মাতৃভাষা ইতালীয়। তবে ইতালীয় এবং ইংরেজি দুই ভাষাতেই তিনি দক্ষ। আমার কাছে ফিলিপোকে কিছুটা অন্তর্মুখী ধরনের নিভৃতচারী কবিই মনে হলো। অন্য দুজনের মতো তিনি ততোটা উচ্চকণ্ঠ নন। বেশ ধীরে সুস্থে নিজের লেখা "ভাইসভার্সা" বই থেকে কয়েকটি কবিতা প্রথমে ইতালীয় ভাষায় এবং পরে সেগুলোরই ইংরেজি অনুবাদ পড়ে শোনালেন।

দ্বিতীয় পর্বটি পরিচালনা করার জন্য এলেন ড. নিয়ামত ইলাহী। তিনি প্রথমে আমন্ত্রণ জানালেন ডেভিড রোজারিওকে। এরপর ডাকলেন জুইস কবি রিমা রিডেলকে। রিমা সত্তরে উপনীত জুইশ কবি। তিনি কবিতা পড়ার আগে একটু দেহ দুলিয়ে নাচের একটি মুদ্রা দেখিয়ে জানালেন, তিনি একজন দক্ষ বেইলি ড্যান্সারও। কবিতা পাঠের আগে তিনি কিছুটা ভূমিকা করে নিজের পরিচয় দিলেন। এরপর হিব্রু এবং ইংরেজিতে কবিতা পড়লেন।

রিমার পরে ডাক এলো আমার। ড. ইলাহী অন্যদের মতো আমারও পরিচিতি পাঠ করে সুন্দর একটি সূচনা করলেন। আমি কবিতা পড়ার আগে অনুবাদকে বাহন করে কেন বাঙালি কবিরা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তেমন সরব হতে পারছে না সেই কথা বললাম। অনুবাদের পক্ষে-বিপক্ষে ভারসাম্যমূলক কিছু কথা বলি। এরপর "ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল" থেকে একটি বাংলা কবিতা "জন্মগ্রাম" এবং পরে আরো ৫টি ইংরেজি কবিতা পড়ে শোনালাম। ইংরেজি কবিতাগুলো অনুদিত নয়, সরাসরি ইংরেজিতেই লেখা। দর্শকদের মুহুর্মুহু করতালি শুনে বুঝতে পারলাম আমার ইংরেজি কবিতা ব্যর্থ হয়নি।

শেষ পর্বে রোলেন্ড এক্সেলসন আমন্ত্রণ জানান বাংলাদেশি লেখক ও কবি ড. জয়ন্ত নাগ, আফ্রিকান-আমেরিকান কবি নাদিয়া সিমস, ইতালীয় ভাষার কবি লিন্ডা ব্লাকসলে এবং আনিতা শরীফ-হায়দারকে। নাদিয়া "আই ওয়ান্ট মাই স্লাইস" শিরোনামের একটি কবিতা পড়ে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই একটি জিনিস আমি অনেকদিন ধরেই লক্ষ করছি। আফ্রিকান-আমেরিকান কবিরা এ-জাতীয় অনুষ্ঠানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অধিকার বিষয়ক কবিতা পড়েন। শিল্পের বিষয়টি আমি খুব কমই পাই ওদের কবিতায়।

আমি ভেবেছিলাম আমার ইংরেজি লেখা এবং উচ্চারণ ওরা কেউ বুঝবে না। কিন্তু অনুষ্ঠানের পরে কবিরা সকলেই ছুটে এসে আমার ফোন নাম্বার নিলেন, নিজেদের নাম্বার দিলেন এবং আমার ইংরেজি কবিতার বেশ প্রশংসা করলেন। এই প্রশংসার মধ্যে হয়ত সৌজন্যতার বাইরেও কিছুটা ছিল যা আমাকে সত্যিই অনুপ্রাণিত করেছে ইংরেজিতে লেখাটা চালিয়ে যেতে। মাইকেলের ব্যর্থতার গল্প দিয়ে আমাদের ইংরেজি চর্চা এমনভাবে মোড়ানো সেখান থেকে বের হয়ে এসে ইংরেজিতে নিয়মিত চর্চা করা বেশ কঠিন এক কাজ।

দর্শক সংখ্যার দিক থেকে এটি খুব বড়ো একটি অনুষ্ঠান নয়। পঞ্চাশ/ষাটের বেশি হবে না দর্শক। তবে গুণগত দিক থেকে মানসম্মত দর্শক ছিলেন এটা বেশ বলা যায়। কবিতা পড়ার সময় কোনো সাইড-টক, সেল-ফোনে কথা বলা বা সেল্ফি তোলার একটিও ঘটনা চোখে পড়েনি। আগ্রহীরা শুধুমাত্র পারফর্মারদেরই ছবি তুলেছেন।

অনুষ্ঠান শেষে সকলেই প্রদর্শিত গ্রন্থগুলো ঘুরে ঘুরে দেখেছেন, কেউ কেউ বই কিনেছেন। কোনো কোনো লেখক/কবি তাদের বই পাঠাগারের জন্য অনুদান দিয়েছেন। অডিটোরিয়ামের অন্যপাশে স্ন্যাকিংয়েরও ব্যবস্থা রেখেছে লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষ। বিকেল ৪টায় অনুষ্ঠান শেষ হবার কথা, শেষ হয়েছে চারটা বেজে পাঁচ মিনিটে। এমন পরিচ্ছন্ন, সময়ানুবর্তী, সুশৃঙ্খল একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেবার পর পূর্ণতার এক অনুভূতিতে হৃদয় ভরে থাকে।

সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হোটেলে যাই। কিন্তু যাই বললেই কি যাওয়া যায়? পিয়াল ভাই এবং নীরা ভাবী জানালেন, অনুষ্ঠানের পরে ওদের বাসায় একটু ঘরোয়া আড্ডা হবে, আমরাও যেন যোগ দেই। মুক্তির শরীর তেমন ভালো ছিল না বলে, কন্যা জল ও মুক্তিকে হোটেলে রেখে আমি ঘুটঘুটে অন্ধকার ফুড়ে তুষার, পাহাড় ডিঙিয়ে নির্জন এক লোকালয়ে পিয়াল ভাইয়ের সাড়ে পাঁচ একরের বিশাল বাড়িতে গিয়ে হাজির হই। আমার যেতে একটু দেরীই হয়ে যায়। আমি যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই ড. গুলশান আরা, কাজী বেলাল, ফিলিপো নাইতানা এবং লিন্ডা ব্লাকসলে চলে যায়। ড. নিয়ামত ইলাহী, পিয়াল ভাই এবং নীরা ভাবীর সঙ্গে অনেকটা সময় কাটানোর পরে ডিনার করে হোটেলে ফিরি। নিয়ামত ভাই, বারবার বলছিলেন, সেজান মাহমুদ খুব করে বলে দিয়েছেন, আমাকে যেন রাতে তাদের বাসায় নিয়ে যান, ডিনারের দাওয়াত কিন্তু সেই রাতে আর কোথাও না গেলেও পরদিন সকালে ড. জয়ন্ত নাগ ও শান্তা নাগের নির্জন বাংলো বাড়িতে না গিয়ে পারা গেল না।

জয়ন্ত দা'দের বাড়িটা পাহাড়ের ঢালে খাজ কেটে বানানো। ব্যাক-ইয়ার্ডে বসলে বহু দূর অব্দি পাহাড়ের ঢালে দৃষ্টি গড়িয়ে গড়িয়ে ছুটতে থাকে। জয়ন্ত দা এবং শান্তা বৌদি'র লাইব্রেরি থেকে আমি তো চোখ সরাতেই পারছি না। অসাধারণ সব কবিতার বইয়ের সংগ্রহ তার। এমন অনেক বই আছে যা ছুঁয়ে দেখার ইচ্ছে বহুদিনের কিন্তু সেই সুযোগ হয়নি।

জয়ন্ত দা'র নিজ হাতে বানানো ছোলা ভূনা আর অন্যান্য নানান কিছু খেয়ে গেলাম তাদের বেইজমেন্টে। ওখানে সঙ্গীতের আয়োজন। শান্তা বৌদি গান শোনালেন। ঘন্টা দুয়েক আড্ডা দিয়ে ছুটলাম নিউইয়র্কের উদ্দেশে। রোববার বিকেল। রাস্তাঘাট ফাঁকা। কোথাও থামতে হয়নি। একটানেই চলে আসি নিউইয়র্কে। ঘরে ঢুকেই দুজন একসঙ্গে বলে উঠি, হোম, সুইট হোম। আসলে শুধু দেশের বাইরেই কি পরবাস? ঘর থেকে বেরুলেই পরবাস, ঘরে ফিরলেই তা টের পায় মানুষ।

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামুল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন
৯১৭-২৮২-৯২৫৬

ইমিগ্রেশন

- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION

- স্টুডেন্ট ভিসা
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ইনভেষ্টমেন্ট ভিসা
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নুন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যালেঞ্জ ও সুযোগ

আন্তর্জাতিক সেমিনার

সেমিনারে বাংলাদেশের দশ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিশ বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্থার প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করছেন।

উত্তর আমেরিকা অফিস

'বাংলাদেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর চ্যালেঞ্জ, সুযোগ এবং স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণ' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অফ ম্যাসাচুসেট্সের বস্টন ক্যাম্পাসে।

বস্টনভিত্তিক থিঙ্ক ট্যাঙ্ক ইন্টারন্যাশনাল সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট ইন্সটিটিউট (আইএসডিআই) এর উদ্যোগে আগামি ৬ অক্টোবর ইউনিভার্সিটিটির ক্যাম্পাসে সেন্টারে দিনব্যাপী এ আয়োজনে বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক, শিক্ষার্থী এবং বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সংশ্লিষ্টজনেরা অংশ নেবেন। সেমিনারে মুল আলোচক হিসেবে উপস্থিত থাকবেন নিউ ইংল্যান্ড উচ্চশিক্ষা বিষয়ক কমিশন-এন ই সি এইচ ই (NECHE) এর ভাইস প্রেসিডেন্ট ড. ক্যারোল অ্যান্ডারসন, অনলাইনে উচ্চশিক্ষার বিশ্বখ্যাত প্ল্যাটফর্ম এডেক্স এর প্রতিষ্টাতা ম্যাসাচুসেট্স ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি- এমআইটির অধ্যাপক ড. অনন্ত আগরওয়াল বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অর্থনীতি বিষয়ক উপদেষ্টা ড. মশিউর রহমান, নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টিবোর্ডের সদস্য ড. জুনায়েদ কামাল আহমেদ এবং ইউনিভার্সিটি অফ ম্যাসাচুসেট্স ডার্টমাউথের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ করিম।

নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও গত ২৫ বছরে উচ্চশিক্ষা ও দেশে দক্ষ জনবল তৈরিতে বাংলাদেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালগুলো প্রসংশনীয় ভূমিকা রাখছে। তবে প্রশ্ন আছে শিক্ষার গুণগতমান, প্রশাসনিক অব্যবস্থাপনা এবং সেবা প্রদানের কৌশলগত উদ্যোগ নিয়ে। সেমিনারের প্যানেল আলোচকেরা বিদ্যমান বাধাগুলো অতিক্রম ও কৌশলগত ক্ষেত্রগুলির বাস্তবায়নে তাদের অভিজ্ঞতা,মতামত ও প্রস্তাবনা তুলে ধরবেন। এই অধিবেশনে বিশেষজ্ঞরা আলোচনা করবেন কিভাবে আন্তর্জাতিক মানের পাঠ্যক্রম প্রণয়নের পাশাপাশি উচ্চশিক্ষার স্বীকৃতি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলির গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানো যায়, যাতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ব্র্যান্ডিং করা এবং র‍্যাঙ্কিংয়ে একটি গ্রহণযোগ্য অবস্থান অর্জন করা সম্ভব হয়।

আয়োজক সংগঠণ আইএসডিআই এর নির্বাহী পরিচালক ইকবাল ইউসুফ জানিয়েছেন সেমিনারটিতে বাংলাদেশের দশটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিশটি বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্থার প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করছেন। এতে আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ জুড়ে থাকবে সাম্প্রতিক প্রযুক্তি বিশ্ব সাড়া জাগানো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই, মেটাভার্স প্রযুক্তির বিকাশ, নৈতিক অবস্থান, আইনি চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যত সম্ভাবনা নিয়ে। নতুন এ প্রযুক্তি পরবর্তী স্তরের উচ্চশিক্ষায় কিভাবে ব্যবহার করা যায় তার প্রস্তুতি নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করবেন তাঁরা। এছাড়া, বাংলাদেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর যোগাযোগ, গবেষণা সহযোগিতা সহ ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের উপরে আলোচনায় অংশ নিবেন বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ড. আবু তাহের, ইন্টারন্যাশনাল সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্টের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ড. আবদুল্লাহ শিবলি, ইউনিভার্সিটি অফ এশিয়া প্যাসিফিক এর ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য সাবেক উপদেষ্টা সি এম শফি সামি, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন ও সাবেক প্রোভিসি ড. ফুয়াদ মল্লিক, ফ্রেমিংহাম স্টেট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. স্যান্ড্রা রহমান সহ আরও অনেকে।

বিষয় ভিত্তিক এ সেমিনারটি আয়োজিত হচ্ছে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সংগঠন- অ্যাসোসিয়েশন অফ প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায়। এতে যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, প্রশাসক, গবেষক এবং স্টেকহোল্ডারদের পারস্পারিক সহযোগিতা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় কর্মসূচির মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছেন আয়োজকেরা।

জাগরণী কালচারাল সোসাইটির দুর্গোৎসব ২৬-২৭ অক্টোবর

সুব্রত চৌধুরী

বাংলার আকাশে এখন ছেঁড়া ছেঁড়া পেঁজা পেঁজা সাদা তুলোর মেঘের ছোটাছুটি, কাশবনে কাশ ফুলের দোল, শিউলি ফুলের সুগন্ধে মাতোয়ারা ধরিত্রী। যদিও সুদূর আমেরিকায় এসবের কোনও ছোঁয়াই নেই, তবুও অন্তরে লালন করা দেশীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য মনন পোড়া মনকে জানান দেয়, ঋতুটা শরৎ, সময়টা শারদোৎসবের।

পুরাণে দেবী দুর্গার আবির্ভাব তত্ত্বে বলা হয়েছে, সমাজের সব অশুভ শক্তির বিনাশে দেবী দুর্গার মর্ত্যে আবির্ভাব। অসুরদের দাপটে সমগ্র মানব জাতি যখন উৎকণ্ঠিত তখন মানব কল্যাণে আবির্ভূত হন ভগবান শ্রী রামচন্দ্র। তিনি পিতৃ আদেশে বনবাসে থাকাকালীন লঙ্কেশর রাবণ তার স্ত্রী সীতাকে অপহরণ করে লংকায় লুকিয়ে রাখেন। লংকাপুরী থেকে প্রিয়তমা স্ত্রী সীতাকে উদ্ধারের জন্য শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে শ্রী রামচন্দ্র শরৎকালে দেবী দুর্গাকে মর্ত্যে আহ্বান জানান।

বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশনের ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী উদযাপন

জ্যাকসন হাইটস

উত্তর আমেরিকা অফিস

২৮ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার যথাযোগ্য ধর্মীয় মর্যাদায় জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন (জেবিবিএ)'র উদ্যোগে ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী উদযাপিত হলো। এ উপলক্ষ্যে নবান্ন পার্টি হলে অনুষ্ঠিত হয় আজিমুশ্বান ওয়াজ ও মিলাদ মাহফিল। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মোফাচ্ছিরে কুরআন ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ'র গর্ভনর ড. আল্লামা কাফিল উদ্দীন সরকার সালেহী। সভাপতিত্ব করেন জেবিবিএ সভাপতি, ফোবানার চেয়ারম্যান ও বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা গিয়াস আহমেদ। পরিচালনায় ছিলেন সাধারন সম্পাদক তারেক হাসান খান। আলোচনায় অংশ নেন মুফতি ড. সাইয়েদ রব্বানী (বদরপুরি), শাইখ আহমাদ বিন ইউসুফ আল আজহারি, সৈয়দ আনসারুল করিম আজহারি, হাসান বিন খুরশিদ, হাফেজ মোঃ টিপু রাহমান, মাওলানা হেলাল উদ্দীন সিরাজী,মাওলানা মোঃ আব্দুস সাদিক,মাওলানা জুবায়ের রশিদ, শফিকুল ইসলাম ফাতেহাবাদী, মাওলানা ইমদাদুল হক, ইমাম কাজি কাইউম,মাওলানা আব্দুল হাকিম আজাদী, মাওলানা মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ,মাওলানা আতিকুর রহমান,হাফেজ কাওসার আহমাদ ও আব্দুল ওয়াহিদ টুপন। মিলাদ মাহফিলে আহবায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন আসেফ বারী টুটুল। যুগ্ম আহবায়ক ছিলেন আকাশ রহমান। সদস্য সচিব ছিলেন মোল্লা এম মাসুদ। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন আতিকুল ইসলাম জাকির,আবুল হাসান,হাসান জিলানী,জাফর উল্লাহ মিলন, বর্ণালী হাসান,আব্দুল আলীম,কিউ হিরা,খালেদ আক্তার, রেকি আলিয়ান ও মফিজুর রহমান।

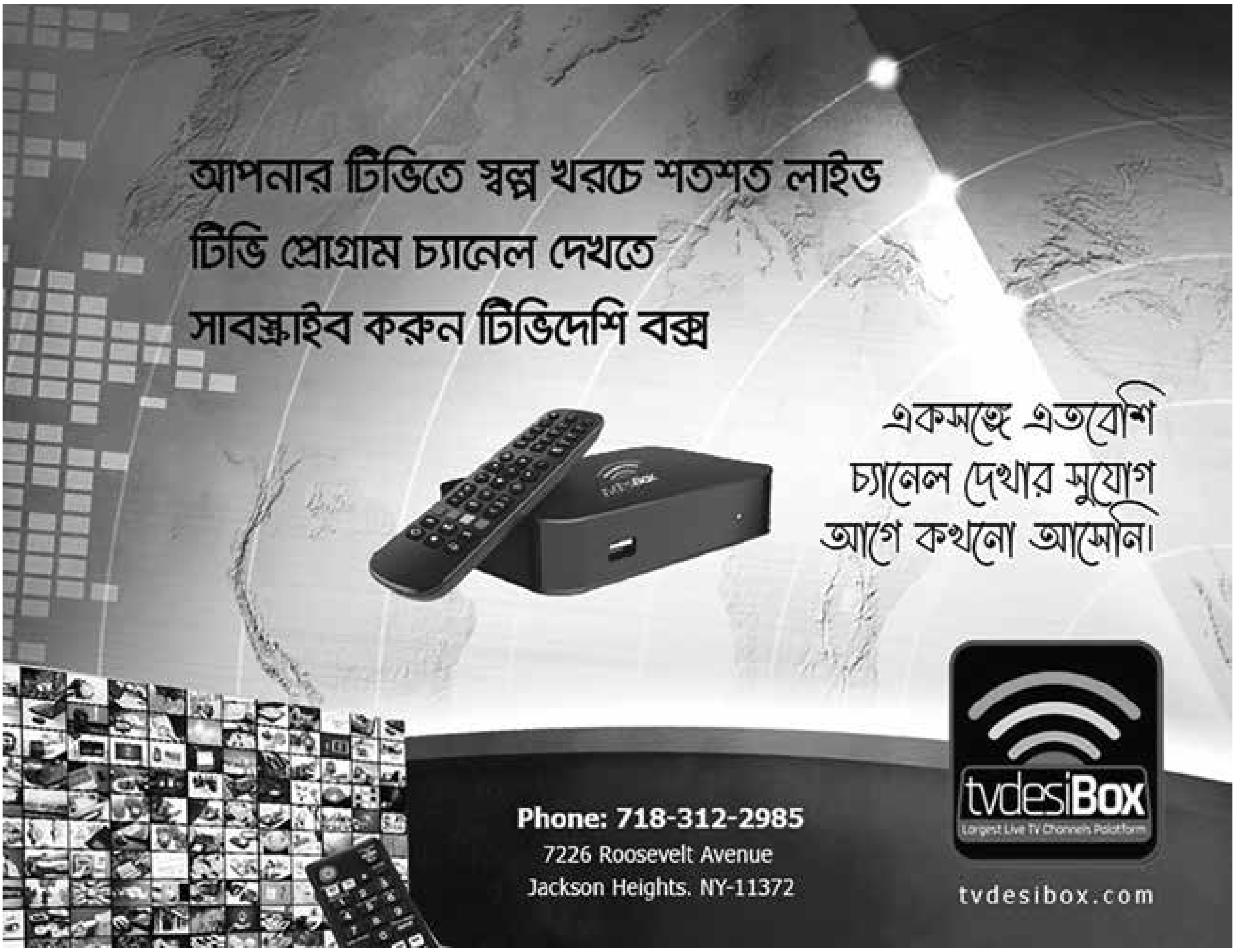

আটলান্টিক সিটিতে বিএএসজের ফুড ব্যাংক

সুব্রত চৌধুরী

নিউজার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির উদ্যোগে 'ফুড ব্যাংক' এর আয়োজন করা হয়। ২৮ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার ফেয়ারমাউণ্ট এভিনিউতে অবস্থিত 'বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টার' এ সকাল সাড়ে দশটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত 'ফুড ব্যাংক' এর কার্যক্রম চলে।

আটলানটিক সিটির ৫ম ওয়ার্ডের কাউন্সিলম্যান আনজুম জিয়া ও ষষ্ঠ ওয়ার্ড থেকে কাউন্সিলম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বীতাকারী জেফ ডরসি এসময় উপস্হিত ছিলেন।

'ফুড ব্যাংক' কার্যক্রম এর আওতায় তাজা শাকসব্জি, ফল, টিনজাত খাবার সহ বিভিন্ন ধরনের খাদ্য সামগ্রী বিতরন করা হয়। আটলান্টিক সিটির বিভিন্ন কমিউনিটির বিপুল সংখ্যক লোক এই "ফুড ব্যাংক" কার্যক্রমে অংশ নেয়। ফুড ব্যাংক কার্যক্রমে সহায়তা করে "কমিউনিটি ফুড ব্যাংক অব নিউজার্সি"।

বাজারে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির সময়কালে এই ফুড ব্যাংকের কার্যক্রম কমিউনিটিতে বেশ সাড়া ফেলেছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির মহতী কার্যক্রম এর অংশ হিসাবে মাসে চার বার 'ফুড ব্যাংক' এর আয়োজন করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী আসার পর কোন সার্কাস দেখান, অপেক্ষায় আছি: মান্না

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি খারাপ হচ্ছে। রিজার্ভ, রেমিট্যান্স কমছে। আগামী দুই মাসের মধ্যে কোনো কিছু আমদানি করার টাকাও থাকবে না। এমন অবস্থায় সরকার নিজে পদত্যাগ করলে ভালো, অন্যথায় চলতি মাসের শেষে বিরোধীরা চূড়ান্ত আন্দোলনে যাবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন গণতন্ত্র মঞ্চের অন্যতম নেতা ও নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না।

মঙ্গলবার বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাবে গণতন্ত্র মঞ্চ আয়োজিত 'রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মুখে বাংলাদেশ' শীর্ষক আলোচনা সভায় তিনি এ হুঁশিয়ারি দেন।

মাহমুদুর রহমান মান্না বলেন, 'ভালোয় ভালোয় চলে যান। আমাদের ডিএমপি দেখিয়ে লাভ নেই। পারলে মারপিট করেন, যা খুশি করেন। মাঠ খালি দিচ্ছি না। অক্টোবরের মধ্যে পদত্যাগ করুন, নয়তো ইউ উইল সি। আমরা চূড়ান্ত আন্দোলন শুরু করব।'

প্রধানমন্ত্রীর যুক্তরাষ্ট্র-যুক্তরাজ্য সফরের ফলাফল শূন্য উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল বুধবার দেশে ফিরবেন। আওয়ামী লীগের চামচারা বিমানবন্দর সড়কে সংবর্ধনার আয়োজন করেছিল। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, জনদুর্ভোগ হয় এমন কোনো আয়োজনের দরকার নাই। কালকে উনি আসবেন, আসার পরে কোন সার্কাস দেখান, তা দেখার অপেক্ষায় আছি।'

সভায় গণতন্ত্র মঞ্চের সমন্বয়ক ও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডির সভাপতি আ স ম আবদুর রব বলেন, গণতন্ত্র মঞ্চের নেতারা কিছুদিন আগে বেগম খালেদা জিয়াকে দেখতে গিয়েছিলাম। তাঁকে দেখে মনে হলো তিনি অর্ধমৃত। এ সরকারের নেতাদের বলি, যদি মানুষের হৃদয় থাকে, তবে তাঁর চিকিৎসার সুযোগ দিন। তাঁর লিভার ও কিডনি নষ্ট হয়ে গেছে। এতসব কিছু জেনেশুনে তাঁকে চিকিৎসার সুযোগ না দেওয়া, জেনেশুনে হত্যার শামিল।

আব্দুর রব আরও বলেন, খালেদা জিয়াকে মুক্তি দেবেন কি না পরের কথা, বাঁচতে দেবেন কি না সেটা আগে বলেন।

আটলান্টা বেঙ্গলি ফোরামের দুর্গোৎসব ১৪-১৫ অক্টোবর

সুব্রত চৌধুরী

বাংলার আকাশে এখন ছেঁড়া ছেঁড়া পেঁজা পেঁজা সাদা তুলো মেঘের ছোটাছুটি,কাশবনে কাশ ফুলের দোল,শিউলি ফুলের সুগন্ধে মাতোয়ারা ধরিত্রী। যদিও সুদূর আমেরিকায় এসবের কোনও ছোঁয়াই নেই, তবুও অন্তরে লালন করা দেশীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য মনন পোড়া মনকে জানান দেয়, ঋতুটা শরৎ, সময়টা শারদোৎসবের।

পুরাণে দেবী দুর্গার আবির্ভাব তত্ত্বে বলা হয়েছে, সমাজের সব অশুভ শক্তির বিনাশে দেবী দুর্গার মর্ত্যে আবির্ভাব। অসুরদের দাপটে সমগ্র মানব জাতি যখন উৎকণ্ঠিত তখন মানব কল্যাণে আবির্ভূত হন ভগবান শ্রী রামচন্দ্র। তিনি পিতৃ আদেশে বনবাসে থাকাকালীন লঙ্কেশর রাবণ তার স্ত্রী সীতাকে অপহরণ করে লংকায় লুকিয়ে রাখেন। লংকাপুরী থেকে প্রিয়তমা স্ত্রী সীতাকে উদ্ধারের জন্য শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে শ্রী রামচন্দ্র শরৎকালে দেবী দুর্গাকে মর্ত্যে আহ্বান জানান।

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES

- Represent Taxpayers for I.R.S./State Audit
- Tax Preparation: Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting: Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses

IRS e-file — IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Member: naea

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

Tax & Immigration Services

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

- Tax
- Immigration
- Real Estate
- Mortgage
- Notary

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses
mortgage services

IRS e-file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

দীর্ঘ ১০ বছরের সাফল্য ও অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতায়

সকল ধরনের ইনস্যুরেন্সের জন্য একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

আপনার গাড়ি বাড়ি ব্যবসা ও TLC ইন্সুরেন্সের জন্য আমাদের প্রফেশনালদের সহায়তা নিন

Low Down Payment
No Extra Fee
6 Hours DDC Classs

Experienced Tax Professional
IRS e-file
IRS Authorized e-file Provider

Auto Home Business & TLC Insurance

TDS Insurance Brokerage Corp.

BROOKLYN
118 Beverley Road, Brooklyn, NY 11218
Phone: 718-483-9310, Fax: 718-483-9311
Email: team@tdsinsurance.com

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে সিপিএ'র মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

TAX FILING 2023
WE DO ALL TYPES OF TAXES

CONTACT
KALIANNA LAKSHMANAN,CPA,PC
7232 BROADWAY,SUITE 306
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
Phone: 347-279-6001, 646 4818369
Fax: 718-799-9181
Email: lakashmanan@kali-cpa.com

আবু জামান
ম্যানেজার
Tel: 6462844776

KALIANNA LAKSHMANAN
CPA,PC
Tel: 347-279-6001

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে দেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্টেট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এন্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

বাড়ি ক্রয়ে ২৫% ডাউন পেমেন্ট দিলে নো ব্যাকগ্রাউন্ড চেক

- রেন্টাল
- প্রপার্টি কেনা-বেচা, শর্ট সেল-নেগোসিয়েশন কেনাবেচার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ
- অকশন-সিটি হাড (HUD) ব্যাংক
- মর্টগেজ ব্যবস্থা
- রি-ফাইন্যান্সসহ যাবতীয় সহযোগিতার জন্য কথা বলুন

Please call or text
646 284 4776
Abu Zaman
Licensed Real Estate Salesperson
abuzaman45@hotmail.com

Silver & Gold Realty

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.

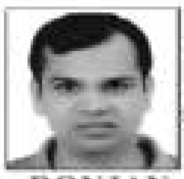
RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

MITU DISABILITY CENTER
- স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
- ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
- এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
- ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ

N-648 WAIVER

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হাটুর ব্যাথা, কোমরের ব্যাথা, মাংসের ব্যাথা, অবশ হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ধরা এবং সাইটিকা ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে বাড়ীতে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New addres 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

মার্শা বার্নিকাটের গাড়িবহর হামলা মামলায় ৯ আসামি

ঢাকা ডেস্ক

মার্শা বার্নিকাট

১৯ সেপ্টেম্বর ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতে মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ

সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত মার্শা বার্নিকাটের গাড়িবহরে হামলার ঘটনায় সম্পূরক অভিযোগপত্র আদালতে জমা দিয়েছে । এতে ছাত্রলীগ নেতাসহ ৯ জনকে আসামি দেখানো হয়েছে। আসামিরা হলেন, মোহাম্মদপুর থানা ছাত্রলীগের সভাপতি নাইমুল হাসান ওরফে রাসেল, মোহাম্মদ ইশতিয়াক মাহমুদ, ফিরোজ মাহমুদ, মীর আমজাদ হোসেন, সাজু ইসলাম, রাজীবুল ইসলাম, শহিদুল আলম খান, সিয়াম ও অলি আহমেদ। এরমধ্যে ইশতিয়াক মাহমুদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির আবেদন করা হয়েছে। অন্য আসামিরা জামিনে রয়েছেন।

এর আগে ২০১৮ সালের ৪ আগস্ট রাতে সুজন সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদারের মোহাম্মদপুরের বাসায় নৈশভোজে অংশ নেন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন রাষ্ট্রদূত মার্শা বার্নিকাট। নৈশভোজ শেষে তিনি গাড়িতে ওঠার সময় হামলার ঘটনা ঘটে। পরে ওই ঘটনায় মামলা হলে ২০২১ সালের মার্চ মাসে নয়জনের বিরুদ্ধে আদালেতে অভিযোগপত্র জমা দেয়া হয়। তখন রাষ্ট্রপক্ষ অধিকতর তদন্তের আবেদন জানায়। রাষ্ট্রপক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত ২০২২ সালের ২৮ ডিসেম্বর মামলাটি অধিকতর তদন্তের আদেশ দেন।

পুনঃ তদন্তের দায়িত্ব পায় ডিবি। গত ১৯ সেপ্টেম্বর নয়জনের বিরুদ্ধে সম্পূরক অভিযোগপত্র আদালতে জমা দেয় ডিবি। অভিযোগপত্রে বলা হয়, ওই ৯ আসামিদের অপরাধের সত্যতা প্রাথমিক তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে।

বন্যায় ব্রুকলিনের উডহুল হাসপাতাল সাময়িকভাবে বন্ধ

এইচ বি রিতা

২৯ সেপ্টেম্বর শুক্রবারের প্রবল ঝড়ের কারণে ব্রুকলিনের উডহুল হাসপালটি ব্ল্যাকআউট এবং বৈদ্যুতিক ক্ষতির সম্মখীন হয়। রোগী এবং কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে মেডিকেল ক্লিনিকটিকে দুপুরের দিকে জরুরি ভিত্তিতে ব্যাকআপ পাওয়ার বন্ধ করতে হয়। শনিবার ক্লিনিক থেকে রোগীদের সরানো হয় শহরের অন্যান্য হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলোতে। তবে, যেসব রোগীরা গুরুতর অবস্থায় ছিলেন, তাদেরকে সতর্কতার সাথে জরুরি ভিত্তিতে শুক্রবার স্থানান্তর করা হয়। হাসপাতালটি পুনরায় চালু করার আগে মেরামত করতে কয়েক দিন সময় লাগতে পারে।

শনিবার সকালে প্রায় ১২০জন রোগীকে নিউইয়র্ক সিটির অন্যান্য হেল্থ প্লাস হসপিটাল ফ্যাসিটিলিস-এ স্থানান্তর করা হয়। তাদেরকে অ্যাম্বুলেন্স, অ্যাম্বুলেট, FDNY পরিবহন এবং নিউইয়র্ক সিটি ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট (NYCEM) পরিবহন যানবাহনদ্বারা স্থানান্তরিত করা হয়। একটি বিবৃতিতে হাসপাতাল জানায়, কন-এডিসন দ্বারা জানানো হয়েছিল যে, বিভ্রাটের কারণে ভোল্টেজ ফিডার লাইনের প্রয়োজনীয় মেরামত করার জন্য সাময়িকভাবে ব্যাকআপ পাওয়ার বন্ধ করতে হবে।

এ নিয়ে মেয়র এরিক অ্যাডামস বলেছেন, "রোগীরা প্রয়োজনীয় চিতিৎসা সেবা যত্ন পাচ্ছেন। আমি নিশ্চিত করতে চাই যে, তাদের যত্নে কোন ব্যাঘাত ঘটবে না। হ্যাঁ, অসুবিধা থাকতেই পারে কিন্তু আপনি যদি সম্প্রদায়ের একজন হয়ে থাকেন, তাহলে আপনাকে অন্য হাসপাতালে যেতে হবে। তবে যত্নে কোনও ব্যাঘাত ঘটবে না।"

রোগীদের এই স্থানান্তরে হাসপাতালের আধিকারিকরা কাছাকাছি হাসপাতালগুলিকে অতিরিক্ত রোগীদের পরিমাণ বৃদ্ধি পরিচালনা করতে অবহিত করেছেন। এনওয়াইসি হেল্থ প্লাস হসপিটাল এর সিওই গ্রেগোরি যে ক্যালিস্তা বলেছেন, "আমরাআত্মবিশ্বাসী যে আমাদের জরুরি ব্যবস্থাপক, রোগীর যত্নে পেশাদার এবং শহরের গভর্নমেন্ট অংশীদারদের বিশেষজ্ঞ দল, আমাদের রোগীদের নিরাপদে স্থানান্তর করে সুরক্ষা দিতে সক্ষম হবে। কন এডিসনে আমাদের অংশীদারদের কাছে এই মেরামতগুলি যত দ্রুত সম্ভব, সম্পন্ন করতে আমরা কৃতজ্ঞ।"

হাসপাতালটি আপাতত বন্ধ থাকবে। সমস্ত অ্যাম্বুলেন্সের জন্য বিকল্প পথ থাকবে। জরুরী পরিস্থিতিতে, নিউ ইয়র্কবাসীরা 911 নম্বরে কল করতে পারেন। অ্যাম্বুলেরেটরি রোগীদের জন্য কাছাকাছি হাসপাতালে খুঁজতে হবে।

ব্রুকলিন শুক্রবারের বৃষ্টি ঝড়ের কেন্দ্রস্থল হয়ে ওঠার পরই, রাস্তা এবং পাতাল রেলগুলি দেড় ফুটেরও বেশি বৃষ্টিতে প্লাবিত হয়েছিল। ক্রমবর্ধমান বৃষ্টিপাতের ফলে বেশ কয়েকটি গাড়ি ডুবে যাওয়ায় রাস্তাগুলি দ্রুত জলমগ্ন হয়ে পড়ে। নিচতলার ভবনগুলো সহ বেজমেন্ট প্লাবিত হয়ে পড়ে। এ সময় রাস্তা জুড়ে যে জায়গাটি সংস্কার করা হচ্ছিল, তাও প্লাবিত হয়। যানবাহনগুলো আটকা পড়ে যায় যা গোওয়ানস, কনি আইল্যান্ড, ফ্ল্যাটবুশ, উইন্ডসর টেরেস এবং উইলিয়ামসবার্গের অন্যান্য অংশে টানা হয়েছিল।

এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে স্কুল সাপ্লাই বিতরণ করা হয়

স্কুল সাপ্লাই বিতরণ করেছে এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ

উত্তর আমেরিকা অফিস

২৭ সেপ্টম্বর বুধবার এস্টোরিয়া ৩৬ এভিনিউয়ে এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে স্কুল সাপ্লাই বিতরণ করা হয়েছে। প্রায় দুইশ জনের মধ্যে স্কুল সাপ্লাই বিতরণ করা হয়।

সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন পরিচালনায় সংগঠনের উপদেষ্টা এমাদ আহমেদ চৌধুরী, দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী, কোষাধক্ষ্য এমদাদ রহমান তরফদার, সদস্য তানজিম লগন এবং আল আমিন জামে মসজিদের কোষাধক্ষ্য শাফায়েত খান ও আম্পেয়ার ব্ল ক্রস ব্লু সিলড কমিউনিটি হেলথ এডুকেটার ইয়াসমিন হারনেনডাজ স্কুল সাপ্লাই বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

আফ্রিকানদের অনুষ্ঠানে লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড পেলেন কাজী হাসান

সিকান্দর হক

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইর্য়কে লিডারশীপ অ্যাওয়ার্ড পেলেন গোপালগঞ্জের কৃতিসন্তান নিউইর্য়ক কারেকশন অফিসার কাজী হাসান। ২৮ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার কুইন্সের ওয়ান ওয়ার্ল্ড ফেয়ার ম্যারিনা বেঙ্কুইট হলে এসোসিয়েশন অব আফ্রিকান ন্যাশনস ইন কারেকশন (এএএনসি) এর আয়োজিত বার্ষিক নৈশভোজ ও অ্যাওয়ার্ড নাইট অনুষ্ঠানে কোভিড-১৯ এর সময় বাংলাদেশি কমিউনিটির সেবায় নের্তৃত্ব প্রদানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখার জন্য তাকে এ সম্মাননা দেয়া হয়। এএএনসি এর পক্ষ থেকে তার হাতে অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা ডেপুটি ওয়ারেন মারাজ। সংগঠনটির বর্তমান সভাপতি এডেনিয়া এডেসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিউইর্য়ক কারেকশন বিভাগের কমিশনার লুইস এ মলিনা । এছাড়াও সিটির বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাবৃন্দসহ পাঁচ শতাধিক কারেকশন অফিসার ও তাদের পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ কারেকশন সোসাইটি (বিসিএস) এর উপদেষ্ঠামন্ডলীর সদস্য কারেকশন অফিসার ইকবাল সাইফুদ্দীন জানান, অফিসার হাসান গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী থানার তারাইল গ্রামের কাজী ইদ্রিস হোসেন ও আরজু বেগমের জৈষ্ঠ্য পুত্র। গত ৬ বছর ধরে অত্যন্ত দক্ষতা ও সুনামের সাথে নিউইর্য়ক কারেকশন অফিসার হিসেবে কাজ করে আসছেন এবং এর আগে নিউইর্য়ক সিটি ডিপার্মেন্ট অফ হোমলেস সার্ভিসেস (ডিএইচএস) এ পুলিশ অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তিনি ২০১৮ সালে কারেকশন বিভাগে কর্মরত বাংলাদেশি অফিসারদের নিয়ে বাংলাদেশ কারেকশন সোসাইটি (বিসিএস) গড়ে তোলেন। বর্তমানে সংগঠনটির সভাপতি হিসেবে দুইশতাধিক সদস্যের নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। সংগঠনটির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রচার করা, সদস্যদের বিভাগের নীতি এবং নিয়ম সম্পর্কে অবগত করা এবং আরও বাংলাদেশি অফিসার নিয়োগে বিভিন্ন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা । তিনি বাংলাদেশি কমিউনিটিকে সহায়তা করার জন্য নিবেদিত এবং বেশ কয়েকটি সামাজিক সংগঠনের সাথে সক্রিয়। কোভিড ১৯ এর প্রাদুর্ভাবের সময় তার নেতৃত্বে বিভিন্ন জনসেবামূলক কর্মকান্ড এবং নির্ভীকতার জন্য সর্বমহলে প্রশংসিত হন। সম্প্রতি নিউইর্য়ক সিটি মেয়র এরিক এডামস অফিসার কাজী হাসান এবং তার সংগঠনকে শহরের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ একটি প্রশংসাপত্র প্রদান করেন। এদিকে তার জনসেবামূলক কর্মকান্ডে মুগ্ধ হয়ে কারেকশন বিভাগের বর্তমান কমিশনার লুইস মলিনা তাকে নিয়ে টুইট করেন যা বিভাগে কর্মরত অফিসারদের কাছে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়।

বিয়ানীবাজার সমিতির নির্বাচন নিয়ে ব্যাপক উত্তেজনা

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশিদের অন্যতম বৃহত্তম সংগঠন বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি। সাত হাজারের বেশী সদস্যের এ সংগঠনের নির্বাচন আগামী ২২ অক্টোবর। দুটি প্যানেল সরাসরি নির্বাচন করছে। একটি প্যানেলে নেতত্ব দিচ্ছেন আব্দুল মান্নান ও জসিম উদ্দীন জুয়েল। নিউইয়র্কে থানা ভিত্তিক সংগঠনের মধ্যে বিয়ানীবাজার সমিতি খুবই শক্তিশালী। জালালাবাদ এসোসিয়েশন বা বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনে এ সংগঠনটির অবস্থানের দিকেই সবার নজর থাকে। সামাজিক কাজকর্মে ও নিজেদের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতি ধরে রাখার কাজে বিয়ানীবাজার সমিতি আমেরিকায় একটি অগ্রসর সংগঠন হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে।

আসছে নির্বাচনে মান্নান ও জুয়েল দ্বিতীয় মেয়াদে সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক হিসেবে লড়ছেন। তাদের বিপরীতে লড়ছেন মিছবাহ-অপু পরিষদ। মিছবাহ আহমেদ ও রেজাউল আলম অপু গত নির্বাচনে হেরে যান। এবারও তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছেন। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে বলে ধারনা করা হচ্ছে। দুটি প্যানেলই শক্তিশালী। মান্নান-জুয়েল প্যানেলের প্রার্থীরা অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ।

মিজবাহ-অপু প্যানেলের সভাপতি মিছবাহ আহমেদের কমিউনিটিতে ব্যাপক পরিচিতি রয়েছে।

মান্নান-জুয়েল প্যানেলের সভাপতি প্রার্থী আব্দুল মান্নান বলেছেন, জয়ের ব্যাপারে আমি ১০০ শতভাগ আশাবাদী ইনশাল্লাহ। গত ২টি বছর সংগঠনকে এগিয়ে নেবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছি। ২০০০ কবর কিনেছি। ৩টি সাধারন সভা করেছি। সদস্যদের মাঝে স্বচ্ছতার সাথে রিপোর্ট আমরা তুলে ধরি। কোন আপত্তি আসেনি। বন্যায় উপজেলায় সংগঠনের নামে ত্রাণ বিতরন করেছি। আগামীতে নির্বাচিত হলে মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য একটি ফিউনারেল হোম করবো। বিয়ানী বাজারের অর্থে কেনা বাড়িটি বিয়ানী বাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতির নামে ট্রান্সফার করবো।

মান্নান -জুয়েল প্যানেলে অন্যান্য প্রার্থীরা হলেন নিজাম উদ্দীন (সহসভাপতি). রাজু আহমদ (সহ সাধারন সম্পাদক),আব্দুল হান্নান দুখু (কোষাধ্যক্ষ), আবু তৈয়ব তালহা (সাংগঠনিক সম্পাদক), অনিক রাজ (সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক), আব্দুল হামিদ (দফতর সম্পাদক), সামশুল ইসলাম (প্রচার সম্পাদক), কিবরিয়া আহমেদ শাহিদ (ক্রিড়া সম্পাদক), মোহাম্মদ এফ এইচ সোনার বলাই (সমাজ কল্যান সম্পাদক) ও ফাতেমা শীলা (মহিলা সম্পাদিকা)। কার্যকরি সদস্য পদে রয়েছেন ফকরুল হক , নুর উদ্দীন, বদরুল উদ্দীন, হোসেন আহমদ, সামাদ আহমেদ,আব্দুস খান ও আবু জাফর।

মিছবাহ-অপু প্যানেলের সভাপতি প্রার্থী মিছবাহ আহমেদ বলেছেন, বিজয় এবার হবে ইনশাল্লাহ। গতবার নির্বাচনে হেরে যাবার পর থেকে বিয়ানীবাজারবাসীদের সাথে কাজ করে যাচ্ছি। আশাকরি তারা এবার খেদমত করার সুযোগ দেবেন। আমিসহ আমাদের প্যানেল জয়যুক্ত হলে বিয়ানীবাজার ভবনের নিচ তলায় একটি কমিউনিটি সেন্টার চালু করবো। যাতে সেখানে শতাধিক মানুষ অনুষ্ঠান বা কর্মসূচি পালন করতে পারে। দ্বিতীয় কাজটি হবে ভবনটি বিয়ানীবাজার সমিতির নামে স্থানান্তর করা।

মিজবাহ-অপু প্যানেলের অন্য প্রার্থীরা হলেন মুহিবুর রহমান রুহুল (সহ সভাপতি), আব্দুল ফাত্তাহ (সহসাধারন সম্পাদক), আব্দুল হামিদ (কোষাধ্যক্ষ), মাহমুদুল কবির রুবেল (সাংগঠনিক সম্পাদক), ছিদ্দিক আহমদ (সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক), শামসুল আলম শিপলু (দফতর সম্পাদক), আবু রাসেল (প্রচার সম্পাদক), জামিল আহমদ (ক্রিড়া সম্পাদক), ফয়েজ আহমদ (সমাজ কল্যান সম্পাদক) ও হাফসা ফেরদৌস হেলেন (মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা)। এই প্যানেলের কাযকরি কমিটির সদস্য পদে প্রার্থীরা হলেন মাহবুব উদ্দীন আলম, মোহাম্মদ আমিন উদ্দীন,ইকবাল হোসেন, রেজোয়ান আহমদ,মাসুদুর রহমান,শরীফ আহমদ ও ফরহাদ হোসাইন।

২২ অক্টোবর সকাল ৯টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত একনাগারে ভোট গ্রহন শুরু হবে। নির্বাচন কমিশনার মো: আব্দুর নূর জানিয়েছেন, প্রায় সাড়ে ৭ হাজার বিয়ানীবাজারবাসী এবার ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ পাবেন।

ডিবি হেফাজতে আইনজীবীর সহকারীর মৃত্যু বগুড়ায়

ঢাকা অফিস

বগুড়ায় পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) হেফাজতে গতকাল মঙ্গলবার হাবিবুর রহমান হাবিব (৩৬) নামের একজন আইনজীবীর সহকারীর মৃত্যু হয়েছে। একটি হত্যা মামলায় সন্দেহভাজন হিসেবে তাঁকে আটক করা হয়েছিল।

গতকাল সন্ধ্যা ৭টা ৫৫ মিনিটে বগুড়া জেলা জজ আদালতের সামনে থেকে ডিবি পুলিশ হাবিবকে আটক করে। এরপর অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে পুলিশ পাহারায় বগুড়া মোহাম্মদ আলী হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। রাত পৌনে নয়টার দিকে তিনি মারা যান। শাজাহানপুর থানার খুকি বেওয়া হত্যা মামলায় সন্দেহভাজন হিসেবে ডিবি পুলিশ তাঁকে আটক করেছিল। বগুড়া ডিবি পুলিশের ইনচার্জ মোস্তাফিজ হাসান বলেন, শাজাহানপুর থানার একটি হত্যা মামলায় সন্দেহভাজন হিসেবে হাবিবকে আটক করা হয়।

মোহাম্মদ আলী হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) শফিক আমিন কাজল বলেন, ডিবি পুলিশ হাবিবকে সঙ্গাহীন অবস্থায় রাত ৮টার দিকে হাসপাতালে নিয়ে আসে। প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর রাত সাড়ে ৮টার দিকে হাবিব মারা যান।

TRIBUNE TRAINING ACADEMY
29-28 41st Avenue, Suite 48, Queens, NY 11101
Office: (718) 790 - 2664 Cell: (917) 330 - 0891
- OSHA OUTREACH TRAINING
- SECURITY GUARD TRAINING
- WORK-ZONE FLAGGER TRAINING
- LIFT TRUCK / FORKLIFT TRAINING
- FIRST AID, CPR & AED TRAINING
- DEFENSIVE DRIVING
- RESUME BUILDING
- JOB SEEKING
DCJS Approved
OSHA Authorized Training
MD NOMAN
DIRECTOR OF SCHOOL
বিস্তারিত জানতে আজই কল করুন অথবা ওয়েবসাইট ভিজিট করুন
আপনি কি বেকার? আপনি ভাল চাকরি খুজছেন?
তাহলে নিম্নোক্ত ট্রেনিং এর মাধ্যমে নিজেকে তৈরী করুন, উজ্জ্বল ভবিষ্যত গড়ুন।

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বাংলাদেশি ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত
মেডিকেল অফিস
We offer Quality Health Care
৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica NY 11432
৭১৮-২৯৭-৩২২০, ৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220, 718-297-3226
ডা: নাহরীণ মামুন এম.ডি
Board Certificed Internal Medicine
& Women Health Expert
সময়: সোম, বুধ, শুক্র ও শনিবার সকাল ৯.৩০টা থেকে পূর্বের সময়ানুযায়ী
বাংলাদেশি মহিলা ডাক্তার
ডা: মো: ইউসুফ আল মামুন এম.ডি
Board Certified Geriatrics & Internal Medicine
(এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, কুইন্স হসপিটাল সেন্টার)
সময়: মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টা থেকে ৮টা, শনিবার দুপুর ১২টা থেকে ৫টা
ডা: আহমেদ কে আসলাম এম.ডি
হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ (সকল প্রকার হার্ট ডিজিজের চিকিৎসা করেন)
আমাদের সেবা সমূহ:
- শারীরিক চেক আপ
- টি.এল.সি টেস্ট
- ডায়াবেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- হাই কোলেষ্টরেল
আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়
Help with insurance problems and new applications
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকি
All kinds of Medical Managements
PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations
মহিলাদের সবধরনের শারীরিক চেকআপ, রক্তপরীক্ষা, ইকেজি, প্রেগনেন্সী টেস্ট
যক্ষা টেস্ট, টিকা এবং হজ্ব যাত্রীদের টিকা সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

৫০০ রাইট এইড স্টোরের মধ্যে ১টি বন্ধ হতে যাচ্ছে

এইচ বি রিতা

মারিসভিলের উইলিয়াম পেন হাইওয়ের রাইড এইড স্টোরটি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। দেশব্যাপী ৫০০টি স্টোরের মধ্যে এই রাইট এইড একটি। ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল রিপোর্ট অনুযায়ী, রাইট এইড পাওনাদারদের সাথে ১১-ধারায় দেউলিয়ার জন্য কোম্পানির নথি রাখতে এবং এর এক চতুর্থাংশ এলাকা বন্ধ করার জন্য ঋণদাতাদের সাথে একটা ব্যবস্থায় যাচ্ছে।

রাইট এইড হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় বৃহত্তম ড্রাগ স্টোর চেইন। এর ২,১০০টি এলাকা রয়েছে। ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল বলেছে যে, ফিলাডেলফিয়ায় সদর দফতরে অবস্থিত রাইট এইড বর্তমানে $৩.৩ বিলিয়নেরও বেশি ঋণে আছে এবং ১ হাজারটিরও বেশি ফেডারেল মামলার মুখোমুখি হচ্ছে। বলা হয়েছে এখানে খুচরা বিক্রেতা অতিরিক্ত ওপিওড সরবরাহ করছে।

কিছু গ্রাহক হুট করেই স্টোরে ঢুকে তাকগুলো খালি দেখে অবাক হচ্ছেন এবং কর্মচারীদের কাছে জানতে চাচ্ছেন, স্টোরটি কি বন্ধ হচ্ছে কিনা!

৫০০টি স্টোরের মধ্যে ঠিক কোনটি বন্ধ হচ্ছে, এ নিয়ে রাইট এইড আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু প্রকাশ করেনি। কিছু গ্রাহক এটিকে অন্যায্য বলে দাবী করছেন। তারা বলছেন যে, কোনটি বন্ধ হচ্ছে তা প্রকাশ করা দরকার, বেড বাথ এবং বিয়ন্ড-এর মতো স্টোরও বন্ধ হওয়া স্টোরটির নাম প্রকাশ করেছিল। গ্রাহকদের প্রশ্ন, তবে কি তারা কিছু লুকাতে চাচ্ছেন!

এনবিসি-কে দেওয়া এক বিবৃতিতে রাইট এইড বলেছে যে, "এটি আমাদের ঋণ কমাতে এবং ব্যবসাকে সাফল্যের সাথে অব্যাহত রাখতে সর্বোত্তম পথটি চিহ্নিত করে আমাদের আর্থিক স্টেকহোল্ডারদের সাথে সহযোগিতামূলক এবং গঠনমূলকভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।"

WPXI- পিটসবার্গ এলাকার কিছু দোকানের তালিকা নিয়ে রাইট এইডের কাছে পৌঁছেছে, যেগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু কোম্পানির কাছ থেকে কোন সাড়া পাননি।

অনুমান করা হচ্ছে, মারিসভিল রাইট এইড অক্টোবরে বন্ধ হতে যাচ্ছে।

নিউইয়র্কে শেষ হলো দুদিনব্যাপী বাংলাদেশ অভিবাসী দিবস

উত্তর আমেরিকা অফিস

২৩ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্ক চেম্বার অব কমার্স এবং মুক্তধারা নিউইয়র্কের আয়োজনে ম্যানহাটনে শেষ হলো দুদিনব্যাপী বাংলাদেশ অভিবাসী দিবস এবং বাণিজ্য মেলা। ইউএসএ-বাংলাদেশ বিজনেস লিংক, গ্রেটার নিউইয়র্ক চেম্বার অব কমার্স এবং মুক্তধারা নিউইয়র্কের এই আয়োজনে এই মেলায় প্রধান অতিথি হিসেবে এসেছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আব্দুল মোমেন। দুই দেশের সরকারি প্রতিনিধি দল, ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তারা আশা করছেন এই আয়োজনে অন্তত ৫ লাখ ডলারের ব্যবসায়িক আদান-প্রদান হয়েছে।

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি ২২ সেপ্টেম্বর এ আয়োজন উদ্বোধন করেছিলেন।

আয়োজক সংগঠন ইউএসএ-বিডি বিজনেস লিংকের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান নির্বাহী বিশ্বজিত সাহা অনুষ্ঠান সঞ্চালনার সময় এ আয়োজন সম্পর্কে বলেন, ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘে প্রথম ব্যক্তি হিসেবে বাংলায় ভাষণ দিয়েছিলেন। সেই দিনটি স্মরণীয় করে রাখতে আমরা নিউইয়র্ক স্টেটের কাছে আবেদন করি, দিনটিকে বাংলাদেশি অভিবাসী দিবস হিসাবে ঘোষণা করার জন্য। স্টেট সিনেটর স্টেভেসকি আবেদন করলে তা সর্বসম্মতি ক্রমে পাশ হয়। সেই থেকে আমরা দিনটি স্মরণীয় করে রাখতে দুই দেশের সরকারের প্রতিনিধি দল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ব্যবসায়ী এবং নানা পেশাজীবী মানুষদের নিয়ে দিনটি উদযাপন করি।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আব্দুল মোমেন বাণিজ্য মেলার স্টলগুলো পরিদর্শন করেন। দুই দেশের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেন। অভিবাসী এবং ব্যবসায়ীদের সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানের আশ্বাস দিয়ে ড. মোমেন বলেন, প্রবাসীদের বাংলাদেশের উন্নয়নের মহাসড়কে যুক্ত করা, তাদের সমস্যা এবং সুবিধার কথা আলোচনা করার জন্য এমন আয়োজন সুযোগ তৈরি করে দেয়। এতে সমস্যাগুলোর সমাধান করা যায়।

প্রথম দিন মেলা উদ্বোধন করার পর বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেন, রাজনৈতিক কোন সিদ্ধান্ত ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব বিস্তার করবে না। এই আয়োজনের মাধ্যমে দুই দেশের ব্যবসায়িক সম্পর্ক শক্ত হলো। কীভাবে বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি বাড়ানো যায় তা নিয়ে কাজ করা এখন আরো সহজ হবে।

আয়োজক সংগঠন গ্রেটার নিউইয়র্ক চেম্বার অব কমার্স-এর প্রেসিডেন্ট ও প্রধান নির্বাহী মার্ক জেফি বলেন, বাংলাদেশ থেকে প্রায় সাড়ে ৮ বিলিয়ন ডলারের পোশাক রপ্তানি হয় যুক্তরাষ্ট্রে। এটা আরো বাড়ছে। দিনদিন দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক মজবুত হচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে ফার্মাসিউটিক্যাল এবং আইসিটি পণ্য আমদানি করার বিষয়টি উঠে আসছে এই আয়োজনে। এই আয়োজনের মাধ্যমে অন্তত ৫ লাখ ডলারের বাণিজ্যিক আদান-প্রদান হবে বলে আমরা আশা করছি। এ বাণিজ্য মেলায় যারা অংশ নিয়েছেন অথবা

রেজিস্ট্রেশন করেছেন তাদের ব্যবসায়িক পণ্য এবং অন্যান্য তথ্য আমরা আমাদের ৩৫ হাজার উদ্যোক্তা এবং ব্যবসায়ীর কাছে পৌঁছে দেব।

এ আয়োজনের সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষক আইএফআইসি ব্যাংক। প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও, শাহ এ. সারওয়ার বলেন, আয় বাড়ানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন পেশাজীবী বিষয় নিয়ে হয়েছে নয়টি সেমিনার এবং সিম্পোজিয়াম। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে ব্যবসায়ীদের সহযোগিতার আশ্বাস দেন বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি দল। আমরা চাই এমন আয়োজন এর মাধ্যমে বাংলাদেশে বৈধভাবে রেমিটেন্স পাঠানোর প্রবাহ বাড়ুক। এ জন্য আমরা নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশি অধ্যুষিত চারটি বরোতে রেমিট্যান্স রোড শো এর আয়োজনও করছি।

প্রধানমন্ত্রীর অর্থ বিষয়ক উপদেষ্টা ড. মশিউর রহমান বলেন, এখানকার আলোচনায় প্রবাসীদের জন্য যে সকল সমস্যা চিহ্নিত হবে তা সমাধানের জন্য আমরা সরকারের সঙ্গে আলাপ করব।

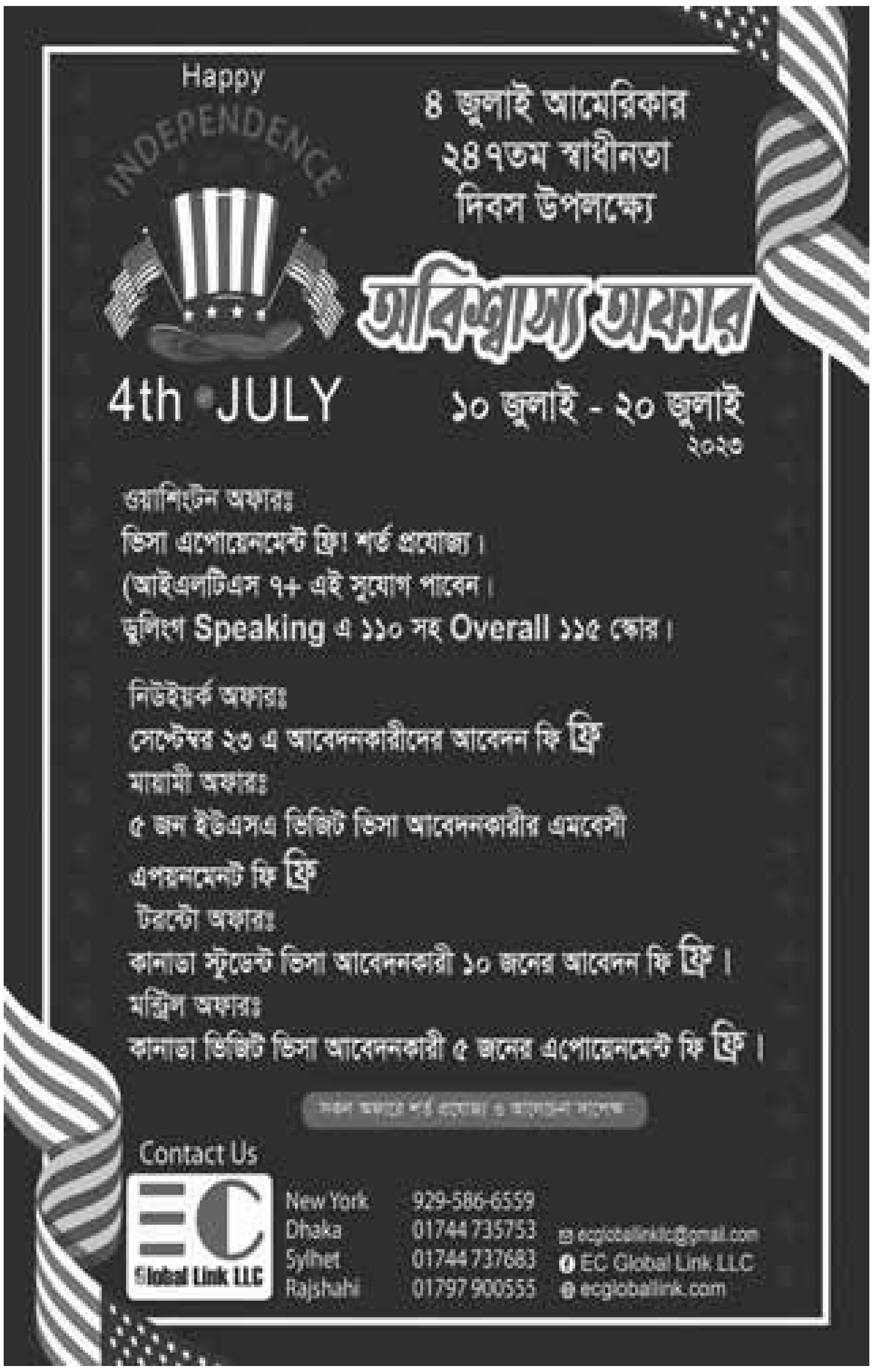

সেন্ট মার্টিন নিয়ে আমেরিকার কোনদিনই আগ্রহ ছিল না

ডেন ডব্লিউ মজিনা

উত্তর আমেরিকা অফিস

সাবেক রাষ্ট্রদূত ডেন ডব্লিউ মজিনা বলেছেন বাংলাদেশের সেন্ট মার্টিন দ্বীপ কখনই আমেরিকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কোন স্থাপনা বলে মনে করা হয়নি। এ নিয়ে আমেরিকা কখনো আগ্রহ দেখানো হয়নি। এখনও এ নিয়ে আমেরিকার কোন উৎসাহ নেই। এ নিয়ে যে বক্তব্য দেয়া দেয়া হচ্ছে, তা সঠিক নয়। বাংলাদেশের উপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপ কোন হস্তক্ষেপ নয়। বন্ধুরাষ্ট্র বন্ধুকে সাহায্য করছে। আমেরিকার ভিসা নিষেধাজ্ঞা বাংলাদেশের সরকার সহ সব মহলই স্বাগত জানিয়েছে। ভিসা নিষেধাজ্ঞা বাংলাদেশের বেলায় কাজ করছে, এর প্রমাণ র‌্যাবের উপর নিষেধাজ্ঞা দেয়ার পর পরিস্থিতির উন্নতি দেখা গেছে। মাধনাধিকার লঙ্ঘন এবং বিনা বিচারে হত্যাকাণ্ড বন্ধ হয়েছে। নির্বাচন নিয়ে ভিসা নিষেধাজ্ঞা কাজ না করলে , কী হতে পারে তা এখনই বলা যাবে না।

২৮ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার নিউইয়র্ক ভিত্তিক বাংলা সংবাদমাধ্যম টাইম টিভির আলোচনায় যোগ দিয়ে সাবেক রাষ্ট্রদূত ডেন মজিনা এসব কথা বলেছেন। জানুয়ারি ২৯ তারিখের আগে নির্বাচন নিয়ে অনেক কাজ করার আছে বলে মজিনা বলেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালক আবু তাহেরের উপস্থাপনায় সাংবাদিক হাসান ফেরদৌস প্রশ্ন রাখেন মার্কিন নিষেধাজ্ঞা নাইজেরিয়ায় কাজ করেনি। স্যাংশন দিয়ে বাংলাদেশে অবাদ ও নিরপপেক্ষ নির্বাচন করা সম্ভব হবে কি না? জবাবে ডেন মজিনা বলেন। তিনি মনে করেন স্যাংশন কাজ করে এবং তিনি এ নিয়ে র‌্যাবের উপর স্যাংশনের উদাহরণ প্রদান করেন। বাংলাদেশ যদি পাল্টা সেংশন দেয়, কী হতে পারে ? এমন প্রশ্নের জবাবে মজিনা বলেন বাংলাদেশ কী কিরবে তিনি বলতে পারেন না। বাংলাদেশ নিজের জন্য যা ভালো মনে করে তা করতে পারে এবং করবে বলে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপের ফলে কিছু লোক নির্বাচনকে অবাধ ও নিরপেক্ষ না হওয়ার কাজ কর্মে তৎপর হওয়ার আগে চিন্তা করবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। নির্বাচনের আগে ভিসা নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে কেন এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন ঠিক কেন এমন করা হয়েছে তা তিনি বলতে পারবেন না। নির্বাচন হয়ে যাওয়ার আগেই যাতে প্রক্রিয়াগুলো সঠিক থাকে এ নিয়ে চাপ সৃষ্টি করার জন্যই এমন নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে। নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পরে তো কিছুই করা যাবে না।

সাংবাদিক ইব্রাহীম চৌধুরীর প্রশ্নের জবাবে সাবেক রাষ্ট্রদূত ডেন মনিজা বলেন, বাংলাদেশের সাথে আমেরিকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিদ্যমান। বাংলাদেশ আমেরিকার অন্যতম সাহায্যদাতা দেশ এবং ভালো সম্পর্কের মধ্যেও এ সম্পর্ক উঠানামা করতে পারে বলে তিনি উল্লেখ করেন। সমস্যা চিহ্নিত করে সমস্যার সমাধান করাই হচ্ছে মূল কাজ বলে তিনি উল্লেখ করেন। আমেরিকা হচ্ছে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের অন্যতম গন্তব্য। সামাজিক , অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য খাতে বাংলাদেশের মানুষই যুক্তরাষ্ট্রের সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে তুলেছে বলে ডেন মজিনা বলেন।

বাংলাদেশে নির্বাচন কীভাবে হবে, কোন প্রক্রিয়ায় হলে নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হবে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার মালিক বাংলাদেশের জনগনের। ডেন মজিনা বলেন , আমেরিকার সেখানে বলার কিছু নেই। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে তাঁর সম্পর্ক, বাংলাদেশের কাজ করা সময় তাঁর অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা বলেন ডেন মজিনা।

বাংলাদেশের নির্বাচন কীভাবে অবাধ ও নিরপেক্ষ হবে এ নিয়ে বাংলাদেশের মানুষের অবস্থান স্পষ্ট বলে তিনি উল্লেখ করেন। অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে ডেন মজিনা বলেন , সেন্ট মার্টিন দ্বীপ আমেরিকার সামরিক স্থাপনের জন্য এটির কোন মূল্য নেই। মার্কিন সামরিক স্থাপনের জন্য এটি খুবই ছোট এবং এবং গুরুত্বহীন বলে তিনি উল্লেখ করেন। সেন্ট মার্টিন নিয়ে কোনদিনই আমেরিকার কোন উৎসাহ ছিল না এবং এখনও নেই বলে তিনি উল্লেখ করেন।

ডঃ মুহাম্মদ ইউনুসকে একজন আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব উল্লেখ করে ডেন মজিনা বলেন ডঃ ইউনুসকে বাংলাদেশের কোন দায়িত্বে যাওয়া সম্পর্কে তাঁর কোন ধারনা নেই। মজিনা বলেন, এমন কাজ কোন রাষ্ট্রদূতের কাজ নয়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশের লোকজনই সিদ্ধান্ত নেবে এবং এ নিয়ে বাংলাদেশের মানুষের সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার সব যোগ্যতা রয়েছে। বাংলাদেশে নিযুক্ত বর্তমান মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসকে একজন চমৎকার রাষ্ট্রদূত বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন পিটার হাস দক্ষতার সাথে মার্কিন স্বার্থ দেখছেন।

বিভিন্ন দেশে আটক ভিক্ষুকদের ৯০ শতাংশই পাকিস্তানি

উত্তর আমেরিকা অফিস

পাকিস্তান থেকে বিদেশে যাওয়া ভিক্ষুকের সংখ্যা বাড়ছে। বিভিন্ন দেশে আটক ভিক্ষুকদের ৯০ শতাংশই পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত। সৌদি আরবের আটক পকেটমারদের মধ্যেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পাকিস্তানি রয়েছেন। ২৭ সেপ্টেম্বর বুধবার পাকিস্তানের পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ সিনেটের স্ট্যান্ডিং কমিটিকে এ তথ্য জানিয়েছেন পাকিস্তানের প্রবাসী ও মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের সচিব জুলফিকার হায়দার।

সিনেট প্যানেলে পাকিস্তান থেকে বিদেশে যাওয়া দক্ষ–অদক্ষ শ্রমিকদের নিয়ে আলোচনার সময় বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন তিনি। জুলফিকার হায়দার জানান, পাকিস্তান থেকে অনেকে ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে সৌদি আরব এবং ভ্রমণের ভিসা লাগিয়ে ইরান, ইরাকসহ মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশে যাচ্ছেন। গিয়ে ভিক্ষুক পেশায় লেগে যাচ্ছে। সিনেটে তিনি আরও বলেন, এই ভিক্ষুকদের জন্য নতুন গন্তব্য হয়ে উঠেছে জাপান।

সিনেটে আলোচনায় প্রবাসী পাকিস্তানি শ্রমিকদের দক্ষতা এবং বিদেশি নিয়োগদাতাদের কাছে তাঁদের বিশ্বস্ততা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন জুলফিকার হায়দার। এদিক দিয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের শ্রমিকেরা পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে আছেন বলে স্বীকার করেন তিনি।

ইতালিতে ফ্লাইওভার থেকে পড়ে বাসে আগুন, নিহত ২১

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইতালিতে ফ্লাইওভার থেকে ছিটকে পড়ে পর্যটকবাহী একটি বাসে আগুন লেগে ২১ জন নিহত হয়েছেন। এতে আহত হয়েছেন আরও ১৮ জন। নিহতদের মধ্যে শিশু ও বিদেশি পর্যটক রয়েছেন। গতকাল দেশটির স্থানীয় সময় মঙ্গলবার সন্ধ্যায় উত্তর ইতালির ভেনিসের কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে। বুধবার বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে এ খবর জানানো হয়। এতে বলা হয়, বাসটি ফ্লাইওভারের রাস্তা থেকে ছিটকে নিচের রেললাইনের কাছে পড়ে যায়। দুর্ঘটনার কারণ এখনও স্পষ্ট নয়।

তবে ভেনিসের সিটি কাউন্সিলর রেনাতো বোরাসো বলেছেন, বাসটির চালক ৪০ বছর বয়সী একজন ইতালিয়ান। এই দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন তিনি। ধারণা করা হচ্ছে দুর্ঘটনার আগে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।

সিটি কাউন্সিলর বলেন, বাসটিতে ৪০ জন যাত্রী ছিলেন।

২৭ সেপ্টেম্বর বুধবার ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস পরিদর্শনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবারও সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন পাশের দাবি

উত্তর আমেরিকা অফিস

২৭ সেপ্টেম্বর শুক্রবার ওয়াশিংটন ডি. সি. সংলগ্ন ভার্জিনিয়ার রিট্জ কার্লটন হোটেলে যুক্তরাষ্ট্র হিন্দু বৌদ্ধ খৃষ্টান ঐক্য পরিষদের ছয় সদস্য বিশিষ্ট এক প্রতিনিধি দল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাত করে ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে প্রতিশ্রুত সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন পাশ করার জন্য আবারও জোর দাবি জানায়। এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন সংগঠনের সভাপতি অধ্যাপক নবেনদু দত্ত, শিতাংশু গুহ, রূপকুমার ভৌমিক, ড. দিলীপ নাথ, শুভ রায়, ও যুক্তরাষ্ট্র জগন্নাথ হল এ্যালামনাই এ্যাসেসিয়েশনের চেয়ারম্যান শ্যামল চক্রবর্তী। গত বছর নিউ ইয়র্কে সাক্ষাত কালে এবং সম্প্রতি প্রেরিত স্মারক লিপিতে ব্যাক্ত দাবির পুনরাবৃত্তি করে প্রতিনিধিগণ প্রধানমন্ত্রীর কাছে মূলত দুটো দাবি জানান: প্রথমটি ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে প্রতিশ্রুত সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন পাশ করা; এবং, অন্যটি, আসন্ন শারদীয় দুর্গোৎসবের সময় ২০২২ সালের পুজোর সময়কার মত নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা।

প্রধানমন্ত্রী ২০০১ -২০০৬ সালে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং অওয়ামীলীগ কর্মী ও নেতৃবৃন্দের ওপর সন্ত্রাসের কথা উল্লেখ করলে অধ্যাপক নবেন্দু দত্ত প্রধানমন্ত্রীকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, সাহাবউদ্দীন জজ্ কমিশন ২০১১ সালে ঐসব অপরাধীর তালিকা সরকালের কাছে জমা দিলেও তাদের বিচার প্রক্রিয় এখনও শুরুই হয়নি। ড. দিলীপ নাথ সম্পূরক বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রীকে বলেন যে, প্রচলিত আইনে সামপ্রদায়িক সন্ত্রাসীদের বিচার এবং সংখ্যালঘু নির্যাতন ঠেকানো সম্ভ নয়, এর জন্য সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন পাশ করার কোন বিকল্প নেই। শিতাংশু গুহ প্রধানমন্ত্রীকে বলেন যে উনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর কন্যা, তাই দেশে চলমান মানবতা বিরোধী অপরাধ সংখ্যলঘু নির্যাতন চিরতরে বন্ধ করার জন্য তাঁর কাছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রত্যাশা এবং দাবি অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গেত– এই দাবিগুলো পুরণ করে সংখ্যালঘু নাগরিকদের চিরস্থায়ী নিরাপত্তা বিধান ওনাকে করতেই হবে। একইভাবে, রূপকুমার ভৌমিকও ওনাকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর যুগ যুগ ধরে চলমান সামপ্রদায়িক সন্ত্রাস সমস্যার একটি টেকসই সমাধানের দাবি জানান।

সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় প্রধানমন্ত্রী মনযোগ সহকারের সকলের বক্তব্য শোনার পর তিরিশ মিনিট ধরে কথা বলেন। তাঁর শাসনামলে দেশে পূজার সংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়ে চলায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং এবারের পুজোর সময়ও কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকবে বলে প্রতিনিধিদের আশ্বাস দেন। প্রধানমন্ত্রী প্রতিনিধিদের বলেন যে, বাংলাদেশে সংবিধান অনুযায়ী সকল নাগরিকের সমান অধিকার রয়েছে, কারও নিজেকে “সংখ্যালঘু” মনে করাার কারণ নেই। সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইনের বিষয়ে তিনি স্পষ্ট কোন অঙ্গীকার না করলেও পুরো বিষয়টি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে শুনেন এবং গত ১৫ বছরে সংখ্যালঘু সম্পদায়ের কল্যানে তাঁর সরকার কী কী করেছে তার একটি পরিসংখ্যানও তুলে ধরেন।

প্রতিশ্রুতি দেয়ার পাঁচ বছর পরও আইনটি পাশ না করা এবং ২০১১ সালে কয়েক হাজার সংখ্যালঘু নির্যাতককে সনাক্ত করে জজ সাহাবুদ্দীন কমিশন যে তালিকা সরকারের কাছে হস্তান্তর করলেও তাদের বিচার এখনও শুরু না করায় গভীর হতাশা ও বিস্ময় প্রকাশ করা হয়।

প্রধানমন্ত্রীর ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাস পরিদর্শন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্র সফররত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭ সেপ্টেম্বর বুধবার ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস পরিদর্শন করেন। তিনি ১৯৯৭ সালে এই চ্যান্সারি ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং ২০০০ সালে নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন করেছিলেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বুধবার বিকেলে দূতাবাসে পৌঁছালে যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান ফুলের তোড়া দিয়ে তাকে স্বাগত জানান।

প্রধানমন্ত্রী প্রথমে দূতাবাসের বঙ্গবন্ধু কর্নারে অবস্থিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আবক্ষ মূর্তিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বঙ্গবন্ধুর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে তিনি সেখানে কিছু সময় নীরবে দাড়িয়ে থাকেন।

পরে তিনি বাংলাদেশ দূতাবাসের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন এবং দেশের ভাবমূর্তি আরও উন্নত করতে তাদের অত্যন্ত আন্তরিকতা, পেশাদারিত্ব, সততা ও দেশপ্রেমের সাথে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান।

তিনি শহিদ মিনার ও বঙ্গবন্ধু কর্নারসহ দূতাবাসের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে ঘুরে দেখেন।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আবদুল মোমেন, অ্যাম্বাসেডর-অ্যাট-লার্জ মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন, পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব) মাসুদ বিন মোমেন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

যারা চুরি-চামারি করে তাদেরকে ইউ শুড পানিষ্ট দ্যাম

উত্তর আমেরিকা অফিস

জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার মতবিনিময় সভায় বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন "যারা চুরি-চামারি করে তাদেরকে ইউ শুড পানিষ্ট দ্যাম"।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে মোমেন বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত মধুর। কিন্তু কিছু গোষ্ঠী তিক্ততা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে এবং বাংলাদেশ নিয়ে মিথ্যাচার করছে। তাদের বিষয়ে প্রবাসী সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান।

২৬ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার নিউইয়র্কের বাঙালি অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটসে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় তিনি উপরোক্ত কথাগুলো বলেন।

২৬ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭ টায় নিউ ইয়র্কের কুইন্স মামা'স পার্টি হলে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ এ কে আব্দুল মোমেন এম.পি'র সাথে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি বদরুল খানের সভাপতিত্বে এবং ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিমের পরিচালনায় এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ এ কে আব্দুল মোমেন এম পি। বিশেষ অতিথি ছিলেন নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কন্সাল জেনারেল মোঃ নাজমুল হুদা, সদর উপজেলা আওয়ামীলীগ এর সভাপতি নিজাম উদ্দিন, সিলেট জেলা আওয়ামীলীগ দপ্তর সম্পাদক ও সাবেক জেলা ছাত্রলীগ সভাপতি জগলু চৌধুরী, সিলেট জেলা আওয়ামীলীগ সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাবেক সিলেট জেলা বার এর সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মাহফুজুর রহমান, সিলেট মহানগর আওয়ামীলীগ যুগ্ম সম্পাদক বিধান সাহা, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অফ আমেরিকার সাবেক সভাপিত ও উপদেষ্টা বদরুন নাহার খান মিতা, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগ মুক্তিযুদ্বা বিষয়ক সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম, সাবেক সভাপতি মঈনুল হক চৌধুরী হেলাল, সেন্টার ফর এনআরবি চেয়ারপারসন এম এস শেকিল চৌধুরী ও নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি শেখ আতিকুল ইসলাম প্রমুখ । .

মতবিনিময় সভায় শুভেচ্ছা বক্তব রাখেন সংগঠনের সহ-সভাপতি মোঃ শফিউদ্দিন তালুকদার, কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলিম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক জুনেদ এ খান, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আহমেদ জিলু, ও সাবেক সাহিত্য সম্পাদক শরিফুল হক মনজু, সাবেক বোর্ড অফ ট্রাস্টি আব্দুস সালাম, আব্দুস শহীদ, এডভোকেটেড নাসির উদ্দিন,সাবেক জালালাবাদ এসোসিয়েশন অফ আমেরিকা ইনকের সহ সাধারণ সম্পাদক ও মূল ধারার রাজনীতিক ফকরুল ইসলাম দেলোয়ার, বঙ্গবন্ধুর সাংস্কৃতিক যুক্তরাষ্ট্র শাখার সভাপতি সারোয়ার হোসেন, কুলাউড়া বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক জাবেদ আহমেদ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মৌলভীবাজার জেলা আওয়ামী লীগ সোহান আহমেদ টুটুল, বিশিষ্ট কমিউনিটি অ্যাক্টিভেট হাসান আলী, যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির সভাপতি আব্দুর নূর ভুইয়া, হবিগঞ্জ সদর সমিতির সভাপতি মিয়া মোঃ আছকির, সাবেক নির্বাচন কমিশনার সালেহ চৌধুরী, এডভ্যাকেটে সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ।

বক্তারা তাদের বক্তব্যে সিলেট বিভাগের বিভিন্ন বিষয় এবং নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কনস্যুলেট সেবার মান'র বিষয়ে তুলে ধরেন । বক্তারা আরো বলেন বাংলাদেশ বিমানবন্দরে প্রবাসী হয়রানি, সিলেট সরকারি হাসপাতাল পরিষ্কর পরিচ্ছন্ন বিষয়, ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক ছয় লেন, সিলেট বিমান বন্দর, বাংলাদেশ বিমান নিউ ইয়র্ক টু ঢাকা রুট, প্রবাসীদের বাংলাদেশ এন ইডি ব্যবস্থাটি সহজ করার, কনস্যুলেট ফোন সার্ভিসেস উন্নতি ইত্যাদি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ এ কে আব্দুল মোমেন ও সদ্য নিয়োগ প্রাপ্ত নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কন্সাল জেনারেল মোঃ নাজমুল হুদার কাছে।

জার্মানিতে বাড়ছে ইংরেজির কদর

ডয়চে ভেলে

আদালত, ক্লাসরুম থেকে রাজনীতির মঞ্চ—জার্মানিতে বাড়ছে ইংরেজি ভাষার কদর, যাতে বিশ্বের দরবারে আরও গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে দেশটি। একটা সময় ছিল যখন জার্মান রাজনীতিবিদরা ইংরেজি বলতে চাইতেন না। কিন্তু এখন বহু শীর্ষ নেতৃত্ব তাদের ইংরেজি জ্ঞান দেখাতে ছাড়ছেন না।

সম্প্রতি প্রতিরক্ষামন্ত্রী বরিস পিস্টোরিয়াস ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনালেনা বেয়ারবককে দেখা গেছে ইংরেজিতে কথা বলতে। দেখা গেছে অর্থমন্ত্রী ক্রিস্টিয়ান লিন্ডনারকেও ব্লুমবার্গ টিভিতে জার্মান অর্থনীতি বিষয়ে ইংরেজিতে তর্ক করতে।

এর আগে সাবেক চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গেলা মার্কেলকে প্রায় কখনোই দেখা যায়নি ইংরেজি বলতে। তা সে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়েই হোক বা ২০১৯ সালে সিএনএনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারেও। কিন্তু বর্তমান চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎজ তা না করে একই চ্যানেলে নিজের বক্তব্য ইংরেজিতেই দেন।

তবে একসময় যে সাবেক জার্মান মন্ত্রী গুইডো ভেস্টারওয়েলে ইংরেজির বিরোধিতা করতেন, তার দল এফডিপিই বর্তমানে জার্মানিতে ইংরেজির ব্যবহার বাড়ানোর পক্ষে।

অর্থনীতি ও বিচার ব্যবস্থায় ইংরেজি

জার্মান অর্থনীতি রপ্তানির ওপর নির্ভরশীল এবং সেখানে বিশ্বের বড় বড় সংস্থার কার্যালয় রয়েছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই ইংরেজি সেখানে বাণিজ্যের ভাষা। আগস্ট মাসে জার্মান ক্যাবিনেট একটি বিল পাস করে, যার মাধ্যমে বাণিজ্য আদালতের এখতিয়ারকে বাড়ানো হয় এবং ইংরেজি ভাষায় তার কাজ চালানোর ব্যবস্থার নির্দেশ দেওয়া হয়।

সরকারের মুখপাত্র ক্রিস্টিয়ান হফমান বলেন, এই বিলের লক্ষ্য, জার্মানিকে বিচার ব্যবস্থা ও অর্থনীতির দিক দিয়ে বিশ্বের কাছে আরো আকর্ষণীয় করে তোলা।

কিন্তু বদল আসতে সময় লাগবে বলে জানান বাণিজ্য বিষয়ক আইনজীবী মিশায়েল ভাইগেল। এ ধরনের বদলকে বাস্তবায়ন করতে বিনিয়োগ দরকার, দরকার সময়।

সম্প্রতি পাস হওয়া দক্ষ কর্মী বিষয়ক আইনেও জার্মান ভাষার ওপর জোর কমানো হয়েছে। স্কুল-কলেজে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ইংরেজিকে নিয়ে আসার প্রস্তাব রেখেছে এফডিপি, যা জনগণের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে।

বিভিন্ন সরকারি অফিসে ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে ইংরেজির ব্যবহার। কিন্তু আরো উন্নত অনুবাদের কাজ ও প্রশিক্ষিত কর্মীর প্রয়োজনীয়তা চোখে পড়ার মতো।

দৈনন্দিন জীবনে ইংরেজি

২০০৫ সাল থেকে জার্মানির সব প্রাথমিক স্কুলেই ইংরেজি পড়ানো হয়, শুধু ফরাসি সীমান্তের নিকটবর্তী অঞ্চল ছাড়া। উচ্চশিক্ষার ডিগ্রি প্রোগ্রামগুলোর ১০ শতাংশই ইংরেজিতে পড়ানো হয়। ইংরেজির ব্যবহার কম হওয়ার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই বিদেশিরা পছন্দ করেন না জার্মানিতে দীর্ঘদিন থাকতে—বলছে ইন্টারনেশনসের সমীক্ষা।

কিন্তু ব্যতিক্রম বার্লিন। সেখানে বেশ কিছু ব্যবসার ক্ষেত্রে জার্মান ভাষার ব্যবহার প্রায় নেই বললেই চলে। একসময় যে বার্লিনে জার্মান ভাষা না জানলে কাজ পাওয়া কঠিন ছিল, সেই বার্লিনেই বিনা জার্মানে কাজ করছে নতুন প্রজন্ম।

সংবর্ধনার অর্থ দেশের দাতব্য প্রতিষ্ঠানে দিন: মেয়র আইভী’

নিউইয়র্ক

দর্পন কবির

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডাঃ সেলিনা হায়াৎ আইভী স্টেট ডিপার্টম্যান্টের আমন্ত্রণে যুক্তরাষ্ট্র সফরে এসে বৃহস্পতিবার রাতে প্রবাসী নারায়ণগঞ্জবাসীদের সঙ্গে আড্ডা দিয়েছেন । নিউইয়র্ক শহরের ফ্রেশমেডো এলাকার একটি রেষ্টুরেন্টে নারায়ণগঞ্জবাসীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে খোশ-গল্পে মেতে উঠেন মেয়র আইভী। নিজ শহর বিষয়ক আড্ডায় নানা প্রশ্নের জবাবও দেন তিনি। মেয়র আইভী প্রথমবারের মত নিউইয়র্ক এসেছেন বলে প্রবাসী নারায়ণগঞ্জবাসী তাঁকে সংবর্ধনা দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি রাজী হননি। কেন সংবর্ধনা নেবেন না-এই প্রশ্নের জবাবে মেয়র আইভী বলেছেন, নারায়ণগঞ্জ শহর এবং জেলার বিভিন্ন স্থানে দাতব্য প্রতিষ্ঠান রয়েছে, আপনারা যে অর্থ খরচ করে আমাকে সংবর্ধনা দেবেন, ঐ অর্থ দাতব্য প্রতিষ্ঠানে দিয়ে দিন। এতে দুঃস্থ ও গরীব মানুষ উপকৃত হবে। তিনি আরো বলেন, সানফ্রান্সিসকো শহরে বসবাসকারী নারায়ণগঞ্জবাসীদের আর্থিক সহযোগিতায় শহরের একটি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রোগীরা অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে কিডনী ডায়ালিসিস করাতে পারছেন। নিউইয়র্ক প্রবাসীরাও এমন উদ্যোগ নিতে পারেন। জনকল্যাণমূলক যে কোন কাজে আপনারা আর্থিক সহযোগিতা করলে আমি মেয়র হিসাবে পাশে থাকব। আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অসহায়, নিপীড়িত, দরিদ্র মানুষ এতে সেবা পাবে। তাদের কষ্ট কিছুটা হলেও লাঘব হবে। মেয়র সেলিনা হায়াৎ আইভী সকল প্রবাসীদের প্রতি আহবান জানিয়ে বলেন, আপনারা নিজ নিজ এলাকায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করুন।

নারায়ণেগঞ্জ শহরের ফুটপাত দখলমুক্ত প্রসঙ্গে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, প্রশাসনের কঠোর ভূমিকা এবং রাজনীতিবিদদের সদিচ্ছা থাকলে ফুটপাত দখল মুক্ত করা সম্ভব। কিন্তু আমি অতীতে এ কাজ করতে গিয়ে মৃত্যুর ঝুঁকিও নিয়েছি। মেয়র বলেন, আমি ফুটপাত দখল মুক্ত করতে ৪ শত হকারকে পুর্নাবাসন করেছিলাম। ফুটপাত ফের দখল হয়ে যায়। এভাবে এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, চাঁদাবাজী হচ্ছে ফুটপাত দখল করে রাখার মূল উদ্দেশ্য। শহরের বিভিন্ন ফুটপাত থেকে কে বা কারা চাঁদা তুলছে, তা নগরবাসী জানে।

মেয়র আইভী বন্দর এলাকায় অচিরে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার পরিসর বড় এবং সেবা বাড়ানো হবে বলে এক প্রশ্নের জবাবে জানান। তিনি আরো বলেন, আমি ২০০৩ সালে যখন পৌরসভার চেয়ারম্যান হিসাবে নির্বাচিত হই, তখন এই পৌরসভার অর্থভান্ডার ছিল শূণ্য। এ অবস্থা থেকে আমি দিনের পর দিন উত্তরণ ঘটিয়েছি। পৌর চেয়ারম্যান থেকে মেয়র হয়েছি, অনেক নগরবাসীকে আয়কর প্রদানে বাধ্য করেছি। পৌরসভার জমি বা রাস্তাঘাট দখলমুক্ত করেছি। পরিত্যাক্ত জিমখানা খাল এখন নয়নাভিরাম লেকে পরিণত হয়েছে। সরকারের সহযোগিতার পাশাপাশি এবং বিদেশী দাতা সংস্থার সহযোগিতা পেয়ে আমি নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়ন কাজ করতে পেরেছি এবং এই কাজ ধারাবাহিকভাবে চলছে। অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, মামলার লাল ফিতায় বন্দি হয়ে আছে ফতুল্লা থানাধীন কাশীপুর এবং এনায়েত নগর ইউনিয়নের কিছু এলাকা সিটি কর্পোরেশনের আওতায় আনার বিষয়টি। এর পেছনে রাজনীতির কুটিল চাল রয়েছে। তবে আমার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

উল্লেখ্য, নিউইয়র্কে মেয়র আইভী’র সঙ্গে প্রবাসী নারায়ণগঞ্জবাসীর আড্ডার আয়োজন করেছিলেন তাঁর ক্লাসমেট গ্রুপ-হাউকাউ এর সদস্যরা। তারা হলেন মাহফুজা মিতা, মোহাম্মদ পারভেজ, আছির আহমেদ মানিক, রওনক জাহান দিবা, ফারহানা চৌধুরী, সেলিনা পারভীন, ক্রিস্টোফার গোমেজ, আলী আকবর বাবু ও মোস্তফা জামাল টিটু।

মেয়র আইভী’র সঙ্গে আড্ডায় অংশ নেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আজিজুল ইসলাম আজিম, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মতিউর রহমান, নির্মল পাল, কামরুল হাসান বাদল, চঞ্চল আহমেদ, মনিরুজ্জামান সেলিম, নূর হোসেন বাবুল, আসাদৌল্লা চৌধুরী বাদল, সাদেকুর রহমান লিখন, মনজুরুল করিম, জাতীয় দলের সাবেক ফুটবলার সম্রাট হোসেন এমিলি, শফিউদ্দিন প্রধান শফি, আব্দুল আউয়াল, মশিউর রহমান তুহিন, কামাল হোসেন টিটো, সুহিন আলী, জাতীয় দলের সাবেক ফুটবলার জানে আলম বাবু প্রমুখ।

ফিনিক্সে শিকড় বাংলা স্কুলের বিশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে নাট্যোৎসব

অনি বাশার

১৬ সেপ্টেম্বর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত অ্যারিজোনা অঙ্গরাজ্যের রাজধানী ফিনিক্স শহরে বসবাসরত বাংলাদেশী অভিবাসী, বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত জনগোষ্ঠীর জীবনে একটি জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান হয়ে গেল - শিকড় বাংলা স্কুলের বিশ বছর পূর্তি উদযাপন আর নাট্যোৎসব।

অনুষ্ঠানটির উদ্যোক্তা-আয়োজক ছিল এ শহরের তিনটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান – শিকড় বাংলা স্কুল, বাংলাদেশ থিয়েটার অফ অ্যারিজোনা আর বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ ফিনিক্স । এ তিনটি প্রতিষ্ঠানই অনেক বছর ধরে এ শহরের বাঙ্গালি অভিবাসী সমাজে বড় ভূমিকা রেখে আসছে বিভিন্নভাবে। এর মধ্যে “শিকড়” বাংলা স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ঠিক বিশ বছর আগে, ২০০৩ সালে, এখানকার বাঙ্গালি পরিবারের শিশু সন্তান-সন্ততি ও ভবিষ্যত প্রজন্মকে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে প্রাথমিকভাবে দীক্ষিত করবার স্বপ্ন নিয়ে। এর পরিচালনার দায়িত্ব নেয় ১৯৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ থিয়েটার অফ অ্যারিজোনা (বি,টি,এ,) প্রতিষ্ঠানটি। একটি বাংলা স্কুলের সাথে সম্পৃক্ত থেকে আমাদের বাচ্চারা এদেশে জন্ম নিয়েও তাদের শিকড়কে, পূর্বপুরুষদের জানতে পারবে, বাংলাদেশ নিয়ে গর্ব করতে শিখবে, বাংলাদেশের দুর্দিনে ব্যথিত হবে, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে, এই উদ্দেশ্য নিয়েই শুরু হয়েছিল স্কুলটির পথযাত্রা।

শিকড়ের দীর্ঘ দু’দশক ব্যাপি সফলতার স্মারকবাহী অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয় শহরের একটি নামকরা হাইস্কুল, অ্যারিজোনা কলেজ প্রেপ’এর অত্যাধুনিক সুন্দর অডিটোরিয়ামে। সেপ্টেম্বরের মনরোম বিকেল থেকে শুরু হয় জনসমাগম। বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ ফিনিক্সের একদল স্বেচ্ছাসেবক সুনিপুণ দক্ষতার সাথে সমস্ত দর্শকদের নিবন্ধন, প্রবেশ আর আসন গ্রহণে সহায়তা করেন। প্রবেশমুখে প্রতিটি পরিবারের জন্য ছিল শিকড়ের লোগো সন্নিবেশিত একটি মনোহরী উপহারব্যাগ, যাতে ভরে দেয়া হয় বাংলা লেখা সহ সুন্দর নকশা করা কফি-মগ আর বি,টি,এ, সম্পাদিত সাহিত্য পত্রিকা “সিঁড়ি”। উপহার ব্যাগের সাথে অভ্যর্থনা কেন্দ্রে আরো ছিল শিকড় স্কুলের সমস্ত পুরোনো ছাত্র-ছাত্রীদের সংগ্রহ করার জন্যে সনদপত্র।

ছয়শো আসনের অডিটোরিয়ামে হলভর্তি দর্শকদের সামনে নিয়ে শিকড় স্কুলের তিনজন তরুণ প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী সেঁজুতি, অনুষা ও রাভিদ বাংলা ভাষায় উপস্থাপনার মাধ্যমে সূচনা করে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম। বাংলা স্কুল ও নাট্য প্রতিষ্ঠানটির সংক্ষিপ্ত পরিচিতির পর দেখানো হয় গত বিশ বছরব্যাপী শিকড় বাংলা স্কুলের অসংখ্য কর্মকান্ডে তোলা ছবি দিয়ে গড়া একটি তথ্যচিত্র। তারপর মঞ্চে ডাকা হয় “সিঁড়ি” সাহিত্য পত্রিকার মোড়ক উন্মোচনের জন্যে পত্রিকার প্রধান সম্পাদক অনিরুদ্ধ বাশার এবং কমিউনিটির সর্বজন শ্রদ্ধেয় জনাব নূরুল হককে। বাশার সিঁড়ির অন্যান্য সম্পাদকদেরও মঞ্চে আহবান করেন। ফিনিক্স থেকে বাংলা ভাষায় নিয়মিত প্রকাশিত একমাত্র বার্ষিক সাহিত্য পত্রিকা এই “সিঁড়ি”। উত্তর আমেরিকার বসবাসরত নতুন এবং পুরোনো লেখক-লেখিকাদের সাহিত্যচর্চায় অনুপ্রাণিত করা এবং সেই সাথে নতুন প্রজন্মকে বাংলার প্রতি আগ্রহী করার উদ্দেশ্যে সিঁড়ির জন্মও হয়েছিল দু’দশক আগে বাংলাদেশ থিয়েটার অফ অ্যারিজোনার পৃষ্ঠপোষকতায়। এবারের বিশেষ সংখ্যায় শুধু উত্তর আমেরিকা থেকে নয়, লেখা দিয়েছে কানাডা এবং বাংলাদেশের লেখকও।

এরপর মঞ্চস্থ হয় দিনের একটি অন্যতম আকর্ষন – ছোটদের নাটক “তোতাকাহিনী”, বাংলাদেশ থিয়েটার অফ অ্যারিজোনার ৪১ তম পরিবেশনা। নাটকটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত বিখ্যাত ছোটগল্প “তোতাকাহিনী” অবলম্বনে তৈরী করা। নাট্যরূপ দিয়েছিলেন শেখ শামস ভাস্কর, আরিফ মাহমুদ এবং অনিরুদ্ধ বাশার, নির্দেশনা-পরিচালনায় ছিলেন শেখ শামস ভাস্কর এবং আরিফ মাহমুদ। নাটকটিতে অভিনয়ে অংশ নেয় শিকড় বাংলা স্কুলের প্রায় চল্লিশজন ছাত্র-ছাত্রী। এদের সবার বয়স মাত্র তিন বছর থেকে শুরু করে তের বছর পর্যন্ত। এত ছোট ছোট বাচ্চাদের মুখে রাবীন্দ্রিক বাংলা ভাষায় ছন্দময় সংলাপ শুনে এবং ওদের নিখুঁত পরিবেশনা দেখে উপস্থিত দর্শকবৃন্দ মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়েছিল সেদিন। নাটকটির বিভিন্ন জায়গায় প্রাসঙ্গিকভাবে সংযোজন করা হয়েছিল কতগুলো রবীন্দ্রসঙ্গীতের অংশবিশেষ এবং নাচ, মঞ্চে দাঁড়িয়ে এগুলো গেয়েছিল শিকড়ের শিক্ষক এবং অভিভাবকদের মধ্য থেকে সঙ্গীত শিল্পীবৃন্দ, নৃত্য পরিবেশন করেছে শিকড়ের ছাত্রীরা। সার্বিক ব্যবস্থাপনা, বাচ্চাদের জমকালো পোশাক, জাঁকজমকপূর্ণ মঞ্চসজ্জা, বাচ্চাদের অভিনয়, সঙ্গীত, নৃত্য - সব মিলিয়ে নাটকটি অনবদ্য, অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে এ শহরবাসী বাঙ্গালিদের হৃদয়ে। নাটকটির নেপথ্যে অনেক কাজে, যেমন মঞ্চসজ্জা, পোশাক পরিকল্পনা-প্রস্তুতি, মঞ্চব্যবস্থাপনা, রূপসজ্জা, ইত্যাদিতে নিরলস পরশ্রম করেছিলেন শিশুদের অভিভাবক এবং অগণিত স্বেচ্ছাসেবক। স্বতঃস্ফূর্ত করতালির মাধ্যমে নাটক শেষ হয় , তারপর সমস্ত কলাকুশলীদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন বি,টি,এ, ও শিকড় বাংলা স্কুলের একজন প্রতিষ্ঠাতা এবং পরিচালক শেখ শামস ভাস্কর। এ নাটকের বিশেষ কিছু কাজের সাথে সম্পৃক্ত কতগুলো উল্লেখযোগ্য নাম- চাঁদ সুলতানা লিপি (পোশাক), তারিক ইসলাম ও শামীম চৌধুরী জয় (মঞ্চসজ্জা), আরিফ মাহমুদ (শব্দ), অনিরুদ্ধ বাশার (আলোক সম্পাত), শ্রুতি দাস (নৃত্য নির্দেশনা)।

বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্ট নেটওয়ার্কের উদ্যোগে

‘মানব স্বাস্থ্যের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব’ নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

আটলান্টা

নাহিদ ফারজানা

২৩ সেপ্টেম্বর শনিবার, জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের আটলান্টা শহরে বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্ট নেট ওয়ার্ক (বেন), সাউদার্ন ইউ এস চ্যাপ্টারের উদ্যোগে ‘মানব স্বাস্থ্যের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব’ শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিশিষ্ট যন্ত্র সঙ্গীত শিল্পী নাবিল রহমান দোতারায় একটা চমৎকার সুর বাজিয়ে সভার সূচনা করেন।

নাবিল রহমানের সুর- ঝঙ্কারের পর সংগঠনের সমন্বয় কমিটির সদস্য মুরশেদুল হাকিম শুভ্রের সঞ্চালনায় আলোচনার মূল প্রতিপাদ্যের উপর আলোচনা শুরু হয়। ‘ মানব স্বাস্থ্যের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব’ বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন সভার মুল আলোচক স্থানীয় এমোরি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ মেডিসিন এর কারডিওলজি বিভাগ এর বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ আজিজুল হক।

ডাঃ আজিজুল হক তাঁর আলোচনায় জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ, কিভাবে জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন বনাঞ্চল নষ্ট করা , নগরায়ন, শিল্প-কারখানা থেকে ক্ষতিকারক গ্যাস নিঃসরন, যানবাহনের নির্গত কার্বন ডাই অক্সাইড, ইত্যাদির ফলে জলবায়ু পরিবর্তিত হচ্ছে। এর ফলে উষ্ণায়ন ঘটছে, বন্যা, খরা, ঝড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশের বিশেষ করে গ্লোবাল সাউথ এর মানুষের জীবন বিপর্যস্ত করছে।

এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী আক্রান্ত হচ্ছে দরিদ্র জনগোষ্ঠী।

এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য বনাঞ্চল অক্ষত রাখা , বৃক্ষরোপন, বিদ্যুৎ উৎপাদনে ফসিল তেল, কয়লা ব্যবহার কমানো, বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিকল্প ব্যবস্থা উদ্ভাবন , শিল্পক্ষেত্রে ক্ষতিকর গ্যাস নিয়ন্ত্রন , নগরায়নের নামে যথেচ্ছ গাছ কাটা বন্ধ প্রভৃতি উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজনীতা অপরিসীম। একই সাথে প্রয়োজন সরকারী নীতিমালা, আর এই ধরণের নীতিমালা প্রনয়নের জন্য ক্রমাগত সবাইকে একত্রিত হয়ে সোচ্চার হতে হবে।

এরপর আলোচনা করেন স্পেলমেন কলেজের আফ্রিকান ডায়াসপোরা অফ দা ওয়ার্ল্ড এর শিক্ষক ড. কোয়ামে কালিমারা। এছাড়া আরো আলোচনা করেন ডাঃ মুস্তাফিজুর রহমান মিলু, এরিক হোসেইন, রাওদা রাহমান, সুজানা সেন, তিসা, আকাশলীনা সইয়দ, ড সৈয়দ ইফতেখার আহমদ, জনাব হাসান, সবুর খান প্রমুখ।

সংগঠনের সমন্বয়ক উৎপল দত্ত আমন্ত্রিত অতিথিদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে আলোচনা সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

আলোচনা সভা শেষে সেলিনা মলি’র প্রাণবন্ত সঞ্চালনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে সংগীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট শিল্পী দীপাঙ্ক দত্ত ও আকাশলীনা সৈয়দ এবং কবিতা আবৃত্তি করেন বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী রাশেদ চৌধুরী, ইকবাল এমদাদ এবং নাহিদ ফারজানা।

‘প্রথম দিনই ভারতীয় সেনাদের দেশ থেকে তাড়াব’

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

মোহামেদ মইজ্জু

মালদ্বীপের নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন প্রোগ্রেসিভ পার্টি অব দ্য মালদ্বীপের (পিপিএম) নেতা মোহামেদ মইজ্জু। চীনপন্থী এই নেতা প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েই জানালেন, দায়িত্ব পাওয়ার প্রথম দিনই ভারতীয় সেনাদের দেশ থেকে তাড়ানোর প্রক্রিয়া শুরু করবেন।

নির্বাচনের আগে ইশতেহারে চীনপন্থী নেতা মোহামেদ মইজ্জু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, দেশে আর ভারতীয় সেনা রাখবেন না। এবার সেই কথা রাখবেন বলে জানালেন মালদ্বীপের রাজধানী মালের সাবেক এ মেয়র।

গত সোমবার মালেতে এক ভাষণে মালদ্বীপের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মোহামেদ মইজ্জু বলেন, ‘জনতা আমাকে বলেছে, তাঁরা দেশের ভেতর বিদেশি সামরিক বাহিনী চায় না।’

মোহামেদ মইজ্জু বলেন, ‘বিদেশি সেনাদের দেশের ভেতরে থাকতে দেওয়ার অনুমতি আর মিলবে না। মানুষ এটাই চাইছে।’

প্রেসিডেন্ট হওয়ার প্রথম দিন থেকেই এই প্রক্রিয়া শুরু করবেন মোহামেদ মইজ্জু।

গত শনিবার মালদ্বীপে দ্বিতীয় দফার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ৫৪ শতাংশ ভোট পেয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন বিরোধী নেতা মোহামেদ মইজ্জু। অন্যদিকে ৪৬ দশমিক ২৭ শতাংশ ভোট পেয়েছেন ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম মোহাম্মদ সোলিহ।

মালদ্বীপের রাজধানী মালের মেয়র ছিলেন মোহামেদ মইজ্জু। তিনি ‘ভারতকে বিদায় করো’ শ্লোগান দিয়ে নির্বাচনী প্রচার শুরু করেছিলেন। কারণ ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম মোহাম্মদ সোলিহ ভারতপন্থী হিসেবে পরিচিত।

ইংরেজি সাপ্তাহিক উইকলি দ্য জেনারেশনের যাত্রা শুরু

নিউইয়র্ক

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউ ইয়র্ক ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান শাহ্ গ্রুপের পরিকল্পনায় নতুন প্রজন্মের সম্পাদনায় ইংরেজি ভাষার সাপ্তাহিক ‘উইকলি দ্য জেনারেশন' প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশী অভিবাসীদের জন্য এই প্রথম ইংরেজি ভাষায় সাপ্তাহিক প্রকাশিত হলো। এই সাপ্তাহিকের সার্বিক বাস্তবায়ন শাহ্ গ্রুপের তত্ত্বাবধানে হচ্ছে।

২৬ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার নিউইয়র্কের লাগার্ডিয়া ম্যারিয়ট হোটেলে শাহ্ গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা শাহ্ জে. চৌধুরী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। শুরুতে যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করেন আলভিন।

শাহ্ গ্রুপ এর অন্যতম পরিচালক শাহ্ জে. চৌধুরী বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী অভিবাসীদের নতুন প্রজন্মের যারা বেড়ে উঠছে তাদের যোগাযোগের ভাষাটা হয়ে গেছে ইংরেজি। তাছাড়া তাদের অনেকেই কখনও বাংলাদেশে আসে নি এবং দেশ সম্পর্কে তেমন কিছু জানেও না। অথচ বাঙালী জাতির হাজার বছরের ইতিহাস রয়েছে। শুধুমাত্র ভাষার কারণে নতুন এই প্রজন্ম নিজেদের শেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। তাদের সঙ্গে ইংরেজি ভাষায় যোগাযোগটা করতে হবে, পরিচয় করাতে হবে দেশের সঙ্গে। আর এই দায়বদ্ধতা থেকেই ‘উইকলি দ্য জেনারেশন’ প্রকাশের তাগিদটা এসেছে।

শাহ্ জে. চৌধুরী আরও বলেন, ‘উইকলি দ্য জেনারেশন’ আমাদের নতুন প্রজন্মই চালাবে, আমরা থাকব তাদের পেছনে। একসময় তারাই এই পত্রিকার মূল দায়িত্বে আসবে। তাছাড়া আমেরিকার মেইনস্ট্রিমের মানুষেরাও এখন বাংলাদেশকে নতুন করে জানবে। আরও একটি কথা, ‘উইকলি দ্য জেনারেশন’ শুধুমাত্র বাংলাদেশী কমিউনিটির নয়, যুক্তরাষ্ট্রের বসবাস করা সকল বিদেশী কমিউনিটির, বিশেষ করে দক্ষিণ এশীয় কমিউনিটির পত্রিকা।

অনুষ্ঠানে নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়রের এশিয়া বিষয়ক উপদেষ্টা কমিটির সদস্য ফাহাদ সোলায়মান বলেন, দ্য জেনারেশন আমাদের কমিউনিটির প্রথম ইংরেজি ভাষার পত্রিকা, এজন্য আমি খুব গর্বিত। শাহ্ জে. চৌধুরীকে আমি শুরু থেকেই চিনি। তিনি আমাদের কমিউনিটির জন্যে অনেক কিছু করেছেন। এখন নিউ ইয়র্কে তার স্পন্সর ছাড়া কোনো ইভেন্টি যেন সম্ভব হয়ে ওঠে না।

সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক বলেন, আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের চিন্তা, চেতনা ও লক্ষ্যের প্রকাশ ঘটবে নিজের ভাষায় প্রকিশত ‘উইকলি দ্য জেনারেশন’ এ। দুই প্রজন্মের সেতুবন্ধনে সুদৃঢ় হবে কম্যুনিটি, সংযুক্ত হবে যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার সাথে ।

সম্পাদকমণ্ডলী বোর্ডের সদস্য ফৌজিয়া জে. চৌধুরী দক্ষিণ এশীয় কমিউনিটিকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, ‘উইকলি দ্য জেনারেশন’ আমাদের কমিউনিটির একটি যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে। পাশাপাশি পরিবেশন করবে তথ্য এবং আমাদের জন্যে নতুন একটি পরিবেশ গড়ে তুলবে। আজ শুধু নতুন একটি সংবাদপত্রের জন্ম হয়েছে, তা কিন্তু নয়; একই সঙ্গে নতুন এক ঐক্যেরও জন্ম হলো।

পত্রিকাটির সম্পাদক সাদিয়া জে. চৌধুরী বলেন, আজ আমাদের জন্যে নতুন একটি সম্ভাবনা উন্মুক্ত হলো। তিনি সবাইকে ‘উইকলি দ্য জেনারেশন’-এ আমন্ত্রণ জানান। উদ্বোধনী দিনে পত্রিকাটির বর্ধিত কলেবরে ৯৬ পৃষ্ঠার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা হয়। এ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ ও নিউ ইয়র্কের বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বাণী ও শুভেচ্ছা বাণী দিয়েছেন। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মুক্তিযোদ্ধাদের বিশেষ ভাবে সম্মাননা জানানো হয়।

আশরাফুল হাসান বুলবুলের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সিনেটর জন লু, নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়রের এশিয়া বিষয়ক উপদেষ্টা ফাহাদ সোলায়মান, উইকলি দ্য নিউ জেনারেশন-এর উপদেষ্টা একেএম ফজলুল হক, সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, সাপ্তাহিক আজকাল সম্পাদক ও গোল্ডেন হোম কেয়ারের প্রেসিডেন্ট ও সিইও শাহ্ নেওয়াজ (এমবিএ),ইমিগ্রান্ট এলডার হোম কেয়ারের চেয়ারম্যান ও সিইও গিয়াস আহমেদ, জালালাবাদ এসোসিয়েশানের সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম, মইনু জামান চৌধুরী, আনন্দধ্বনির প্রতিষ্ঠাতা অর্ঘ্য সারথী শিকদার, সানফ্লাওয়ার ব্রোকারিজের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার জাহিদ, ব্যবসায়ী ও কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট বিল্লাল চৌধুরী, ডিজিটাল সিকিউরিটি সিস্টেম অ্যান্ড নেটওয়ার্কিং ইনকের প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান লিটু, খামার বাড়ির প্রেসিডেন্ট হারুন ভুঁইয়া, শো-টাইম মিউজিকের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসিডেন্ট আলমগীর খান আলম, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট মো. আলম নমি, ব্যবসায়ী ও কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট মো. ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, স্টার ফোটোগ্রাফির প্রেসিডেন্ট নেহার সিদ্দিকী এবং প্রমুখ।

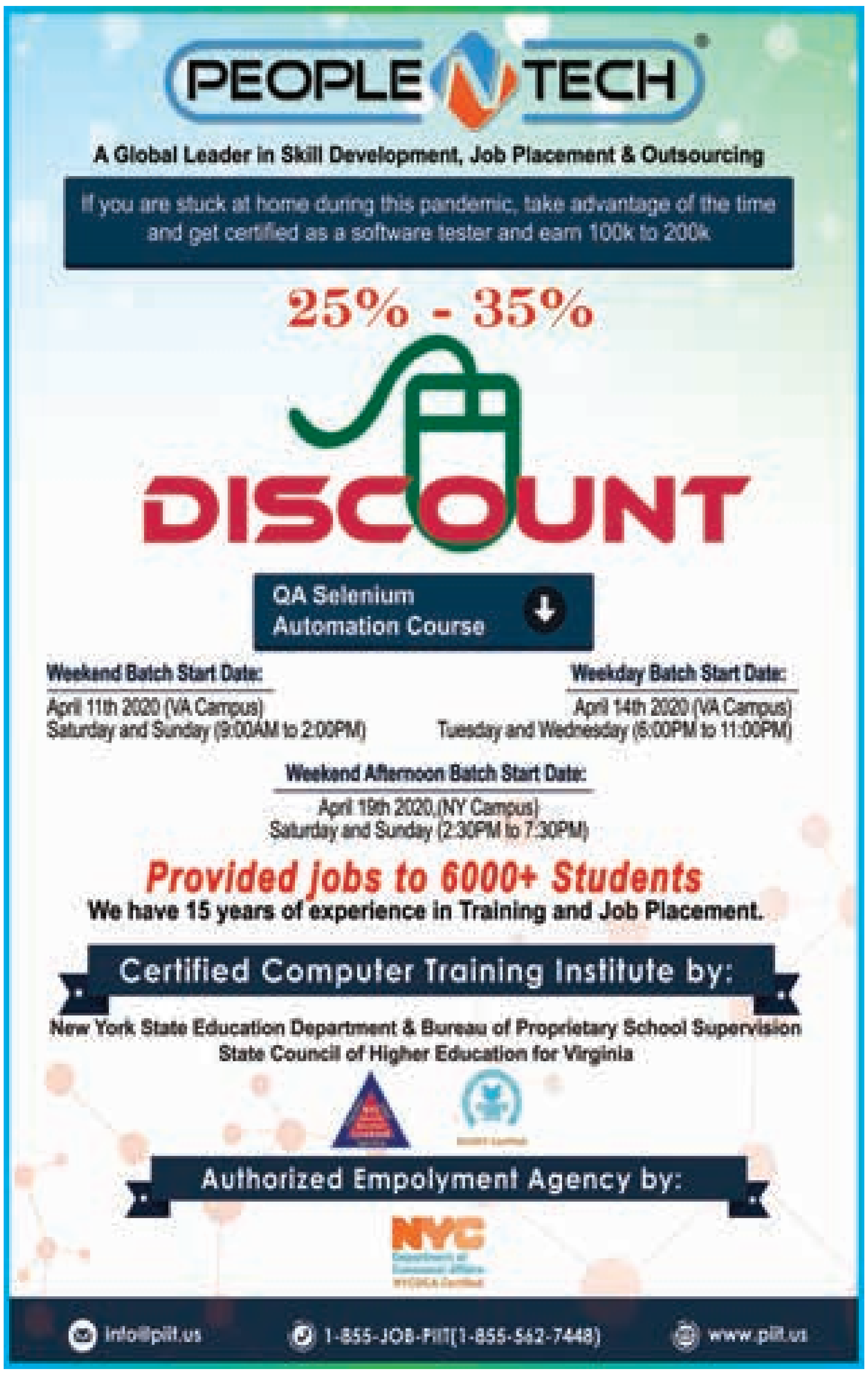
PEOPLE N TECH
A Global Leader in Skill Development, Job Placement & Outsourcing
If you are stuck at home during this pandemic, take advantage of the time and get certified as a software tester and earn 100k to 200k
25% - 35%
DISCOUNT
QA Selenium Automation Course
Weekend Batch Start Date:
April 11th 2020 (VA Campus)
Saturday and Sunday (9:00AM to 2:00PM)
Weekday Batch Start Date:
April 14th 2020 (VA Campus)
Tuesday and Wednesday (6:00PM to 11:00PM)
Weekend Afternoon Batch Start Date:
April 19th 2020 (NY Campus)
Saturday and Sunday (2:30PM to 7:30PM)
Provided jobs to 6000+ Students
We have 15 years of experience in Training and Job Placement.
Certified Computer Training Institute by:
New York State Education Department & Bureau of Proprietary School Supervision
State Council of Higher Education for Virginia
Authorized Empolyment Agency by:
NYC
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free
Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই
আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহঃ
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্থ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহঃ
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন
$২১ প্রতি ঘন্টা
নিউইয়র্ক স্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে
আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের
সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।
কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আজই যোগাযোগ করুন:
গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮
Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813
Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549
Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-0813
Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308
Buffalo Office
642 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162

নিউইয়র্ক সিটিতে গৃহায়ণ বৃদ্ধির নতুন পরিকল্পনা-এরিক অ্যাডামস

কমিউনিটি অপ-এড

মেয়র অ্যাডামস বলেন, 'আবাসন সংকট মোকাবিলায় আমাদের প্রশাসন ইতিমধ্যেই গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছে।

এইচ বি রিতা

মেয়র এরিক অ্যাডামস

নিউইয়র্ক সিটির মেয়র এরিক অ্যাডামস প্রশাসন সাম্প্রতিককালে ব্যাপক আকারের হাউজিং সমর্থক জোনিং সংস্কারের প্রস্তাব করেছে। এই সংস্কারে ঐতিহাসিক ভুলগুলো সংশোধন করা হবে এবং নিউইয়র্ক সিটির যে ধরনের হাউজিংয়ের প্রয়োজন, তা নির্মাণের পথ প্রশস্ত করবে। এই রূপান্তরমূলক পরিবর্তনে আবাসন বিশেষজ্ঞ এবং শহর পরিকল্পনাবিদরা একমত হয়েছেন। নগর পরিকল্পনা অধিদপ্তর এই প্রস্তাবকে বাস্তবায়িত করতে প্রক্রিয়া শুরু করেছে।

'১৯৬১-জোনিং রেজোলিউশন' মৌলিকভাবে সিটির ছয় দশকেরও বেশি সময় ধরে আবাসন এবং অফিসের জায়গা তৈরি করার উপায়কে পরিবর্তন করেছে। সেই সাথে, আশেপাশে নির্দিষ্ট কী ধরনের আবাসন তৈরি করা যেতে পারে এবং সেখানে কাদের বসবাসের অনুমতি দেওয়া হবে, তাও নির্ধারণ করা হয়েছে।

২ অক্টোবর সোমবার কমিউনিটি অপ এড-এ মেয়র অ্যাডামস বলেছেন, 'আমাদের কখনই ভুলে যাওয়া উচিত নয়, যারা ১৯৬১ জোনিং কোডের জন্য লড়াই করেছিলেন তাদের মধ্যে অনেকেই জাতিগত বিচ্ছিন্নতাকে এগিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টায় এটি করেছিলেন। সেই অবিচারের পাশাপাশি, ১৯৬১ কোড হাইওয়ে এবং গাড়িকে আবাসনের থেকে বেশি অগ্রাধিকার দিয়ে গণপরিবহন বৃদ্ধি সীমিত করেছিল। এই সীমাবদ্ধ এবং ক্রমবর্ধমান জটিল জোনিং নিয়মগুলিই শেষ পর্যন্ত আমাদের আজকের অবস্থায় পৌঁছে দিয়েছে, যার কারণে বর্তমান ব্যবস্থা নিউইয়র্কবাসীদের জন্য পর্যাপ্ত আবাসন তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছে।'

মেয়র বলেছেন, 'আমাদের পরিকল্পনা এই দীর্ঘস্থায়ী জটিল অবস্থার অবসান ঘটাবে এবং আমাদের আশেপাশে আরও আবাসন তৈরি করার অনুমতি দেবে। আমাদের জোনিং পরিবর্তনগুলি নতুন আবাসনের বিকাশকে সহজতর করবে, যা অনেক নিউইয়র্কবাসী চায়। যার মধ্যে রয়েছে সমসাময়িক অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং, সাশ্রয়ী মূল্যের কনডো-যা অনেকগুলি ট্রানজিট বিকল্পসহ মিশ্র-ব্যবহারের সম্প্রদায়গুলিতে অবস্থিত।'

অ্যাডামস প্রশাসনের এ পরিকল্পনা সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন নির্মাণকে উৎসাহিত করবে। ট্রানজিট স্টপের কাছাকাছি আবাসনের পরিমাণ বাড়াবে। অফিসের খালি জায়গাকে অ্যাপার্টমেন্টে পরিণত করবে এবং সম্পত্তির মালিকদের তাদের জমিতে তথাকথিত 'গ্র্যানি ফ্ল্যাট' নির্মাণ করতে দেবে। মেয়র অ্যাডামস আরো যুক্ত করে বলেন, 'আমরা এও প্রস্তাব করছি যে, উপাসনালয় এবং অন্যান্য বিশ্বাস-ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান সহ ক্যাম্পাসগুলিকে তাদের বিদ্যমান সম্পত্তিগুলিতে আবাসন বিকাশের অনুমতি দেওয়া হোক। আমরা নতুন নির্মাণের জন্য পার্কিংয়ের প্রয়োজনীয়তা বাদ দিয়ে স্থানের উর্ধ্বে লোকেদের অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয়ে অনড়। এটি একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন যা পাঁচটি বরো জুড়ে নতুন বাড়ির দাম কমিয়ে দেবে। এই প্রস্তাবের অধীনে, পার্কিং যোগ করার অনুমতি দেওয়া হবে, তবে কেউ এই ধারণার অধীনে পার্কিং তৈরি করতে বাধ্য হবে না।'

মূলত অ্যাডামস প্রশাসনের এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হলো, শহর জুড়ে মানুষদের বসবাস উন্নত করা। অতিরিক্ত ১ লাখ বাড়ি তৈরি করে তাদের পরিবার সহ বসবাস করতে সাহায্য করা এবং ২ লাখ ৫০ হাজার নিউ ইয়র্কবাসীকে চাকরির ব্যবস্থা করা। এটি শহরের কর্মজীবী মানুষ, ক্রমবর্ধমান পরিবার, নতুন অভিবাসী, সদ্য শুরু হওয়া যুবক-যুবতী এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য প্রয়োজনীয় আবাসন পেতে সাহায্য করবে। বেশিরভাগ নিউ ইয়র্কবাসী তাদের আয়ের ৩৩ শতাংশের বেশি ভাড়ায় ব্যয় করেন।অনেক নিউইয়র্কবাসী ভাড়া নিয়ে লড়াই করছে, এবং অনেকেই দারিদ্র্য এবং গৃহহীনতার ঝুঁকিতে রয়েছে। কেউ শহর ছাড়ছে। তাই অ্যাডামস প্রশাসনের এই পরিকল্পনা, নিউইয়র্ক সিটিকে আরও সাশ্রয়ী করতে এবং সংকট মোকাবেলা করতে একটি দূরদর্শী পদক্ষেপ বলে মনে করছেন প্রশাসনিক কর্মকর্তারা।

অ্যাডামস বলেন, 'আবাসন সংকট মোকাবিলায় আমাদের প্রশাসন ইতিমধ্যেই গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছে। যার মধ্যে রয়েছে, সাশ্রয়ী মূল্যের বাড়ির সংখ্যা বৃদ্ধি করা, পূর্বে গৃহহীন নিউ ইয়র্কবাসীদের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যের বাড়ি তৈরি করা এবং সিটিএফএইচইপিএস (CityFHEPS) হাউজিং ভাউচারের মাধ্যমে আরও বেশি নিউ ইয়র্কবাসীকে স্থায়ী বাড়ির সাথে সংযুক্ত করা। এর সরবরাহ বৃদ্ধি ভাড়া কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে এবং নিউ ইয়র্কবাসীদের আবাসন খরচের ক্রমাগত চাপ কমানোর একটি নিশ্চিত পথ বলে তিনি উল্লেখ করেন।

মেয়র অ্যাডামস আরও বলেছেন, আমরা নিউইয়র্কবাসী, হাউজিং অ্যাডভোকেট, সম্প্রদায়ের কর্ণধার, নির্বাচিত কর্মকর্তা এবং শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্যদের সাথে কাজ করে এই পরিকল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করতে উন্মুখ।

নিউইয়র্কে সিরাহ কনফারেন্স অনুষ্ঠিত

উত্তর আমেরিকা অফিস

বিশ্বখ্যাত ক্বারীদের অসাধারণ তেলাওয়াত আর দ্বীনি আলোচনার মধ্য দিয়ে নিউ ইয়র্কে উদযাপিত হয়েছে সিরাহ্ কনফারেন্স ২০২৩ ।

আইটিভি ইউএসএ'র আয়োজনে ২৯ সেপ্টেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যায় লাগোর্ডিয়া প্লাজা হোটেলে ওই আয়োজনে উপস্থিত থেকে কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন বিশ্বখ্যাত ক্বারী শাইখ আহমেদ বিন ইউসুফ আল আজহারি, মিশরের বিখ্যাত ক্বারী শেখ হাসান সালেহ, ইন্দোনেশিয়ার ইমাম শামসি আলী, মিশরের শাইখ ওয়ালিদ আলবাট্রাউইশ, ইমাম ড. জাকির আহমেদ, ক্বারী নজরুল ইসলাম, ক্বারী ফখরুল ইসলাম আলমগীর, ইকবাল হুসেইন জীবন ও ক্বারী আব্দুল্লাহ রাদনসিস।

আইটিভি ইউএসএ'র প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী ইমাম ড. শহীদুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে নেতা, নেতৃত্ব, বিশ্বাস ও অবিশ্বাস প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের সম্মাণিত অতিথি গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর, বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাউন্টেন ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার, স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ। তিনি বলেন, যে দেশটি যুদ্ধ করে স্বাধীন করেছি সেই দেশটির ৯০ শতাংশ মানুষ মুসলমান। ৫৩ বছর ধরে মুসলমানদের ওপর যে জুলুম চলে আসছে তা বর্ণনাতীত। ৯০ ভাগ মুসলমানের ওপর নিষ্পেষণ এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছেছে, আজ আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েঠেছ আমেরিআ নতুন বছর বাংলাদেশে শান্তির বাতাস প্রবাহিত হবে ইনশাল্লাহ। এটি আল্লাহই করবেন। সব পরিকল্পনার মালিক তিনি।

স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ তার বক্তব্যে একজন নেতা কেমন হওয়া দরকার সে বিষয় তুলে ধরে বলেন, ইমান আকিদার ভিত্তিতেই একজন প্রকৃত নেতা তৈরি হতে পারেন এবং সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারেন। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র কোরআন হাদিস পড়া ও শেখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না, এর জন্য সমসাময়িক জ্ঞান বিজ্ঞান ও ধী শক্তির প্রয়োগ অপরিহার্য। আমাদের দায়িত্ব যেকোনো প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত থাকা।

আবু জাফর মাহমুদ তার লিখিত বক্তব্যে আরো জানান, এই আয়োজনগুলো আমাদের ইমান আক্কিদা, দেশপ্রেম ও বিশ্বাস সুরক্ষার জন্য সবচেয়ে বেশি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের আয়োজনে জমকালো পথমেলা

উত্তর আমেরিকা অফিস

৩০ সেপ্টেম্বর শনিবার জাকজমক আয়োজনে অনেক মানুষের উপস্থিতিতে গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের উদ্যোগে পথ মেলা অনুষ্ঠিত হলো। কুইন্সের জ্যাকসন হাইটস্থ ৭৬ স্ট্রিটে এই মেলাটি আয়োজন করা হয়েছিলো।

এই পথমেলা উদ্বোধন করেন নিউইয়র্ক লায়ন্স ক্লাবের সভাপতি, সাপ্তাহিক আজকাল সম্পাদক ও গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের সিইও শাহ নেওয়াজ। মেলা সঞ্চালনায় ছিলেন মোহাম্মদ আলম নমি ও মোস্তফা অনিক রাজ এবং ব্যবস্থাপনায় ছিলেন হারুন ভূইয়া, রাশেদ আহমেদ, চন্দন গুপ্ত,আশরাফ লিটন,এ বি সিদ্দিক, আবু বকর সিদ্দিক ও বেলাল আহমেদ।

বিভিন্ন পর্যায়ে মেলায় বক্তব্য রাখেন নুরুল আজিম, মোহাম্মদ আলী, রফিকুল ইসলাম, আহসান হাবিব, ফোবানার সাবেক কনভেনর হাসানুজ্জামান হাসান, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের মইনুল ইসলাম,সোসাইটির মিয়া মোহাম্মদ দুলাল মিয়া, ফোবানার এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি কাজী আজম, শো টাইম মিউজিকের আলমগীর খান আলম, মূলধারারা রাজনীতিক শাহ মোহাম্মদ, কমিউনিটি একটিভিস্ট আব্দুল খালেক, ফোবানার নিশান রহিম, লায়ন্স ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট রকি এলিয়েন ও শাহ ফাউন্ডেশনের শাহ জে চৌধুরী।

নিউইয়র্কে মুক্তি পাচ্ছে মাহফুয ও বুবলি অভিনীত 'প্রহেলিকা'

উত্তর আমেরিকা অফিস

বায়স্কোপ ফিল্মস এর ব্যানারে নিউ ইয়র্কে মুক্তি পেতে যাচ্ছে বহুল আলোচিত চলচ্চিত্র 'প্রহেলিকা'। ৬ অক্টোবর শুক্রবার জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত পরিচালক চয়োনিকা চৌধুরী পরিচালিত এবং জনপ্রিয় অভিনেতা মাহফুজ আহমেদ এবং শবনম বুবলী অভিনীত বহুল প্রতীক্ষিত চলচ্চিত্র 'প্রহেলিকা'।

নিউইয়র্কে মুক্তি উপলক্ষ্যে বায়োস্কোপ ফিল্মস এর কর্ণধার রাজ হামিদ জানান, জামাইকা মাল্টিপ্লেক্স সিনেমায় ৬ অক্টোবর থেকে ১২ অক্টোবর ৭ দিন ব্যাপী প্রহেলিকা'র ২৩ টি শো'র আয়োজন করা হয়েছে। অগ্রীম টিকিট বিক্রি হচ্ছে হলের টিকিট বুথে এবং Showcase Cinemas Jamaica এর অনলাইন পোর্টাল। রাজ হামিদ বলেন, প্রথমে নিউ ইয়র্ক এর বন্ধুরা এই জনপ্রিয় ছবিটি দেখতে পাবেন যুক্তরাষ্ট্রে এবং পর্যায়ক্রমে অন্যান্য স্টেটেও প্রহেলিকা দেখানো হবে ।"

প্রহেলিকা মুক্তি উপলক্ষ্যে এক ভিডিও বার্তায় জনপ্রিয় নাটক এবংচলচ্চিত্র পরিচালক চয়োনিকা চৌধুরী বলেন, " আমার এই ছবিতে মাহফুজ এবং বুবলি'র দারুন একটা কেমিস্ট্রি আছে , দীর্ঘ আট বছর পর মাহফুজ ফিরে আসছেন বড় পর্দায়, আরো আছেন শক্তিমান অভিনেতা নাসিরুদ্দিন এবং রাশেদ মামুন অপু এবং আসিফ ইকবাল। আছে জামাল হুসেনের লেখা ৫টি গান – আপনারা হলে আসলেই আমাদের শ্রমের সার্থকতা হবে , বাংলা ছবি'র প্রসার হবে।'

দর্শক নন্দিত জনপ্রিয় অভিনেতা মাহফুজ বলেন, 'আমি মাহফুজ আহমেদ। আমার ছবি প্রহেলিকা। দীর্ঘ আট বছর পর আমি অভিনয়ে ফিরে এসেছি। প্রহেলিকা ইতিমধ্যে বাংলাদেশ, অস্ট্রেলিয়া এবং ইউরোপে দর্শক সমাদৃত হয়েছে – আর এ জন্যে আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ । আপনারা সবাই মিলে প্রহেলিকা দেখতে আসুন জামাইকা মাল্টিপ্লেক্সে - আপনারা যাবেন , গল্প, অভিনয় এবং নির্মাণ আপনাদের মুগ্ধ করবে।'

বায়োস্কোপ ফিল্মস এর অপর কর্ণধার নউশাবা রশিদ জানিয়েছেন, পরের সপ্তাহ গুলোতে আমরা বেশ কয়েকটি স্টেট এ প্রহেলিকা দর্শকদের কাছে নিয়ে যাবো । নিউ ইয়র্কের পর লস আঞ্জেলেস, ভার্জিনিয়া, নিউ জার্সি, বোস্টন , ডেট্রয়েট , ড্যালাস, হিউস্টন, সান ফ্রান্সিস্কো, সিনসিনাটি, পারডিউ, পোর্টল্যান্ড এবং শিকাগো সহ আরো বেশ কিছু শহরে ছবিটির প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে।

'প্রহেলিকা' ছবিটির প্রযোজক জামাল হোসেন এবং প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান 'রঙ্গন মিউজিক'। ছবিটির গল্প এবং চিত্র নাট্য লিখেছেন পান্থ শাহরিয়ার। প্রহেলিকা গত ঈদে ঢাকায় মুক্তি পায় এবং সবাইকে অবাক করে দিয়ে দু'টি ব্লকবাস্টারের মধ্যেও টানা ৭৫ দিন মাল্টিপ্লেক্সে উপচে পড়া দর্শকদের সমাদরে চলেছে।

যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে মিথ্যাচারের তীব্র প্রতিবাদ

উত্তর আমেরিকা অফিস

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ বিরোধীরাই যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করছে।

বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাম্প্রতিক যুক্তরাষ্ট্র সফরের সময় যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ওয়াশিংটন ডিসি তে তাঁর সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন। বাংলাদেশ বিরোধী একটি চক্র সক্রিয়ভাবে যুক্তরাষ্ট্রের নীতিনির্ধারক মহলে বাংলাদেশ বিরোধী এবং বিশেষ করে জননেত্রী শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগ সরকার বিরোধী প্রচারণা চালিয়ে আসছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের উদ্যোগে বিগত মাস গুলোতে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বিশিষ্ট নাগরিক এবং মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষ শক্তি হিসেবে পরিচিত বিভিন্ন সংগঠন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সঠিক তথ্য তুলে ধরে প্রেসিডেন্ট বাইডেন, পররাষ্ট্র সচিব ব্লিঙ্কেন এবং বিভিন্ন রাজ্যের কংগ্রেসম্যান এবং সিনেটরদের কাছে চিঠি প্রদান করে যা ফলাও করে বাংলাদেশের প্রিন্ট এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতে প্রকাশিত হয়।

যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের নেতৃবৃন্দ তাঁদের এই কার্যক্রম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করার জন্য এবং তাঁর দিকনির্দেশনা পাওয়ার জন্য তাঁর সাথে সাক্ষাতের আবেদন করলে তাঁ মঞ্জুর হয় এবং অত্যন্ত ফলপ্রসূ আলোচনা হয়। সেই সাথে বঙ্গবন্ধু পরিষদের ক্যালিফোর্নিয়া শাখা দ্বারা প্রতিষ্টিত U C Berkeley তে প্রতিষ্ঠিত "Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Research Award" এর চুক্তিনামা বঙ্গবন্ধু কন্যাকে উপহার দেয়ার ইচ্ছা ব্যাক্ত করলে তিঁনি তা সানন্দে গ্রহণ করেন।

এই সাক্ষাৎ সংক্রান্ত ছবি সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রকাশিত হলে বিএনপি জামাতের মদদপুষ্ট একটি মহল ব্যাপকভাবে অপপ্রচার চালায় এবং বঙ্গবন্ধু পরিষদের নেতৃবৃন্দের চরিত্র হরণ করার জন্য মিথ্যা তথ্য এবং ফটোশপ করা ছবি সোশ্যাল মিডিয়াতে ছড়িয়ে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষ শক্তির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার প্রয়াস চালায়।

সাধারণ সম্পাদক রানা হাসান মাহমুদের যে এডিট করা ছবি প্রকাশ করা হয় সেটি নেয়া হয় ২০২২ সালে জাতীয় শোক দিবসে লস এঞ্জেলেসে বাংলাদেশ কনসুলেটের সভায় বক্তব্য দেয়া এক ভিডিও থেকে।

ইয়াং স্টার ইউএসএ চ্যাম্পিয়ন জায়না মুস্তাক

উত্তর আমেরিকা অফিস

সাড়া জাগানো রিয়েলিটি শো ইয়াং স্টার ইউএসএ ২০২৩ এর চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন অ্যারিজোনার জায়না মুস্তাক। রানার্সআপ হয়েছেন যৌথ ভাবে শামস এবং ইশাল। ২য় রানার্সআপ হয়েছেন যৌথ ভাবে উমায়রা এবং লিয়ানা। ২৮ সেপ্টেম্বর বুধবার রাত ৮টায় আরটিভির পর্দায় সম্প্রচার হয় গ্র্যান্ড ফিনালে আয়োজনটি।

গ্র্যান্ড ফিনালে আয়োজনে আরটিভির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সৈয়দ আশিক রহমান বলেন- আজ এই গ্র্যান্ড ফিনালে পর্বে যারা প্রতিযোগিতা করছে তাদের সবাই আমাদের কাছে যোগ্য। সম্মানিত বিচারকগণ তাদের মধ্য থেকে শ্রেষ্ঠ নির্বাচন করবেন। বাংলাদেশের বংশদ্ভূতদের জন্য এই আয়োজন তাদের হৃদয়ে বাংলা সংস্কৃতিকে আরো বদ্ধমূল করবে। তাদের দেশপ্রেমকে উদ্বুদ্ধ করবে।

আরটিভি'র চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মোরশেদ আলম এমপি বলেন- যারা ৩০/৪০ বছর আগে আমেরিকায় স্থায়ী হয়েছেন তাদের পরবর্তী প্রজন্ম বাংলা সংস্কৃতি সম্পর্কে খুব একটা জানেনা। চর্চার আগ্রহও কম। আমাদের এই আয়োজনগুলো তাদের মাঝে নতুন ভাবে জাগরণ সৃষ্টি করেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন এমপি বলেন- বাংলা গান নিয়ে আরটিভির এ ধরণের একাধিক প্রতিযোগিতা রয়েছে যেগুলো দেশের পাশাপাশি বিদেশেও বাংলা গানের চর্চাকে প্রাণ দিয়েছে। আমি তাদের এ আয়োজনে অভিভূত। আরটিভিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

উক্ত অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদানের পাশাপাশি মনোনীতদের হাতে পদক তুলে দেন- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি; ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিরেক্টর মিস ফারহানা হানিফ; যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের স্পোকস পার্সন মিস্টার ব্রায়ান শিলার এবং তার সহধর্মিনী মার্সিয়া শিলার প্রমুখ।

উল্লেখ্য- আরটিভির লোকগানের রিয়েলিটি শো 'বাংলার গায়েন' ও 'বাংলার গায়েন ইউএসএ' এবং তরুণ সংগীত শিল্পীদের অংশগ্রহণে রিয়েলিটি শো 'ইয়াং স্টার' এর বিপুল জনপ্রিয়তার ধারাবাহিকতায় এবার আয়োজন করা হয় 'ইয়াং স্টার ইউএসএ ২০২৩'। আমেরিকায় প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্য থেকে অনলাইনে রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে প্রায় ২ হাজার প্রতিযোগী থেকে বাছাইকৃত ১০০ জন প্রতিযোগী নিয়ে নিউ ইয়র্ক-এর "রকওয়ে বিলভড" কুইন্স অডিটরিয়ামে শুরু হয় 'ইয়াং স্টার ইউএসএ - স্টুডিও অডিশন রাউন্ড'। 'স্টুডিও অডিশন রাউন্ড' শেষে সর্বমোট ১০০ জন প্রতিযোগীর গানের পারফর্মেন্স থেকে বিচারকগণ বিশ্লেষণ করে মোট ২২জন প্রতিযোগীকে 'ইয়েস কার্ড' প্রদান করেন। এই ২২ জন প্রতিযোগীকে নিয়ে আয়োজন করা হয় পরবর্তী রাউন্ড, '....'।

ইউএস-তে বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন জাতীয় চলচিত্র পুরুস্কার প্রাপ্ত সুরকার, সংগীত পরিচালক ইমন সাহা, আছেন বাংলাদেশে ও আমেরিকার জনপ্রিয় সংগীত শিল্পী, সুরকার, সংগীত পরিচালক এস আই টুটুল এবং বর্তমান সময়ের হার্ট-থ্রব সংগীত শিল্পী, সুরকার, সংগীত পরিচালক ইউএসএ'র নাগরিক মুজা। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করছেন জোহোরা হোসেন । সহযোগিতায় ছিলেন অলিভ আহমেদ।

২২ জন প্রতিযোগী থেকে ১১ জন প্রতিযোগী নিয়ে বাংলাদেশে হয় পরবর্তী রাউন্ড....

বাংলাদেশ পর্বে বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জাতীয় চলচিত্র পুরুস্কার প্রাপ্ত সুরকার, সংগীত পরিচালক ইমন সাহা, জাতীয় চলচিত্র পুরুস্কার প্রাপ্ত সংগীতশিল্পী দিলশাদ নাহার কনা এবং বর্তমান সময়ের হার্ট-থ্রব সংগীত শিল্পী, সুরকার, সংগীত পরিচালক মুজা। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করবেন ইমতু রাতিশ এবং রুহানী সালসাবিল লাবণ্য ।

সৈয়দ আশিক রহমানের পরিকল্পনায় অনুষ্ঠান বিভাগের সার্বিক তত্ত্বধানে রিয়েলিটি শো-টির প্রযোজনা করছেন আরজু আহমেদ।

টাইটেল স্পন্সর- আমা অথেনটিক ব্রাজিলিয়ান কফি, গোল্ড স্পন্সর- ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি। ওটিটি পার্টনার: আরটিভিপ্লাস, অনলাইন পার্টনার: আরটিভি অনলাইন, ম্যাগাজিন পার্টনার: মান্থলি লুক-এ্যাট-মি। মেকাপ পার্টনার: পারসোনা, ড্রেস পার্টনার: আনজানা এবং টু।

ওয়ার্ল্ড আর্ম রেসলিংয়ে স্বর্ণপদক জয়ী বখতিয়ার

উত্তর আমেরিকা অফিস

ওয়ার্ল্ড আর্ম রেসলিং প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছেন বাংলাদেশের বখতিয়ার সালাউদ্দিন। মালেশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে গত ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১লা অক্টোবর পর্যন্ত এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

ওয়ার্ড আর্ম রেসলিং ৭৮ কেজি ইভেন্টে বাংলাদেশের বখতিয়ার সালাউদ্দিন অংশগ্রহন করে ১ম স্থান অধিকার করেন। তিনি স্বর্ণপদক অর্জন করে বিশ্বপরিসরে বাংলাদেশের জন্য সম্মান বয়ে এনেছেন।

সিলেট জেলার বিয়ানী বাজার পৌরসভার আওতাধীন শ্রীধরা গ্রামের মরহুম নিমার আলীর ছেলে বখতিয়ার আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুযোগ পাওয়ার পর নিউইয়র্কস্থ 'শ্রীধরা জনমঙ্গল সমিতি ইউএসএ ইনক' এর নির্বাহী কমিটিকে তার সাফল্যের কথা অবহিত করেন। সমিতির পক্ষ থেকে এই আনন্দ সংবাদে বখতিয়ারকে অভিনন্দিত করে দেশের বাইরে গিয়ে প্রতিযোগিতা করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস প্রদান করা হয়।

পরবর্তিতে সমিতির সহযোগিতায় শ্রীধরা গ্রামের ছেলে পৌঁছে যায় কুয়ালালামপুরে। ওয়ার্ল্ড আর্ম রেসলিং ৭৮ কেজি ইভেন্টে বাংলাদেশের প্রতিযোগী হয়ে দেশের জন্য সাফল্য বয়ে নিয়ে আসায় 'শ্রীধরা জনমঙ্গল সমিতি ইউএসএ ইনক' এর পক্ষ থেকে তাঁকে ব্যাপকভাবে অভিনন্দন জানানো হয়েছে।

PREMIUM SUPERMARKET
HALAL
Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (OCTOBER 06 - 12, 2023) | Promo Code : PSP40
$5 off $99 Purchase
$10 off $200 Purchase
$20 off $300 Purchase
DISCOUNT WILL BE AVAILABLE ON TUESDAY, WEDNESDAY & THURSDAY
(multiple sales cannot be combined)
SALE $8.99/LB SIZE 10/12 HILSHA CK BRAND
SALE 2/$29.99 SIZE 3 KG ROHU CK BRAND
SALE 89¢/LB (Minimum Purchase Of 10 LB) NO CUT NO CLEAN CHICKEN QUATER LEG
SALE $3.99/LB CUT OFF FROZEN WHOLE GOAT
SALE $2.99/LB SHAHJALAL BRAND PANGASH WHOLE
SALE $3.49/LB GOLDEN POMPANO FROZEN
SALE $19.99/EA 20 LB NOYA PARBOILED BASMATI RICE
SALE $10.99/EA 20 LB BISMILLAH PARBOILED RICE
SALE 2/$9.00 500 GM BATA BLOCK CK BRAND
SALE 2/$7.00 500 GM CK BRAND LASSO IQF
SALE 3/$5.00 400 G SHAHAJALAL ALOO PURI / DAL PURI
SALE $13.99/EA 1 GALLON OLIO VILLA POMACE OIL
SALE $7.99/EA 1 LB BAG HAOR BRAND TAPOSHI IQF WITH EGG
SALE 3/$5.00 200 GM SHAHAJALAL TRAY KESKI
SALE $37.99/EA 2.5 GAL MAZOLA CORN OIL
SALE 2/$7.00 1 LITR RAJDHANI MUSTARD OIL
SALE $3.49/LB SIZE 5/7 TILAPIA FILET
SALE $10.99/EA BLUE SEA SHELL ON EZ-PEEL 31/40-2 LB BAG RAW SHRIMP
SALE 3/$5.00 ONE DOZEN MEDIUM BROWN EGG
SALE $3.99/EA (WITH 75 $ PURCHSE) CREAM O LAND MILK GAL
PREMIUM SUPERMARKET
CONTACT
WhatsApp Number
168-13 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432 347-626-8798
256-11 HILLSIDE AVE, GLEN OAKS, BELLEROSE, NY 11004 347-657-8911
1196 LIEBERTY AVE, BROOKLYN, NY 11208 347-658-0972
74-18, 37TH AVE, JACKSON HEIGHTS, NY 11372 347-658-4362
2101, STARLING AVE, BRONX, NY 10462 347-658-0134
FREE PARKING IN BELLEROSE STORE
WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER.
THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. PREMIUM STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.
Premium Supermarket
SHOP & WIN
$250 RAFFLE DRAW
FOOD CERTIFIED 100% HALAL
SECOND WEEK LUCKY WINNERS SEP 8TH TO 14TH
BELLEROSE
FATHNEM SHAMIDA
AMZAMAN
TEL: 347-657-8911
BRONX
MDDELOR H MIDEE
MAHMUD ABDUL
JAHANARA NASIR
TEL: 34-658-0134
JACKSON HEIGHTS
HOSNEY BEGUN
MOHAMMED ABSER
SARIA UDDIN
TEL: 347-658-4362
JAMAICA
MD ARIFUL ISLAM
MOHAMMED MAZUMDER
MOHAMMED NASIR
TEL: 347-626-8798
OZONE PARK
MEHRUN NESSA
KEMI LUCAS
NASRIN PROVA
TEL: 347-658-0972
SHOP TODAY.... YOU CAN WIN $250 STORE VOUCHERS WEEKLY
HELP WANTED
MANAGER - SUPERMARKETS (BRONX)
(3-4 years' work experience required.)
MANAGER – RESTUARANTS (BRONX)
(3-4 years' work experience required.)
OPERATIONS MANAGER – RESTUARNT (All Locations)
(5 years' work experience required.)
Very Attractive Salary and Incentives waiting for the right candidate
email your resume to
HR@PremiumGroupNYC.com
or Call 718-679-9983 for details.
আবশ্যক
ম্যানেজার - সুপারমার্কেটস (ব্রঙ্কস)
(৩-৪ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন)
ম্যানেজার - রেস্তোরাঁ (ব্রঙ্কস)
(৩-৪ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন)
অপারেশন ম্যানেজার - রেস্তোরাঁ (সকল অবস্থানসমূহে)
(৫ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন)
অনেক আকর্ষণীয় বেতন এবং প্রণোদনা সঠিক প্রার্থীর জন্য অপেক্ষা করছে।
আপনার জীবন বৃত্তান্ত ইমেল করুন
HR@PremiumGroupNYC.com
অথবা বিস্তারিত জানার জন্য ৭১৮-৬৭৯-৯৯৮৩ নম্বরে কল করুন।

SHOW TIME MUSIC
Immigrant Elder Home Care LLC
NURUL AZIM
Real Estate Investment
Eastern Investment
BANGLA TRAVELS
Presents
NANCY
LIVE
in Concert
Ticket
General Admission $30
$50, VIP $100
For More Infor: 646-546-6038
টিকেট প্রাপ্তি স্থান:
ব্রুকলিন: মোবাইল সিটি
জ্যাকসন হাইটস: খামার বাড়ী গ্রোসারী, টেন্ডি শাড়ি ইউএসএ
ব্রঙ্কস: খলিল বিরিয়ানী হাউজ
জ্যামাইকা: বোম্বে ভিডিও এন্ড ট্রাভেলস, স্মার্ট ক্যাফে
ন্যান্সি
লাইভ
ইন কনসার্ট
Sunday, October 8
The Mary Louis Academy
176-21 Wexford Ter, Jamaica, NY 11432.
SPONSORED BY:
GLOBAL BUSINESS COMMUNICATIONS NETWORK INC.
GOLDEN AGE HOME CARE
Missme Group
Washington University of Science and Technology
Sarah Care USA
Shah GROUP www.shahgroup.us
917-282-9256
Md. Bilal Chowdhury
BARI HOME CARE
Mizanur Rahman Milton Bhuiyan CEO-Bhuiyan Construction
Blue Green
Helal Miah President SMH Multi Service
Choudhury S Hasan MD Gastroenterologist
CHISHTI CPA PC
TRENDY USA
CORE CREDIT REPAIR
FAHAD SOLAIMAN CEO
Zakir Chowdhury CEO. York Holding realty
xfosoft Software QA Training 631-946-2296
Law Office of Ahsan Rafiq Ahmed
Hazrat Ali Imran
TAREQ HASAN KHAN CEO Global MS Inc
KIM & ASSOCIATES P.C
Fresh Food
Lion Mohammed Hasan Ex. Secretary NEW YORK BANGLADESHI AMERICAN LIONS CLUB
Jackson Heights 718-433-9101 Jamaica 718-206-9200
Dulal Behedo President
1st AIDE HOME CARE INC
Gazi LITON Chairman Mothers BD pvt Ltd
Media Partner
ঠিকানা
TBN 24
TIME
The Generation

sunman express
global money transfer
টাকা পাঠানো
এখন আরো
সহজ
DOWNLOAD
MOBILE APP
SUNMAN EXPRESS MOBILE APP
sunmanexpress.com
718-505-2224
DHAKA BANK LIMITED EXCELLENCE IN BANKING
aibl
UCB
bKash

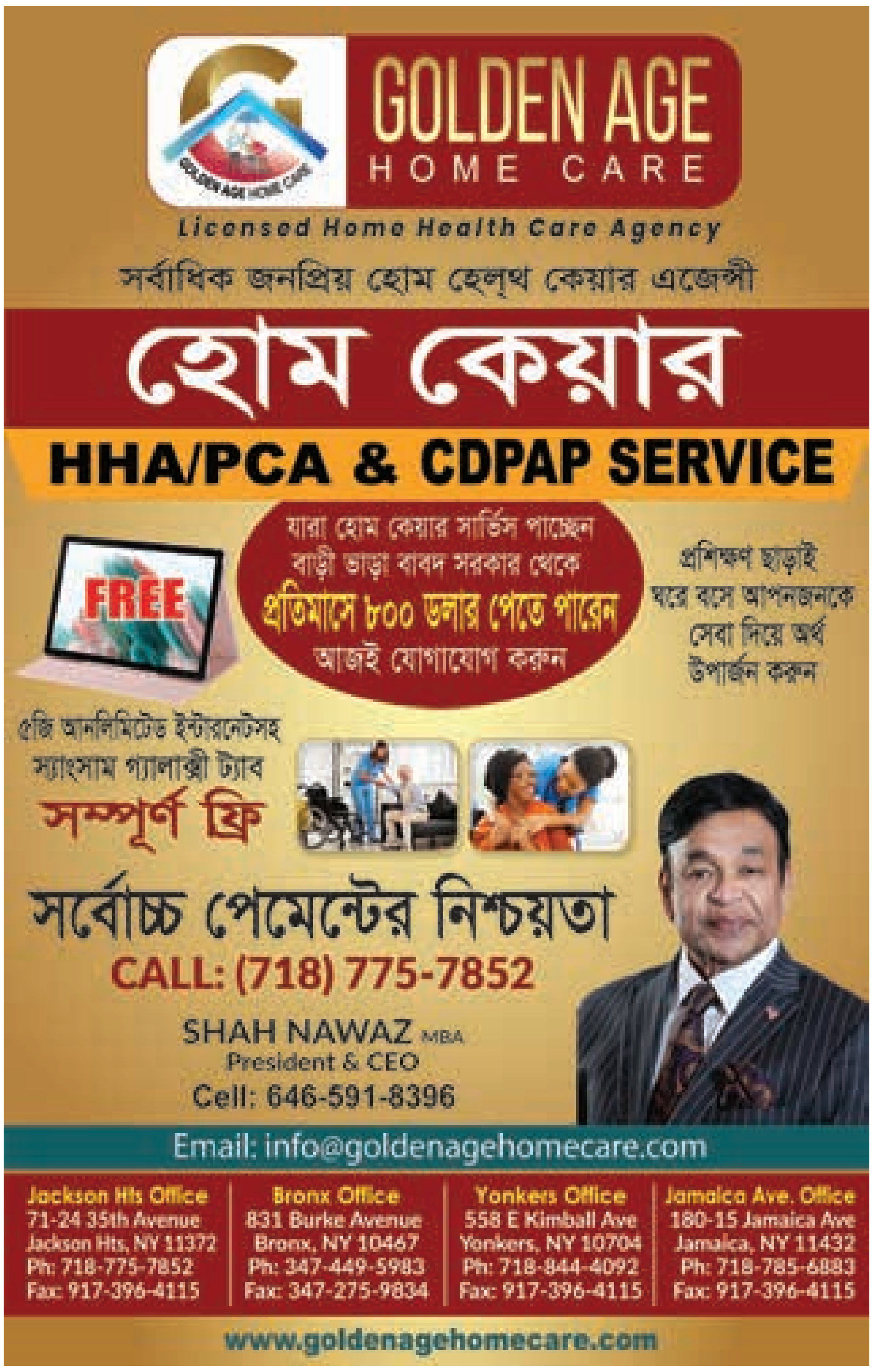
GOLDEN AGE
HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেলথ কেয়ার এজেন্সী
হোম কেয়ার
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন
বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে
প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন
আজই যোগাযোগ করুন
প্রশিক্ষণ ছাড়াই
ঘরে বসে আপনজনকে
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন
FREE
ফ্রি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ
স্যাংসাম গ্যালাক্সী ট্যাব
সম্পূর্ণ ফ্রি
সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা
CALL: (718) 775-7852
SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Cell: 646-591-8396
Email: info@goldenagehomecare.com
Jackson Hts Office
71-24 35th Avenue
Jackson Hts, NY 11372
Ph: 718-775-7852
Fax: 917-396-4115
Bronx Office
831 Burke Avenue
Bronx, NY 10467
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834
Yonkers Office
558 E Kimball Ave
Yonkers, NY 10704
Ph: 718-844-4092
Fax: 917-396-4115
Jamaica Ave. Office
180-15 Jamaica Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115
www.goldenagehomecare.com

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING
Sarwar Chaudri, CPA, MBA
ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ
tax refund
IRS e-file PROVIDER
Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution
Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)
JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com
BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

Save Yourself
This Tax Season
Nizamul Wahed Shahir, EA
Licensed Real Estate Agent
M.Com (Accounting)
ENROLLED AGENT
Authorized e-file Provider
Mob : 347-498-5117
Tel : 917-775-6329
Fax : 716-780-8225
Email: ustaxbazaar@gmail.com
প্রফেশনাল ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইল বা আপনার ট্যাক্স সংক্রান্ত যেকোন প্রয়োজনে
আমরা যত্নবান ও আন্তরিক।
Tax Immigration Real Estate
Income Tax and Accounting Services For:
Individual, Sole Proprietor, Partnership, Corporation and LLC.
Sales and Payroll Tax
Business Licenses and Setup
FBAR and FATCA Filing
Notary Public
Immigration Form Fill-Up Services
Credit Repair, Real State and much more...
Member of
NYSSEA
naea
National Association of Enrolled Agents
184-02 Hillside Ave, Jamaica, NY-11432
162-11 89th Ave, 5B, Jamaica, NY-11432

রোববার নিউইয়র্কের কুইন্সে ন্যান্সির কনসার্ট

উত্তর আমেরিকা অফিস

গান করার উদ্দেশ্যে প্রথম বারের মত যুক্তরাষ্ট্রে এসেছেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী নাজমুন মুনিরা ন্যান্সি। স্বামীসহ তিনি বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অবস্থান করছেন। বেশ কিছু দিন এখানে অবস্থান করে নিউইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যে গানের অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন এই সঙ্গীতশিল্পী। ন্যান্সির যুক্তরাষ্ট্রে আসা ও কনসার্ট উপলক্ষে ২

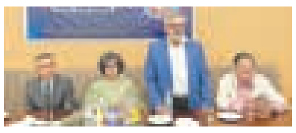

অক্টোবর সোমবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের শেফ মহাল রেস্টুরেন্টে সংবাদ সম্মেলন করেছে বাংলাদেশী আমেরিকান ফাউন্ডেশন ইউএসএ ইনক। পরে, একই স্থানে একই বিষয়ে আরেকটি সংবাদ সম্মেলন করেছে শোটাইম মিউজিক। বাংলাদেশী আমেরিকান ফাউন্ডেশন ইউএসএ ইনকের সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনটির সভাপতি বাবলু জাহাঙ্গীর, গ্লোবাল বিজনেস কমিউনিকেশনস নেটওয়ার্ক ইনকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) এনামুল হক, প্রোগ্রাম গ্র্যান্ড স্পন্সর রিয়েলটর নিক রাওয়ান। অন্য দিকে, শোটাইম মিউজিকের সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন প্রতিষ্ঠানটির সিইও আলমগীর খান আলম।

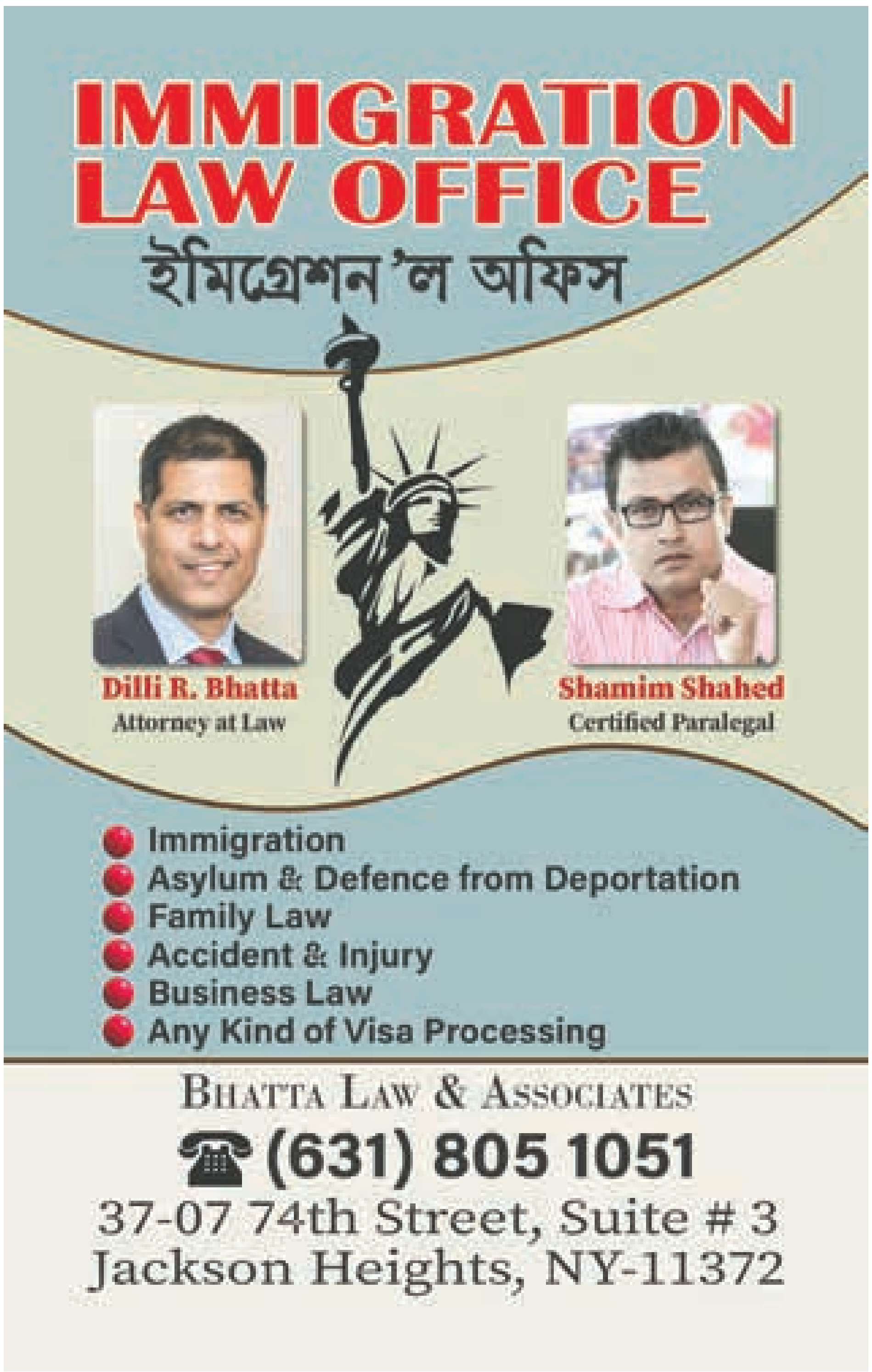

যুক্তরাষ্ট্রে এক বাংলাদেশির ১৪ মাসের কারাদণ্ড

উত্তর আমেরিকা অফিস

গুয়াম এবং উত্তর মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জের (এনএমআই) জেলার আদালতে মো. ইকবাল (৩৭) নামের এক বাংলাদেশি নাগরিককে অস্ত্র মামলায় ১৪ মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। গুয়াম এবং উত্তর মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জের (এনএমআই) জেলার অ্যাটর্নি শন এন অ্যান্ডারসন এই রায় দিয়েছেন। গুয়ামের অ্যাটর্নির কার্যালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের নাগরিক ইকবাল রোটা দ্বীপে বসবাস করতেন। তাঁর বিরুদ্ধে আইন বহির্ভূতভাবে আগ্নেয়াস্ত্র সঙ্গে রাখার অভিযোগ প্রমাণ হয়েছে। কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তাঁকে নির্বাসন প্রক্রিয়ায় দেশে ফেরৎ পাঠানো হবে।

২০১৬ সালের জুন মাসে ইকবাল সিএনএমআই-অনলি ট্রানজিশনাল ওয়ার্কার (সিডব্লিউ-১) ভিসায় কমনওয়েলথ অব দ্য মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জে (সিএনএমআই) যান। সিডব্লিউ-১ একটি নন-ইমিগ্র্যান্ট ভিসা। ২০১৭ সালের জানুয়ারিতে ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও ইকবাল বৈধ অভিবাসনের কাগজপত্র ছাড়াই রোটা দ্বীপে থেকে যান। ২০২১ সালের অক্টোবরে ইকবাল বিনা অনুমতিতে অন্যের বাড়িতে প্রবেশ করেন এবং তাঁদের হত্যার হুমকি দেযন। ইকবালকে পরে অনুপ্রবেশ এবং হামলার অভিযোগে স্থানীয় আদালতে অভিযুক্ত করা হয়, তারপর জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়।

২০২২ সালের মে মাসে ইকবালের কাছে একটি আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে বলে খবর পায় রোটার পুলিশ। সিএনএমআইয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের কর্মকর্তারা ইকবালের জন্য দ্বীপটির বিভিন্ন স্থানে তল্লাশি চালান। নয় ঘন্টা পর তারা জঙ্গল থেকে চুরি করা পয়েন্ট ৪০ ক্যালিবারের পিস্তলসহ ইকবালকে আটক করে। এক সপ্তাহ আগে চুরি যাওয়া আগ্নেয়াস্ত্রটি এক রোটা পুলিশ অফিসারের ছিল।

সিএনএমআই ডিপার্টমেন্ট অব পাবলিক সেফটি, ইউএস ব্যুরো অব অ্যালকোহল, টোব্যাকো, আগ্নেয়াস্ত্র ও বিস্ফোরক এবং ইউএস হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ইনভেস্টিগেশনস এই মামলা তদন্ত করে। উত্তর মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জের জেলার সহকারী অ্যাটর্নি অ্যালবার্ট এস ফ্লোরেস জুনিয়র এই মামলার বিচার করেন।

অভিবাসী জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে যুক্তরাষ্ট্রে রেকর্ড ভাঙছে

এইচ বি রিতা

যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম নেওয়া অভিভাসী জনসংখ্যার হার বেড়েছে। মার্কিন আদমশুমারি ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, বিদেশে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তির সংখ্যা গত বছর প্রায় ১ মিলিয়ন বেড়েছে, যা রেকর্ড উচ্চতায় ৪৬ মিলিয়নের কিছু বেশি। সেন্সাস ব্যুরোর তথ্য মতে, ২০০৫ এবং ২০২২ এর মধ্যকার সময়ে মোট অভিবাসী জনসংখ্যা প্রায় ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদেশী বংশোদ্ভূত আমেরিকানরা ২০২২ সালে মার্কিন জনসংখ্যার ১৩.৯ শতাংশ ছিল, যা ২০০৫ সাল থেকে ১.৫ শতাংশ বেশি। ২০০৭ সাল থেকে মার্কিন জনসংখ্যার বিদেশী বংশোদ্ভূদের সংখ্যা অপরিহার্যভাবে অপরিবর্তিত থাকার পরে, বিদেশে জন্মগ্রহণকারী আমেরিকানদের অনুপাত গত বছর প্রায় ১৪ শতাংশ বেড়েছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, পুনরুত্থিত উত্থানটি আইনি অভিবাসনের ধীরগতির পুনঃসূচনা অনুসরণ করে, যার মধ্যে ভিসা প্রক্রিয়াকরণ এবং শরণার্থীদের স্ক্রিনিং অন্তর্ভুক্ত ছিল, যেগুলি কোভিডের অধীনে স্থগিত হয়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে, বাইডেন প্রশাসন আফগানিস্তান এবং ইউক্রেন থেকে পালিয়ে আসা কয়েক হাজার শরণার্থীকে স্বাগত জানিয়েছে। এ সময় প্রশাসন মেক্সিকান সীমান্তে মধ্য এবং দক্ষিণ আমেরিকান অভিবাসীদের রেকর্ড-ব্রেকিং প্রবাহ নিয়েও সমস্যায় পড়েছে।

ওয়াশিংটন ডিসি-তে পিউ রিসার্চ সেন্টারের সিনিয়র ডেমোগ্রাফার জেফরি প্যাসেল বলেন, "আমরা সব লোকদের ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছি না, তবে কিছু লোকদের দিচ্ছি। অনেক অভিবাসীরা স্বল্প-দক্ষতা সম্পন্ন এবং তাদের যথেষ্ট সরকারি সহায়তার প্রয়োজন রয়েছে বলে তাদের সমর্থন করছি না। কারণ এখানে অসংখ্য আগত অভিবাসী রয়েছে যারা শিক্ষিত এবং তাদের চাকরি দেওয়ার জন্য অনেক কিছু করার আছে। গত বছর লাতিন আমেরিকা ও এশিয়া থেকে আসা অভিবাসীদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কলেজ বা পোস্ট-কলেজ ডিগ্রি ছিল।"

ফ্লোরিডাতে অভিবাসীদের জনসংখ্যায় সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে।

দ্রুত 'ওয়ার্ক ভিসার' জন্য নতুন প্রিমিয়াম প্রোসেসিং

ইউএসসিআইএস

উত্তর আমেরিকা অফিস

ইউএস সিটিজেনশীপ এন্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস (ইউএসসিআইএস) 'ওয়ার্ক ভিসা' দ্রুত করার জন্য নতুন প্রিমিয়াম প্রোসেসিং। এর সাথে সাথে ওয়ার্ক পারমিটের মেয়াদ ২ বছর থেকে বাড়িয়ে ৫ বছর করা হলো।

এতে ওয়ার্ক পারমিটধারী ইমিগ্রান্টরা রিনিউয়ালের ঝামেলা থেকে রেহাই পাবেন। বিশেষ করে এসাইলাম প্রার্থীরা গ্রীনকার্ড পাবার আগ পর্যন্ত এই পারমিট (ইএডি) দিয়ে বৈধভাবে কাজ করার সুযোগ পান। ওয়ার্ক পারমিট রিনিউয়ালের জন্য আবেদন করলে বছরের অধিক সময় অপেক্ষা করতে হয়। এরমধ্যে ওয়ার্ক পারমিটের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় তারা চাকুরি হারান। নেমে আসে নানা অনিশ্চয়তা।

ইউএসসিআইএস এক বিবৃতিতে বলেছে, কাজ ও ফ্যামিলি রিলেটেড ভিসা আবেদনের প্রোসেসিং টাইমকে কমানোর জন্যই এ উদ্যোগ। এই ধরনের ভিসা প্রাপ্তি ও পরবর্তীতে গ্রীন কার্ডের আবেদনের সাথে জড়িত। প্রাথমিকভাবে ফরম -১২৯, ননইমিগ্রান্ট ওয়ার্কার পিটিশন ও আই-১৪০, আলায়েন ওয়ার্কার পিটিশনগুলো এই প্রোসেসের আওতায় আনা হবে। প্রোসেসিং ফি নির্ধারন করা হয়েছে প্রায় ১৫০০ ডলার । এই ২ ক্যাটাগরির আবেদনকারিরা উচ্চ শিক্ষিত ও টেকনোলজির ওপর এক্সপার্ট। অনেকে ম্যানেজারিয়াল বা অধ্যাপনা পেশার সাথে জড়িত থাকেন। ইউএসসিআইএস ১৫ দিনের মধ্যে এই ২ ধরনের

আবেদনগুলো এপ্রোভ ও সম্পন্ন করার প্রতিশ্রতি দিচ্ছে। যদি ১৫ দিনের মধ্যে নির্দিষ্ট পিটিশন সম্পন্ন করতে না পারে তবে তারা প্রিমিয়াম প্রোসেসিং ফি ফেরত দেবে। তবে সংশ্লিষ্ঠ আবেদন দ্রুত সম্পন্ন করার প্রোসেসেই থাকবে। এই ধরনের আবেদন করতে হবে পিটিশনারকে বা তার নিয়োজিত এটর্নিকে। ইন্টারেস্টেড ভিসা বেনিফিসিয়ারি আবেদন করলে চলবে না। উল্লেখ্য এই ধরনের ভিসা পাবার পর তা রিনিউ করা যায় এবং নির্দিষ্ট একটা সময় যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করার পর গ্রীন কার্ডের জন্য আবেদন করার সুযোগ থাকে। এই প্রক্রিয়ায় চায়না ও ভারতের প্রায় ২১ লাখ নাগরিক গত ১০ বছরে গ্রীনকার্ড পেয়েছেন।

এদিকে ওয়ার্ক পারমিট ইস্যু ও রিনিউয়াল জটিলতা দূর করতে ইউএসসিআইএস নতুন নীতিমালা ঘোষণা করেছে। বর্তমানে নতুন ওয়ার্ক পারমিট বা রিনিউয়াল ওয়ার্ক পারমিট পেতে ১ বছরেরও বেশি সময় অপেক্ষা করতে হয়। তা আবার রকম ভেদে ১ বা ২ বছর পরপর রিনিউ করার বিধান । এতে উমিগ্রান্টদের হয়রানি ও উদ্বিগ্নের মধ্যে থাকতে হয়। হাজার হাজার ইমিগ্র্যান্টকে রিনিউয়াল ওয়ার্ক পারমিট আসতে দেরি হওয়ায় চাকুরি খোয়াতে হয়েছে। নতুন নিয়ম অনুসারে ওয়ার্ক পারমিট ৫ বছরের জন্য ইস্যু করা হবে।

যুক্তরাষ্ট্রে পুরস্কৃত হলেন তরুণ অভিনেতা শেখ তানভীর

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রে সম্মানসূচক 'বেস্ট পারফরমেন্স' অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন এই সময়ের জনপ্রিয় তরুণ অভিনেতা শেখ তানভীর আহমেদ। বাংলাদেশের অন্যতম নাট্য সংগঠন ব্ল্যাকফ্লেইম থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সম্পাদক তিনি। নিয়মিত থিয়েটার চর্চার পাশাপাশি সমান তালে করেন মূকাভিনয় করেন। এবার সূদুর আমেরিকা থেকে তিনি দেশের জন্য বয়ে এনেছেন অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ ড. ওয়াকার উদ্দিন এ্যাওয়ার্ড ২০২৩।

রোহিঙ্গাদের নিয়ে কাজের স্বীকৃতি হিসেবে বিশ্বের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সংগঠনকে পুরস্কৃত করা হয়। সেখানে আর্ট এন্ড কালচার বিভাগে বিশেষ অবদানে সম্মানসূচক এই পুরস্কার তাকে দেয়া হয়েছে।

রোহিঙ্গা পরিস্থিতি নিয়ে কাজ করা বিশ্বের সবচেয়ে বড় ২টি সংস্থা আরাকান রোহিঙ্গা ইউনিয়ন ও বার্মিজ রোহিঙ্গা এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা এর আয়োজনে রোহিঙ্গাদের নিজ দেশ মিয়ানমারে ফেরাতে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশন চলাকালীন এই সময়ে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত তিনদিনব্যাপী আয়োজনের শেষ দিনে আরস্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ওজন পার্ক এলাকার একটি কনভেনশন হলে এই অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়।

সম্প্রতি আমন্ত্রিত অতিথি ও গণমাধ্যমকর্মীদের উপস্থিতিতে তার হাতে সম্মাননা স্মারক ও মানপত্র তুলে দেন আরাকান রোহিঙ্গা ইউনিয়নের মহাপরিচালক রিয়াজ উদ্দিন ও বার্মিজ রোহিঙ্গা এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা এর ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ আসাহাব দীন।

এর আগে গত ১৮ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের টাইমস স্কয়ারে 'দ্যা ডার্ক হিস্টোরি' নামে মুভমেন্ট বেইজড তার একটি পরিবেশনা সবাইকে মুগ্ধ করে। আট মিনিটের একক পরিবেশনায় রোহিঙ্গাদের ওপর মিয়ানমারের সামরিক জান্তাদের নির্মমতা আর বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া লাখ লাখ রোহিঙ্গাকে তাদের দেশে ফিরে যাবার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা বিষয়টি তুলে ধরেন মূকাভিনয় শিল্পী শেখ তানভীর আহমেদ।

অভিনেতা ও সংগঠক তানভীর শেখ এর আগেও বিশ্বের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য আয়োজনে অংশগ্রহণ করেছেন। কানাডা, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, চীন, সিঙ্গাপুর, মালদ্বীপ, ভারত, শ্রীলংকা এবং আরব আমিরাতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন তিনি। এছাড়াও নাট্যাঙ্গনে বিশেষ অবদানে পেয়েছেন অসংখ্য সম্মাননা। জিতেছেন 'জাপান বাংলা পিস এ্যাওয়ার্ড' সহ নানা পুরস্কার।

বাংলাদেশ ল' সোসাইটির সঙ্গে মনজিল মোরসেদের মতবিনিময়

উত্তর আমেরিকা অফিস

মানবাধিকার ব্যাক্তিত্ব মনজিল মোরসেদ বলেছেন আইনের শাসন,গনতন্ত্র ও মানবাধিকার নিশ্চিত না হলে কোন দেশ প্রকৃত উন্নয়ন করতে পারেনা।

১ অক্টোবর রোববার জ্যাকসন হাইটসের একটি রেস্তোরায় বাংলাদেশ ল' সোসাইটি ইউ,এস,এ ইনকের উদ্দ্যোগে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিশিষ্ট মানবাধিকার ব্যাক্তিত্ব, হিউম্যান রাইটস পিস ফর বাংলাদেশ (এইচ আর পি বি) এর কেন্দ্রীয় সভাপতি, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিজ্ঞ আইনজীবী এডভোকেট মনজিল মোরসেদকে নিয়ে খোলামেলা মত বিনিময় করেছেন উপস্থিত সুধীজন। সভায় সভাপতিত্ব করেন এডভোকেট মোঃ নাসির উদ্দিন ও সঞ্চালনায় ছিলেন সংগঠনের সাধারন সম্পাদক এডভোকেট সাইয়েদ মঈন উদ্দিন জুনেল। এইচ,আর,পি,বি কেন্দ্রীয় সভাপতি এডভোকেট মনজিল মোরসেদ তার বক্তব্যে প্রবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রবাসী ট্রাইবুনাল গঠন করার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। বাংলাদেশ ল সোসাইটির সাথে সংশ্লিষ্ঠ আইনজীবীদের দল মত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ থেকে বাংলাদেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় ভুমিকা রাখার জন্য তিনি আহবান জানান।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন এডভোকেট মোহাম্মদ আলী বাবুল, এডভোকেট এম, মতিউর রহমান এডভোকেট মিয়া জাকির, এটর্নী খায়রুল বাশার, এডভোকেট আব্দুল হাই কাইয়ূম, এডভোকেট মাহাবুবার রহমান বকুল,এডভোকেট ওয়াহিদুর রহমান, এডভোকেট সুলতানা জামান, এডভোকেট জয়জিত আচার্য্য, এডভোকেট সোনিয়া সুলতানা, এডভোকেট শাহিন খান, এডভোকেট পারভিন জামাল, এডভোকেট মহি উদ্দিন প্রমুখ।

যুক্তরাষ্ট্রের তৎপরতা, ভারতের কিছু না বলা, সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য একধরনের বার্তা

ফোরাম ফর বাংলা স্টাডিজ

১ অক্টোবর 'বাংলাদেশের নির্বাচনে বিদেশি শক্তির প্রভাব' শীর্ষক আলোচনা সভায় এ কথা উঠে আসে।

ঢাকা ডেস্ক

'বাংলাদেশের নির্বাচনে বিদেশি শক্তির প্রভাব' শীর্ষক এই এক অনলাইন আলোচনা সভার আয়োজন করে ফোরাম ফর বাংলাদেশ স্টাডিজে ১ অক্টোবর রোববার।

আলোচনায় বক্তাদের কথায় উঠে আসে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রের তৎপরতা কোনো হস্তক্ষেপ নয়, বরং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচনকে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ করার জন্যই বার্তা দেওয়া হচ্ছে দেশগুলোর পক্ষ থেকে। শুধু তাই নয়, প্রতিবেশী দেশ ভারতের কিছু না বলাও এক ধরনের বার্তা।

সাংবাদিক মনির হায়দারের সঞ্চালনায় 'বাংলাদেশের নির্বাচনে বিদেশি শক্তির প্রভাব' শীর্ষক এই আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির রাজনীতি ও সরকার বিভাগের ডিস্টিংগুইশড প্রফেসর আলী রীয়াজ। মূল আলোচনায় ১৯৯০ পরবর্তী সব নির্বাচনে বিদেশিদের ভূমিকার বিষয়গুলো তুলে ধরেন তিনি। তার বক্তব্যে সর্বশেষ ২০১৮ সালের জাতীয় নির্বাচন পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে বিদেশিরা কি কি ভূমিকা রেখেছে সেসব ইতিহাস উঠে আসে।

আলী রীয়াজের মতে, নির্বাচনে দুটি বৃহত্তম রাজনৈতিক দলের বনিবনা না হওয়ায় বিদেশিরা সংলাপ বা মধ্যস্থতার মাধ্যমে সমঝোতার চেষ্টা করে। এ ক্ষেত্রে মধ্যস্থতার জন্য দুদল কখনোই আপত্তি করে না। কিন্তু এ বছরের পরিস্থিতিতে তারা সেটি না করে ভিসানীতি আরোপের মাধ্যমে সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের বার্তা দেওয়া হচ্ছে বলেও মনে করেন তিনি।

আলী রীয়াজ বলেন, 'বাংলাদেশের রাজনীতিতে বাইরের প্রভাবের সবচেয়ে বড় উদাহরণ হলো ভারত। এবার নির্বাচন নিয়ে ভারত যে কিছু বলছে না—এটাও একটা বার্তা। ২০১৮ সালের নির্বাচনের পর যুক্তরাষ্ট্র থেকে কোনো শুভেচ্ছাবার্তা আসেনি, এমনকি তৎকালীন ট্রাম্প প্রশাসনও পাঠায়নি। বাংলাদেশে গণতন্ত্র যত সংকুচিত হবে, ততই এখানে চীনের প্রভাব বিস্তারের পরিধি বাড়বে।'

ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সিঙ্গাপুরের ইনস্টিটিউট অব সাউথ এশিয়ান স্টাডিজের নন-রেসিডেন্ট সিনিয়র ফেলো ড. শ্রীরাধা দত্ত প্রফেসর আলী রীয়াজের বক্তব্যের সঙ্গে একমত পোষণ করে বলেন, নির্বাচন নিয়ে ভারতের কথা না বলাটাও একটা অবস্থান। নিজেরা ঠিক না থাকলে বাইরের লোক কথা বলার সুযোগ পায়, দিল্লিতে যে সরকারই থাকুক না কেন, তারা ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক নিয়ে একইভাবে কাজ করে। আওয়ামী লীগ যা কিছুই করুক না কেন, ভারত তা সামাল দেবে বলে বাংলাদেশে একটা ধারণা তৈরি হয়েছে।

২০১৮ সালের নির্বাচনে কেউ ভোট দিতে পারেনি মন্তব্য করে তিনি বলেন, এর কারণ আগেই সেখানে বোঝাপড়া হয়ে গিয়েছিল। ভারত-চীন ওই নির্বাচন মেনে নিলেও যুক্তরাষ্ট্র শুরু থেকেই ওই নির্বাচন নিয়ে কথা বলেছিল। যে সরকারই আসুক বাংলাদেশ-ভারত একসঙ্গে কাজ করতে পারবে আশা প্রকাশ করে তিনি বলেন, ভারত চাইবে ২০২৪ সালে এই সরকারের অধীনে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হোক।

সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন, 'বাংলাদেশের ইতিহাসে দলীয় সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হয়নি। অন্যদিকে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলোতে ক্ষমতার পালাবাদল হয়েছে। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী অসাংবিধানিকভাবে পাশ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্যই ছিল ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করা। সম্পূর্ণ বিতর্কিত এবং অগ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে বর্তমান সরকার টিকে আছে। প্রধানমন্ত্রী চাইলেও দলীয় সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়।'

ভোটাধিকার হরণের অর্থ মানবাধিকার হরণ উল্লেখ করে সুজন সম্পাদক বলেন, 'মানবাধিকার কারও অভ্যন্তরীণ বিষয় নয়। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির স্পন্দনই হলো গণতন্ত্র ও মানবাধিকার। তারা বাংলাদেশ বিষয়ে যেসব পদক্ষেপ নিয়েছে এগুলো হস্তক্ষেপ নয়। এগুলো তাদের মূল্যবোধভিত্তিক পররাষ্ট্রনীতিরই অংশ। কিন্তু, তাদের কথা না শুনে আমরা অনেককে শত্রু বানিয়েছি।

জনগণ থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি, কারণ জনগণও সুষ্ঠু নির্বাচন চায়।'

যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত এম হুমায়ুন কবির বলেন, 'বাংলাদেশকে বিশ্বের মানুষ গণতান্ত্রিকই দেখতে চায়। আমাদের অভ্যন্তরীণ ঘাটতিগুলোর কারণে বাইরের কথা শুনতে পাই। নির্বাচন সুষ্ঠু না হলে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক সংকুচিত হয়ে যাবে—এমনটাও তিনি স্মরণ করিয়ে দেন।'

বাংলাদেশের পতাকার রঙ অনুপ্রেরণা ফ্যাশনকন্যার

ভ্যানিটি ফেয়ারের নিবন্ধ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

৩ অক্টোবর মঙ্গলবার প্রকাশিত বিশ্বখ্যাত ম্যাগাজিন ভ্যানিটি ফেয়ারের এক নিবন্ধে উঠে এসেছে ফ্যাশনকন্যা রোকয়া খানুমের অনুপ্রেরণায় বাংলাদেশের কথা।

লন্ডনভিত্তিক ফ্যাশন সাইট খানুমস-এর প্রতিষ্ঠাতা রোকেয়া খানুম। তাঁর জন্ম ও বেড়ে ওঠা লন্ডনেই। বিশ্বখ্যাত ম্যাগাজিন ভ্যানিটি ফেয়ারে নিজের সফলতার পেছনে অনুপ্রেরণার কথা বলতে গিয়ে সবার আগে বাংলাদেশকেই টেনে আনলেন যুক্তরাজ্যে প্রথম প্রজন্মের দক্ষিণ এশীয় এই নারী।

রোকেয়া জানান, তাঁর দক্ষিণ এশীয় চেতনার সঙ্গে যুক্তরাজ্যে আধুনিক পশ্চিমা ফ্যাশনের সংমিশ্রণ ঘটেছে। এর ছাপ দেখা যায় তাঁর ফ্যাশন বিষয়ক কারুকার্যে।

চারটি অনুপ্রেরণার কথা জানাতে গিয়ে রোকেয়া সবার আগে উল্লেখ করেছেন বাংলাদেশের পতাকার কথা। এই পতাকার সবুজ রং তাঁর ডিজাইন করা বহু পোশাকের অনুপ্রেরণা হয়েছে। বাংলাদেশি পতাকায় ব্যবহৃত দুটি রং এবং এগুলোর অন্তর্নিহিত অর্থকে তিনি ভালোবাসেন। সবুজ রঙের ভেতর দিয়ে তিনি বাংলাদেশের গ্রামীণ সৌন্দর্যের প্রতিচ্ছবি এবং জীবনের সম্ভাবনাকে দেখতে পান। তাঁর ডিজাইন করা বেশ কিছু গয়নাতেও সবুজ রঙের প্রাধান্য দেখা যায়।

ভারতে ভ্রমণকেও নিজের অনুপ্রেরণা হিসেবে উল্লেখ করেছেন রোকেয়া। বিশেষ করে তাজ মহল। মুঘল আমলের এই অনন্য স্থাপনা দেখার সময় শিল্পের প্রতি গভীর টান অনুভব করেছেন তিনি। তাজ মহলের নির্মাণ শৈলী, ক্যালিগ্রাফি, ফুলের সমারোহ এবং বিমূর্ত জ্যামিতিক মোটিফের সমন্বয় ইসলামি ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে। খানুমের ডিজাইন করা জ্যাকেটগুলোতে যে সুষম এবং সুরেলা বিমূর্ত নকশাগুলো দেখা যায় তা মূলত তাজ মহলের অনুপ্রেরণা থেকেই।

একবার লন্ডনে অবস্থিত 'দ্য ডিজাইন মিউজিয়ামে' শাড়ি প্রদর্শনীতে গিয়ে প্রথমবারের মতো ফ্যাশনে পূর্ব ও পশ্চিমের সংযোগ ঘটানোর ইচ্ছা জাগে রোকেয়ার। বিভিন্ন পোশাকের ডিজাইনে তাই প্রায় সময়ই গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হয় শাড়ি।

রোকেয়ার সর্বশেষ অনুপ্রেরণা হলেন-মার্কিন গীতিকার ও গায়িকা বিয়োন্সে। রোকেয়া মনে করেন, বিয়োন্সে শুধু গান লিখে আর গেয়েই নারীর শক্তিকে ফুটিয়ে তোলেননি বরং তাঁর ফ্যাশনও এ ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রেখেছে। বিয়োন্সে তাঁর মতো আরও অসংখ্য নারীর অনুপ্রেরণা হয়েছেন বলেও জানান রোকেয়া খানুম।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের 'বাঁকা কলা' আইন বাতিল করবে যুক্তরাজ্য

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রবর্তিত 'বাঁকা কলা' আইনকে হাস্যকর আখ্যা দিয়েছেন যুক্তরাজ্যের পরিবেশমন্ত্রী। বলেছেন, যুক্তরাজ্য শিগগিরই এই হাস্যকর আইন বাতিল করবে। গত সোমবার ম্যানচেস্টারে ক্ষমতাসীন কনজারভেটিভ পার্টির এক সম্মেলনে পরিবেশমন্ত্রী থেরেসি কফি এ কথা জানান। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ইভিনিং স্ট্যান্ডার্ডের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের ১৩৩৩/২০১১ বিধি অনুসারে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের কোনো দেশে এমন কলা বিক্রি করা চলবে না, যা অস্বাভাবিকভাবে বাঁকানো। তবে সাইপ্রাস, পর্তুগাল, গ্রিস থেকে আসা কলার ব্যাপারে এই আইন শিথিলযোগ্য। ইউরোপ তো বটেই, যুক্তরাজ্যে আইনটি ব্যাপকভাবে হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে।

খলিলুর রহমানকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাস

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নিউইয়র্কের খলিল বিরিয়ানী হাউজের কর্ণধার খলিলুর রহমান খলিলকে শুভেচ্ছা জানালো। ৩০ সেপ্টেম্বর শনিবার দূতাবাসের ওয়েবসাইটের পোস্টে বলা হয়, বাপা ফুড প্রো এক্সপোতে ইউএস ইনোভেটিভ 'ফুড টেক ও টেস্টি ট্রিট' এ অংশ নিয়েছেন খলিলুর রহমান। ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের কর্মকর্তারা বলেন, নিউইয়র্ক সিটিতে বিরিয়ানী হাউজের সফল উদ্যোক্তা খলিলুর রহমানের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ ও মতবিনিময় সৌহার্দপূর্ন পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশেও খলিলের উদ্যোগে খলিল কুলিনারি প্রতিষ্ঠান দেখার প্রত্যাশায় রইলাম।

খলিলুর রহমান বর্তমানে বাংলাদেশে অবস্থান করছেন। তিনি সংবাদমাধ্যমকে বলেন, বাংলাদেশের সাথে সম্পর্কটি মাটি ও মায়ের। বিশ্বের অন্যপ্রান্তে বসবাস করলেও মনটি সবসময় পড়ে থাকে দেশের জন্য। দেশ ও দেশের মানুষের জন্য কিছু করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। এ লক্ষ্য পূরনে বাংলাদেশে একটি স্পাইসি ইন্ডাস্ট্রি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছি। আশা করছি, এ কাজে সফল হবো ইনশাল্লাহ। তিনি বলেন, হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট ও কুলিনারি এডুকেশনকে আরও প্রসারিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ শেফ ফেডারেশনের সাথেও যৌথ উদ্যোগে কাজ করছি। বাংলাদেশি ফুডকে জনপ্রিয় ও বিশ্বমানে নেবার লক্ষ্যে ২ অক্টোবর সোমবার ঢাকাস্থ ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং এসোসিয়েশনের সাথেও বৈঠক করেছেন খলিল বিরিয়ানী হাউজের কর্ণধার খলিলুর রহমান খলিল।

আমেরিকায় সরকার

শেষ পৃষ্ঠার পর

অব রিপ্রেজেনটেটিভস ও সিনেটে পাস হয়। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সই করলে বিলটি আইনে পরিণত হবে।

হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভে বিলটি ৩৩৫-৯১ ভোটে পাস হয়। আর সিনেটে পাস হয় ৮৮–৯ ভোটে। বিলটিতে রিপাবলিকানদের চেয়ে ডেমোক্র্যাটরা বেশি সমর্থন দিয়েছেন।

এর আগে প্রতিনিধি পরিষদে কেন্দ্রীয় সরকারকে অর্থায়ন করার যে বিল আনা হয়েছিল, কট্টরপন্থী রিপাবলিকানরা তা বাতিল করেন। কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলোর কার্যক্রম যাতে বন্ধ না হয়, তা নিশ্চিত করতে সরকারকে তহবিল জোগানোর মেয়াদ ৩০ দিন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিল আনা হয়েছিল হাউসে। কিন্তু সেই বিল ২৩২-১৯৮ ভোটে হেরে যায়। সেই বিলে রিপাবলিকানদের পছন্দ অনুযায়ী ব্যয় হ্রাসের পাশাপাশি অভিবাসন সীমিত করার প্রস্তাব ছিল।

শাটডাউন হলে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় পার্ক বন্ধ হয়ে যাওয়ার পাশাপাশি ৪০ লাখ কেন্দ্রীয় কর্মীর বেতন-ভাতা পরিশোধ বন্ধ হয়ে যেত। সেই সঙ্গে বন্ধ হয়ে যেত আর্থিক খাতের নজরদারি থেকে বৈজ্ঞানিক গবেষণার তহবিল।

মাত্র চার মাস আগে জাতীয় ঋণসীমা বৃদ্ধি নিয়ে দেশটির প্রধান দুই রাজনৈতিক দল যেভাবে পরস্পরের মুখোমুখি অবস্থানে চলে গিয়েছিল, তখনো এই শাটডাউনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। তখন তা এড়ানো গেলেও এর জেরে যুক্তরাষ্ট্রের ঋণমানে প্রভাব পড়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে মেক্সিকোয় কেন

শেষ পৃষ্ঠার পর

প্রজাপতিকে ছুটতে দেখা যায়। পশু-পাখি অভিবাসনের চুড়ান্ত এ সময়ে ক্যানসাস সহ যুক্তরাষ্ট্রের ১০ রাজ্যে- রাজা প্রজাপিতিকে ট্যাগিং করার কাজ চলছে। শরতের ভোরের মিষ্টি আলোয় আমেরিকার বন-বাদরে প্রজাপতির ওড়াওড়ি মন ছুঁয়ে যায়। এ সময় মোনার্ক ওয়াচ সংগঠনের উদ্যোগে ক্যানসাস রাজ্যের- উচিটা, ওকলাহোমা,লরেন্স এ রাজাদের ট্যাগ করার মধ্য দিয়ে নির্ধারণ করা হয়- কি পরিমান রাজা প্রজাপতি আমেরিকা পাড়ি দিয়েছে। ওদিকে মেক্সিকোতে শীতকালে রাজারা কোথা থেকে এসেছে তা নির্ধারণ করতে পারে। এখানে একমাত্র উদ্ভিদ মিল্কউইড পাওয়া যায়।

এনিয়ে কয়েকদিনের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সেচ্ছাসেবক দলকে "সিটিজন সায়ন্টিসট " হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়। এরা বনে-জঙ্গল ও পার্কে ঘুরে-ঘুরে একধরণের নেট দিয়ে চলন্ত রাজা প্রজাপতিকে ধরে তালিকাভুক্ত (টেগিং) করে থাকেন। উচিটা শহরের ন্যাচার সেন্টার পার্কে দেখা মেলে সিটিজেন সায়েনটিস্ট গেরী ও তাঁর সহযোগী নেন্সীকে। তারা দুজনে অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তা । তারা কয়েক বছর ধরে সাচ্ছন্দে এ রাজা প্রজাপতি ওয়াচ এন্ড টেগিং করার কাজ উপভোগ করে যাচ্ছেন। পার্কে ঘুরতে আসা অনেকে ব্যাতিক্রমী এ উদ্যোগ দেখে উৎসুক নয়নে তাকিয়ে থাকেন। পার্কের উত্তর-পূর্ব পাশে দেখা যায়- স্কুল পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের আঁকা রাজা প্রজাপতির (মোনার্ক) ভ্রমনচক্র নিয়ে রঙিন প্লে-কার্ড। ক্যানসাস স্টেট রিসার্চ অ্যান্ড

এক্সটেনশন এর জরীপ থেকে জানা যায়- প্রজাপতি অভিবাসনের কারণ হলো – মধ্যপশ্চিম এবং উচ্চ সমভূমির মধ্যে বাসস্থানের একটি করিডোর হিসেবে রাজা প্রজাতি ক্যানসাসকে বেছে নেয়।

রাজা প্রজাপতিগুলো মেক্সিকো পর্যন্ত শীতকালে তিন হাজার মাইল পর্যন্ত ভ্রমণ করে থাকে । বছরের এসময়টি রাজা প্রজাপতিগুলিকে ধরার জন্য মোনার্ক ট্যাগিং এবং রোস্ট ঘড়ির (স্থানান্তরের সময়) আয়োজন করা হয়ে থাকে নানা রাজ্যে। আন্তর্জাতিক ইউনিয়ন ২০২২ সালে- প্রকৃতি সংরক্ষণের জন্য অভিবাসী রাজাদের একটি "লাল তালিকায়" যুক্ত করেছে। এ রাজা প্রজাপতি দ্রুত হ্রাসের একটি প্রধান কারণ হল মিল্ক উইডের হ্রাস। মিল্কউইড একমাত্র উদ্ভিদ যেখানে রাজারা ডিম পাড়ে। এটি খামারের আশেপাশে বেড়ে উঠতে দেখা যায়, কীটনাশক ব্যবহার এবং বর্ধিত ধান কাটার মাধ্যমে এ উদ্ভিদ কেটে ফেলা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পোকামাকড়ের প্রভাব বৃদ্ধি এবং তাপমাত্রা উভয় পরিবর্তনের জন্য অত্যন্ত সংবেদনশীল।

প্রজাপতির নামের উৎপত্তি ইংল্যান্ডের রাজা তৃতীয় উইলিয়াম। যিনি কমলার রাজকুমার নামে পরিচিত ছিলেন, যা রাজার প্রাথমিক রঙ। বিজ্ঞানীরা- এ প্রজাপতিকে "ডানাউস প্লেক্সিপাস" নামে ডাকেন। গ্রীক ভাষায় যার আক্ষরিক অর্থ "নিদ্রাহীন রূপান্তর"। তারা এ দীর্ঘপথ অতিক্রম করে একটা লম্বা ঘুম দেয় মেক্সিকোর সুরক্ষিত ফার বনে। যা তাদের শক্তি জোগায়। বিভিন্ন অঞ্চলে প্রজাপতিকে মিল্কউইড, কমন টাইগার, ওয়ান্ডারার এবং ব্ল্যাক-ভেইনড ব্রাউন বাটারফ্লাইস ও বলা হয়ে থাকে। পুরুষরা মহিলাদের চেয়ে কিছুটা বড় এবং প্রতিটির পিছন দিকের শিরায় কালো দাগ থাকে। দাগের মধ্যে ফেরোমোন থাকে যা সঙ্গীদের আকর্ষণ করে। মহিলারা প্রায়শই গাঢ় হয় এবং তাদের ডানায় প্রশস্ত শিরা থাকে। সমস্ত প্রজাপতির মতো, এই প্রাণীর ডিম থেকে প্রজাপতি পর্যন্ত চার-পর্যায়ের জীবনচক্র রয়েছে।

বাইডেন খালি খালি সেলফি তুলেন নি

শেষ পৃষ্ঠার পর

জন্য এবং এসডিজি বাস্তবায়নে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডাররা যে একত্রিত হয়ে কাজ করেন তা তুলে ধরা হয়।

অনুষ্ঠানে অংশ নেন ইউরোপীয় ইউনিয়ন ডেলিগেশন প্রধান চার্লস হোয়াইটলি, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন, জাপানের রাষ্ট্রদূত ইওয়ামা কিমিনোরি, দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত পার্ক ইয়াং-সিক, বিজিএমইএ'র সভাপতি ফারুক হাসান এবং সিএসআর সেন্টারের সিইও শাহমিন এস জামান। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সিএসআর সেন্টার ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ফারুক সোবহান।

বিএনপি'র একদফা আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে উল্লেখ করে সালমান এফ রহমান বলেন, বিএনপি যে আন্দোলন শুরু করেছে, তা কখনো সফল হবে না। কারণ জনগণ তাদের সঙ্গে নেই।

সালমান এফ রহমান বলেন, জ্যাক সুলিভান যিনি আমেরিকান ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার, প্রেসিডেন্ট বাইডেনের। আমেরিকান সিস্টেমে কয়েকজন আছেন যারা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার সবসময় কিন্তু উনাদের সিস্টেমে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একজন ব্যক্তি। তিনি কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমাদের অ্যাম্বাসিতে গিয়ে দেখা করেছেন। এবং সেই অ্যানাউন্সমেন্টটাও আমরা দিচ্ছি না। অ্যানাউন্সমেন্টটা কিন্তু হোয়াইট হাউস থেকে এসছে। সেখানেও বলা হয়েছে যে, আমাদের কথাটা হয়েছে বাইলেটারাল টাইস এর সমন্ধে এবং আগামী নির্বাচন সমন্ধে। বিদেশিরা কী চাচ্ছেন? একটা হলো, প্রেসিডেন্ট বাইডেন কি বলেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে, জ্যাক সুলিভান কি বলেছেন? একটাই কথা, যেটা তারা বারবার বলে আসছেন, নতুন কথাটা না। তাদের কথা হলো- অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ একটা পিসফুল নির্বাচন চায়। আমরা বলেছি- আমরাও একই জিনিস চাই।

তিনি বলেন, আগামী নির্বাচন সংবিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অধীনেই হবে, কেউ অংশগ্রহণ না করলে নির্বাচন থেমে থাকবে না। প্রেসিডেন্ট বাইডেনের সঙ্গে কি কথা হয়েছে। তাদের একটাই চাওয়া বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হোক। তাদের ও আমাদের সরকারের চাওয়া একই। এখানে কোনো দ্বিমত নেই। স্বাধীন নির্বাচন কমিশন অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন উপহার দিতে বদ্ধপরিকর।

বিদেশিরা বর্তমান সরকারকে আর ক্ষমতায় দেখতে চায় না বিএনপি নেতাদের এ ধরনের বক্তব্যকে বিভ্রান্তিকর ও গুজব আখ্যায়িত করে সালমান এফ রহমান বলেন, বিএনপি আন্দোলন করছে ফেসবুক ও ইউটিউবে।

বিএনপিকে নির্বাচনে অংশ নেয়ার অনুরোধ জানিয়ে তিনি বলেন, জনগণের কাছে যান, জনগণ যদি চায়, তাহলে জনগণের শক্তি দিয়ে ক্ষমতায় আসেন। তাতে আমাদের কোনো আপত্তি নাই।

সেলফি নিয়ে বিএনপি'র সমালোচনা সম্পর্কে সালমান এফ রহমান বলেন, বাইডেনের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সেলফি অব চান্সে হয় নাই। এটা আগে থেকেই অনুষ্ঠানের সাইড লাইনে কর্মসূচির আলোকে হয়েছে।

স্যাংশন নিয়ে তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নষ্ট হয়নি। আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য আগের মতোই চলছে। তারা আসতেছে, আমরা যাচ্ছি। তাদের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তারা আসছে। আমিও ব্যক্তিগতভাবে ওয়াশিংটন ডিসিতে উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছি। তারা যখন ঢাকায় এসেছেন তখন আমার সঙ্গে বৈঠক করছেন, আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেছেন। অর্থাৎ সব কিছু আগের মতোই চলছে।

সালমান এফ রহমান বলেন, 'নিষেধাজ্ঞা বিষয়টিই তো ভুল ধারণা। নিষেধাজ্ঞা তারা শুধু একবার দিয়েছে র‌্যাবের ওপর। এরপর আইন অনুযায়ী আমাদের যে যে পদক্ষেপ নেয়ার প্রয়োজন তা আমরা নিচ্ছি। র‌্যাবের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক নষ্ট হয়নি। আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যেভাবে চলার ঠিকভাবেই চলছে।'তিনি আরও বলেন, ভিসা স্যাংশন নয় ভিসা রেস্ট্রিকশনের কথা তারা বলেছে। এটারও তারা ব্যাখ্যা দিয়েছে। তারা বলেছে যে, কেউ নির্বাচনের বিরুদ্ধে কাজ করবে, অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনে বাধা দেবে, তাদের বিরুদ্ধে ভিসা রেস্ট্রিকশন দেয়া হবে। এটা তারা বার বার ক্লিয়ার করেছে। এমন কি গত মঙ্গলবার হোয়াইট হাউসও বলেছে যে, আমরা কিন্তু কোনো দলের পক্ষে নই। এটা তারা দেবে নির্বাচনে বাধা দেয় এমন যেকোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে।

তিনি বলেন, এই স্যাংশন শুধু বাংলাদেশে নয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যুক্তরাষ্ট্র দিয়েছে। তারা তাদের আইন অনুযায়ী কাজ করে। অথচ বিএনপি বার বার বলছে, ভিসা রেস্ট্রিকশন শুধু আওয়ামী লীগের ওপর দিয়েছে।

তিনি আরও বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্র চাইলে তার দেশের আইন অনুযায়ী ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারে। তাদের একটা সিস্টেম আছে, আইন আছে, তারা সে অনুযায়ী কাজ করবে। আমি যদি তার দেশে যেতেই না চাই তাহলে নিষেধাজ্ঞার প্রশ্নই আসে না।

বিএনপি'র উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আমরা এবার কোনো ভাবেই জ্বালাও-পোড়াও সহ্য করবো না। গত নির্বাচনে তারা করেছে। কিন্তু তারা পার পায়নি। এবার সেই সুযোগ দেয়া হবে না। তার আগেই আমরা অ্যাকশনে চলে যাবো।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, কীভাবে বিভিন্ন সেক্টর তাদের ব্যবসার মধ্যে সার্কুলার ইকোনমিকে অন্তর্ভুক্ত করে ব্যবসার সাস্টেইনেবিলিটিকে নিশ্চিত করতে পারে তা এই বছরে সিএসআর রিপোর্টের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। স্ট্র্যাটেজিক করপোরেট অংশগ্রহণের মাধ্যমে সিএসআর ব্যবসা এবং সমাজের উপকার করে এবং সেই সঙ্গে ইতিবাচক প্রভাব তৈরি করে, যা কিনা এসডিজির সঙ্গে সম্পর্কিত।

বাবা-মা'র টেকনোলজি সম্পর্কে

শেষ পৃষ্ঠার পর

জানেন না। তাদের উচিত হবে অবশ্যই টেকনোলিজি সম্পর্কে রিসার্চ করা। নিজেকে আপডেটেড বলা মানে শুধু পোষাকে, চেহারার এবং মানুষের সাথে আচরনের ব্যাপারে আপডেটেড না। নিজেরে টেকনোলজির ব্যাপারে আপডেট করতে হবে। সাধারন পোষাকেও একজন মানুষ নিজেকে আপডেটেড রাখতে পারে।'

এই গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো আলোচনা করেন মাহবুব সিদ্দিক এবং মৌমিতা রায়। গত বৃহস্পতিবার ২৮ সেপ্টেম্বর প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার জনপ্রিয় সম্প্রচার "টক অফ দ্য উইক" অনুষ্ঠানে এই দুজন অতিথি উপস্থিত ছিলেন।

মাহবুব সিদ্দিক-সিইও মেটা ইনফো টেক (MIT), ক্যারিয়ার প্রশিক্ষণে ১৫ বছরের অভিজ্ঞতা। মৌমিতা রায়-সিনিয়র সফটওয়্যার কিউ-এ ইঞ্জিনিয়ার। সরকারী এবং স্বাস্থ্যসেবা শিল্পে অভিজ্ঞ তিনি। তারা কথা বলেছেন নতুন প্রযুক্তির প্রসার ও আমাদের সম্প্রদায়ের উপর এর প্রভাব নিয়ে।

'মেটা ইনফো টেক' এবং এর প্রধান উদ্যোগ নিয়ে মাহবুব সিদ্দিক জানান, "আমরা বর্তমানে প্রযুক্তির চরম শিখরে অবস্থান করছি , মাত্র এক দশক আগেও যা ছিল নেহাতই কল্পনা তা এখন বাস্তব। বর্তমানে তথ্য প্রযুক্তির প্রসার ঘটেছে ব্যাপকভাবে।" মৌমিতা রায় অর্থনীতিতে স্নাতক করেছেন, একটি সম্পুর্ন ভিন্ন খাত থেকে প্রযুক্তি খাতে এসেছেন। শুধুমাত্র আগ্রহ জন্মানোর কারণে প্রযুক্তির মত একটি চ্যালেঞ্জিং পেশা বেছে নেন, এবং বর্তমানে তিন বছর ধরে কাজ করছেন। পেশাগত গোপনীয়তা বজায় রেখে কিভাবে দৈনন্দিন কাজ গুছিয়ে চলতে হয়ে সে সম্পর্কে মৌমিতা রায় বলেন, "শারীরিক ভাবে অক্ষম বয়স্ক মানুষদের সাথে আমি কাজ করি। বাসা থেকে কাজ করার সুবিধা আছে, আজ পর্যন্ত কোন অফিস ও সহকর্মী দেখিনি। মূলত সফটওয়ার টেস্টারের কাজ করি, পরে সেই প্রোগ্রাম প্রোডাকশনে যায়। বাসায় থেকে পরিবার ও সন্তানকে সময় দিতে পারছি। আমি মনে করি মেয়েদের জন্যে, বিশেষ করে যারা নতুন মা হয়েছেন তাদের জন্যে এই ধরনের কাজ সহজতর।" প্রফেশনের শুরুর দিকে কিছুটা চ্যালেঞ্জ ছিল বলে জানান মৌমিতা রায়। তবে এই সব চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করেছেন এম,আই,টি, থেকে ওয়ার্কশপের মাধ্যমে।

'এম আই টি' বাঙালি কমিউনিটির মানুষদেরকে প্রযুক্তি বিষয়ক চাকুরির প্রশিক্ষণ ও সহযোগিতা দিয়ে থাকে। গত ১৫ বছর যাবত সফলতার সাথে কাজ করছেন এই সেক্টরে কাজ করছেন মাহবুব সিদ্দিক। পরিবর্তিত ও নতুন প্রযুক্তি নিয়ে কোম্পানিগুলো প্রতিনিয়ত গবেষণা করে এবং সেই অনুযায়ী তাদের কৌশল নির্ধারিত করে থাকে। এই বদলে যাওয়া নতুন প্রযুক্তির সাথে কিভাবে একজন নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে, বা যোগ্য করে তুলতে পারে?" এই প্রশ্নে তিনি জানান,"বর্তমানে সফটওয়ার খুব দ্রুত উন্নীত হচ্ছে। তাই আমাদের টেস্টিং ও খুব দ্রুত হয়। এই খাতে যারা কাজ করছে তাদের সবসময় নিজেকে নতুন পরিবর্তন সম্পর্কে জানতে হবে। নতুন এডিশন সম্পর্কে তারা কোম্পানী থেকে জানতে পারে, গুগুলে সার্চ দিতে পারে। আমি প্রতিনিয়ত আমার ছাত্রদের নিউইয়র্ক টাইমসের টেকনোলজি সেকশন, জব পোর্টাল লিঙ্কড-ইন, ইত্যাদি সার্চ দেবার কথা বলে থাকি।"

মাহবুব সিদ্দিক স্বয়ংক্রিয় কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তার অগ্রগতি সম্পর্কে বলেন, "আগামী ৫ থেকে ১০ বছরে আমাদের সমাজে প্রযুক্তির এবং কৃত্তিম বুধিমত্তার প্রসার অনেক দূর এগিয়ে যাবে। রুটিন ও রিপিটেটিভ কাজগুলোর ক্ষেত্রে এ,আই, সফটওয়্যার ব্যাবরিত হতে পারে। এই ব্যাবাহারের কারণে রিমোট কাজের স্বাধীনতা ও সুবিধা এবং কাজের সময়সুচীর নমনীয়তা ভবিষ্যতে আরো বৃদ্ধি পাবে। কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা ব্যাবহারকে অনেকেই ভালোবাসে শুরু করেছেন।"

নতুন যে সব প্রযুক্তি বাজারে আসছে তার মধ্যে একটি নতুন প্রযুক্তি চাকরির বাজারে কতটুকু প্রভাব ফেলবে সে সম্পর্কে মাহবুব সিদ্দিকি বলেন, "আমি নিজেকে একজন টেকনোলজিস্ট ভাবি, তবুও নতুন টেকনোলজি শিখতে হয়। রিসার্চ অনুযায়ী স্বচালিত গাড়ী সামনের জব মার্কেটে একটা বড় প্রভাব ফেলবে। আগামী ২-৩ বছরের মধ্যে প্রতিটি গাড়ী যদি সেলফ ড্রিভেন হয়ে যায় তখন প্রচুর মানুষ চাকরী হারাবে। তবে এ,আই'র ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুটো দিকই আছে। বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে এ,আই, ব্যাবহার করে আমরা খুব তাড়াতাড়ি আমাদের প্রোডাক্ট তৈরি করতে পারছি। এতে ভবিষ্যতে প্রডাক্টের মুল্য কমবে। এই বিষয়টা নিয়ে আমাদের কমিউনিটি হয়তো ভাবতে পারে যে এই যন্ত্রগুলি আমাদের চাকুর বা কাজ দখল করে নিচ্ছে এবং আমরা বেকার হয়ে যাচ্ছি। আমি বলবো এ,আই, নিয়ে কোন দুশ্চিন্তার কারণ নেই। এ,আই'র কারণে চাকরীর প্রসারতা বাড়বে, হয়তোবা কাজের ধরন পাল্টাবে।"

যারা এইক্ষেত্রে কাজ করতে চায় বা ক্যারিয়ার শুরু করতে চায়, তাদের ব্যাপারে পরামর্শ জানিয়ে মাহবুব সিদ্দিক এবং মৌমিতা রায় বলেন, "কেও আই টি সেক্টরের যে কোন পজিশনে কাজ শুরু করতে চায় সেক্ষেত্রে নিজেকে আপডেটেড থাকতে হবে। এই সেক্টরে সবাইই কাজ করতে সক্ষম। আমাদের কোর্স গুলো ২-৩ মাসের, নিজেকে ডিটাইরমাইন্ড করে ফোকাসড করতে হবে। আমাদের ৭০ শতাংশ শিক্ষার্থীদের কলেজ ডিগ্রী নেই, কিন্তু আমরা এটাকে কোন বাঁধা মনে করি না। ইউটিউব, ইউডেমি, গুগল ইত্যাদির কারণে এখন যে কোন বিষয়ে সবার সমান এক্সেস আছে। সেখানে তারা নিজেদের ইন্টারেস্ট কে কাজে লাগিয়ে আগাতে পারে।"

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন রোকেয়া দীপা এবং কারিগরি সহযোগিতায় ছিলেন এইচ বি রিতা। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার এই জনপ্রিয় অনুষ্ঠানটি প্রতি বৃহস্পতিবার নিউইয়র্ক সময় রাত ৯টায় সরাসরি সম্প্রচারিত হয়ে থাকে।

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজের 210 স্টিটে দুই রুম, ফুল বাথ, রান্নাঘর কমন স্পেস ভাড়া হবে। যোগাযোগ 917-293-6640

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

বাসা ভাড়াউডসাইডে সুন্দর ও মনোরম 1 পরিবেশে ৪৬ স্ট্রীট ৭ টেনের কাছে ১লা অক্টোবর হতে ২ বেডরুমের বাসা ভাড়া a দেয়া হবে। যোগাযোগঃ 718-808-2049, 718-808-3360.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা ব্রায়ারউড ৮৭ এভিনিউ এবং ১৫০ স্ট্রিটের ইন্টার সেকশনে সুন্দর পরিবেশে সেমি বেজমেন্টে ২ বেডরুম, ওপেন স্পেস, কিচেন ও ফুল বাথরুম সহ পহেলা অক্টোবর থেকে ভাড়া হবে। আলাদা প্রবেশ পথ, E ও F ট্রেন ও মসজিদ সন্নিকটে। ছোট পরিবার অথবা স্টুডেন্ট অগ্রাধিকার যোগ্য। যোগাযোগ :929-321-3450

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজের 210 স্টিটে দুই রুম, ফুল বাথ, রান্নাঘর কমন স্পেস ভাড়া হবে। যোগাযোগ 917-293-6640

বাসা ভাড়া

সাউথ জ্যামাইকায় ১৪০ স্ট্রীট, ১৩০ এভিনিউর কর্নারে মনোরম পরিবেশে ২য় তলায় ৩ বেডরুম, লিভিং/ ডাইনিং, কিচেন/ বাথরুমসহ পুরো ফ্লোর ভাড়া হবে অতিসত্বর। যোগাযোগ : 516-495-0341, 929-372- 0451.

বাসা ভাড়া

আপনি কি বাসা ভাড়া দিতে চাচ্ছেন? আমার সাথে যোগাযোগ করুন, আমি আপনার বাসা অতিদ্রুত ভাড়া দিতে সাহায্য করবো। যোগাযোগ : জান্নাত রহমান (Realtor) 917-582- 2582.

বাড়ি ভাড়া

Jamaica 168 Street Merrick Blvd BP গ্যাস স্টেশনের পিছনে দুই- বেডরুম, এক- বাথরুম, একটি ড্রয়িং রুম ভাড়া (1st Floor). বিদ্যুৎ এবং গ্যাস সহ ভাড়া আলোচনার সাপেক্ষে। Parking Not included. যোগাযোগ : 347-301-5185 to schedule a visit

গ্যাস স্টেশন এবং কনভিয়েন্স স্টোর বিক্রয়

জরুরী ভিত্তিতে কানেকটিকাটে মনোরম এবং ব্যস্ত লোকেশনে দুইটি গ্যাস স্টেশন এবং কনভেনিয়েন্স স্টোর বিক্রয় হবে। আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন: 646-403-6818

শিশু পার্ক ও খামার বিক্রয় হবে

রাজবাড়ী পাংশা-নাঙ্গলবাধ নির্মাণাধীন ব্রীজের সন্নিকটে শৈলকুপা রোডে ৪৮০ শতাংশ জমিসহ শিশু পার্ক (সরকারী অনুমোদিত) ধানের চাতাল, মাছের চাষ, নয়টি পুকুর, গরুর খামার, ৭০০ ফলাদি ও বনজ গাছসহ বিক্রয় হবে।
যোগাযোগ: 516-814-1931 ঢাকা: +8801712371951

Convenience Store

জ্যামাইকা হিলসাইড এবং PARSONS BLRD ২টা হাই স্কুল ২টা Middle School-এর মধ্যে সাবওয়ে থেকে উঠলে Very busy Convenience Store Sale করা হবে। মালিক অসুস্থ থাকার কারণে Sale হবে। শুধু সিরিয়াস ক্রেতারা যোগাযোগ করুন। ফোন: ৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮

বাসা ভাড়া

Parkchester Bronx, 3 bed room Apartment with large living room, dinning & kitchen, close to trains / Buses/ Bangladeshi Gorceries/ Rstaurants/ Supermarkets/ other shopping complexes ST আগস্ট ২০২৩ হতে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: 718-973- 2802.

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা ১৭৭ স্ট্রিট এবং ১০৬ রোড-এ ৩ বেড ১ বাথ এর একটি বাসা ভাড়া হবে সেপ্টেম্বর থেকে। মসজিদ, বাস স্টপ, ট্রেন স্টপ, গ্রোসারী সন্নিকটে। যোগাযোগ করুন 917-459-6454

বাসা ভাড়া

জ্যাকসন হাইটস ৩২-৫৬, ৮৬ স্ট্রীট, নর্দার্ন বুলেভার্ড এর কর্নার এ ২ বেডরুমের নিউলি রিনোভেটেড এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: 347-484-6385, 347-617- 3433.

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কস/ পার্কচেস্টার পেলহাম ১ বেড ওয়াকিং ছোট সেপারেট (এপার্টমেন্ট) এবং এটিক খুব সুন্দর ৬ ট্রেন বাস ও সবকিছু নিকটে। ছোট পরিবার, স্বামী-স্ত্রী, কর্মজীবী মহিলা/ ছাত্র-ছাত্রী ব্যাচেলারদের জন্য। একটি বাড়ি বিক্রি হবে কোয়ালিফাইডরা যোগাযোগ করুন: 917-214-7829, 917-995-7846.

মহিলা রুমমেট চাই

ইয়াংকি ষ্টেডিয়ামের কাছে ১টি রুম একজন মহিলা/ছাত্রী এর কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। Bronx এর D train এর কাছে। যোগাযোগ: 986-837-7230

এক বেডরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া

বাসা এভিনিউ/১৭০ স্ট্রীট এফ ট্রেনের কাছে ৩য় তলায় এক বেডরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। ভাড়া ১৬০০ ডলার। 646-256-1766, 718-844- 8731.

রুম ভাড়া

বড় দুটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে।কিচেন শিয়ার।সার্টফিন ব্লোবার্ড এবং হিলসাইড এবিনিউতে।F,E,air train ,bus station, মসজিদ,মাদ্রাসা,বাংঙ্গালী গ্রোসারী সব কিছু অতি নিকটে।বাসা এখন খালি আছে। ৯২৯৩২৮৫০৪২

বেসমেন্ট ভাড়া

সাউথ জ্যামাইকায় নতুন বেসমেন্ট ভাড়া হবে (109-47156 st) নতুন বাসায় ২ বেডরুমের বেসমেন্ট ছোট পরিবারের নিকট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: 347-774- 6684 OR 570-8170-821

বেসমেন্ট ভাড়া

নিউহাইড পার্ক, হি- লসাইডের সাথে সম্পূর্ণ নতুন. রিনোভেটেড এবং ফুল ফার্নিশড করা ১ বেড রুম, কুইন সাইজ বেড এবং বড় সাইজের লিভিং রুম, সাথে সিঙ্গেল বেড ফুল কিচেন ও বাথরুম আলাদা এন্ট্রেন্স, ফুল এসি ও হিটিং, কার পার্কিংসহ অক্টোবর থেকে ভাড়া দেয়া হবে। স্বামী-স্ত্রী অথবা ২জন মেয়ের নিকট। যোগাযোগ: 929-474-4750

স্টুডিও রুম ভাড়া

সাউথ ওজনপার্ক এ ট্রেন, ১১১ স্ট্রীট সাবওয়ে স্টেশন থেকে মাত্র ২ ব্লক দূরে বেসমেন্টে ১টি স্টুডিও রুম ভাড়া হবে। ১ বেড, ১ বাথরুম, ১ কিচেন। যোগাযোগ: 347-260-7770, 347-891- 7145.

স্টুডিও ভাড়া

আগস্ট মাস থেকে জ্যামাইকা এলাকায় প্রাইভেট বাসার একটি স্টুডিও রুম ভাড়া হবে। সম্পূর্ণ আলাদা কিচেন, বাথরুম এবং আলাদা প্রবেশ পথ। শুধুমাত্র একজন কর্মজীবী মহিলা/ দুইজন ছাত্রীর জন্য । যোগাযোগ: 347-221-4947

স্টুডিও ভাড়া

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ড এবং ১০৮ এভিনিউতে ফুল রিনোভেটেড সেমি-বেসমেন্টে একটি স্টুডিও ১জন স্টুডেন্ট/ ব্যাচেলারের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। ফোন: 718- 839-5479

আইন প্রতিষ্ঠানের জন্য রিসিপশনিস্ট আবশ্যক

কুইন্সের একটি প্রতিষ্টিত ইমিগ্রেশন বিষয়ক আইন প্রতিষ্ঠানে রিসিপশনিস্ট নিয়োগ করা হবে। প্রার্থীকে খুবই অরগেনাইজড, কমিনিউকেশনে ও জনসংযোগে দক্ষ হতে হবে। ইংরেজির সাথে বাংলায় কথা বলা জানতে হবে। আইন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। আকর্ষনীয় বেতন ও সুবধাদি দেয়া হবে। রিজুমি ইমেইল করুনঃ ravi@gehilaw.com

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পাটনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854. Email: amrsolarllc@yahoo.com

স্ট্যাটেন আইল্যান্ডে বাসা ভাড়া হইবে

ভিক্টোরি ব্লুবার্ড এন্ড কুইনলান অভ্যেনুর উপর অত্যন্ত মনোরম, নিরিবিলি ও নিরাপদ পরিবেশে ১ (এক) বেডরুমের একটি বাসা ভাড়া হবে। সবরকমের শপিং দোকানপাট ১-২ মিনিটের মধ্যে পাওয়া যাবে, ইন্ডিয়ান, পাকিস্তানী গ্রোসারী ওয়াকিং ডিস্টেন্সের মধ্যে পাওয়া যায়। ভেরাজোনা ব্রিজ এবং i 278 এক্সপ্রেস ওয়ে থেকে খুব সহজে এক্সিট নেয়া যায়। বাসা ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে যোগাযোগে: ফারুক হোসাইন মোবাইল : ৯২৯৪৪৪৫৩০৫

বেসমেন্ট ভাড়া

বেসমেন্ট ভাড়া হবে ১লা আগস্ট হতে। এক বেডরুম এবং লিভিং রুম, সাবওয়ে '৩' ট্রেন (দুই ব্লক) ৪৬৯ জর্জর্জিয়া এভিনিউ, ব্রুকলীন, নিউইয়র্ক। যোগাযোগ করুন: 917-362-3190

ব্রঙ্কসে অফিস ভাড়া

ব্রঙ্কসের ক্যাসেল হিল এন্ড জেরেগা ওয়েসচেষ্টার এভিনিউতে ১০ রুমের অফিস ভাড়া হবে। ডাক্তার অফিস হলে ভাল হয়। ইকবাল-347-337-2144

ফ্ল্যাট বিক্রয়

নোয়াখালী বসুরহাট পৌরসভায় অবস্থিত পোষ্ট অফিসসংলগ্ন ৫ তলা বাড়ি শাহানাজ ভিউ। প্রতিটা ফ্লোরে ৪টা ফ্ল্যাট। গ্যাস সংযোগসহ ফ্ল্যাট বিক্রয় করা হবে। যোগাযোগ বাংলাদেশ: 016-16531283. USA: 347-237-3012

সিলেটে জমিসহ ফ্লাট বিক্রয়

সিলেট শহরের অভিজাত আবাসিক এলাকা হাউসিং এসটেট। আবাসিক এলাকার সংলগ্ন পাঁচ মিনিটের হাঁটাপথ উত্তর পীর মহল্লা পাহাড়ীকা আবাসিক এলাকায় ৬ তলা ফাউন্ডেশনের বিলডিং এ গ্যাস সংযোগ সহ ২টি ফ্ল্যাট (৪ শতাংশ জমিসহ)বিক্রয় হবে। যোগাযোগঃ +৮৮০১৭১১৩২৭৩৭৩ (হোয়াটসআপ)

লোক আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসের অতি নিকটে (৬৯-১৭ নর্দার্ন বুলেভার্ড) একটি বাংলাদেশী গ্রোসারীতে কাজ করার জন্য মিট কাটার/ স্টোর হেলপার আবশ্যক। 646-250-7975.

ড্রাইভার আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসে RAV 4 ইয়ালো ক্যাবের জন্য একজন অধুমপায়ি রাতের ড্রাইভার প্রয়োজন। ফোন 332-201-4393

বেসমেন্ট ভাড়া

এস্টোরিয়া ৪৬ স্ট্রীট সাবওয়ে আর, এম, ই ট্রেনের অতি নিকটে দুই বেডরুমের একটি বেসমেন্টের একটি রুম শুধু ভদ্র, শিক্ষিত, অধুমপায়ী পুরুষ ব্যাচেলারদের নিকট ভাড়া দেয়া হবে। কিচেন ও লিভিং রুম শেয়ার করতে হবে। 347-438-7884.

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

জ্যাকসন হাইটসের প্রানকেন্দ্রে অবস্থিত কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স কোম্পানীতে ট্যাক্স, একাউন্টিং ও অফিস সহকারি পদে কিছু লোক জরুরি ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হবে। অনুগ্রহ করে রিজ্যুমি ইমেইল করুন Karnafullytax@yahoo.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

ঢাকায় বসবাসরত এবং ইডেন কলেজে স্নাতক (প্রথম বর্ষ) অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর কাকা New York

ন্যানি আবশ্যক

We are looking for a live-in or live-out nanny near the Elmont area. PH#Hemel 917-826-3498. Aysha 347-545-8669

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ এআর ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২

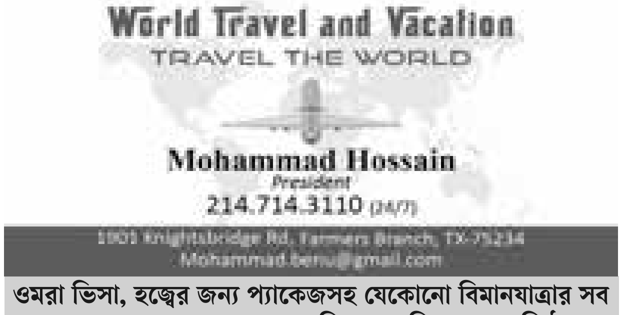

ওমরা ভিসা, হজ্বের জন্য প্যাকেজসহ যেকোনো বিমানযাত্রার সব ব্যবস্থার জন্য আমাদের পেশাদারিত্ব আর বিশ্বস্থতার প্রতিষ্ঠান। দয়া করে ফোনে বা ইমেইলে যোগাযোগ করুন।

চুক্তিতে ড্রাইভিং লাইসেন্স

১০০ ভাগ নিশ্চয়তাসহকারে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

যারা বার বার ড্রাইভিং টেষ্ট দিয়ে বিফল হয়েছেন তাদের জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ।

যোগাযোগ সাঈদ–৯১৭–৮০৭–৪৮৫১

পাত্র চাই

প্রফেসর পিতামাতার কন্যা, ডাক্তারি কমপ্লিট, রেসিডেন্সির করার অপেক্ষায় আছে, স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসরত, বনেদি পরিবারের (২৬-৫'৫") সুন্দরী পাত্রীর ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, পিএইচডি পাত্র চাই। +8801644971287
(WhatsApp + Viber) biyerk-hon@gmail.com

পাত্র-পাত্রী চাই

১)আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে ডিগ্রীপ্রাপ্ত । মুসলিম। সাতাশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্রী চাই।
২) ডাটা সাইন্সে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়রত। মুসলিম। তেইশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্র চাই।
এসএমএস করুন। গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে। ৩৪৭-৩৪৫-৮২০৭

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগঃ 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্র চাই

সিলেটি পিতামাতার নিউইয়র্কে জন্ম নেয়া ডাক্তার এবং মে মাস থেকে নিউইয়র্কে রেসিডেন্সি প্রাপ্ত (২৬-৫-৬) নামাজি ও হিজাবী পাত্রীর জন্য ধার্মিক ও উচ্চ শিক্ষিত পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 646-577-8290, e-mail: zamanmehdad227@gmail.com

পাত্রী চাই

বাংগালি আমেরিকান অবিবাহিত ধার্মিক প্রতিষ্ঠিত ইঞ্জিনিয়ার ৪০ পাত্রের জন্য অনুদ্ধ ৩৫ বয়সী কানাডা আমেরিকান মার্জিত, সুশ্রী ধার্মিক পাত্রীর সন্ধানে। ফোন 203-559-6862

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগঃ516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

পাত্রী চাই

US সিটিজেন ডিভোর্স পাত্রের জন্য (৫৫) ৫ ফট ৬'' শিক্ষাগত যোগ্যতা ইন্জিনিয়ার, সরকারি চাকুরিজীবি সু প্রতিষ্ঠিত মুসলিম পাত্রের জন্য বিধবা, ডিভোর্স বা বৈধ কাগজপত্র না থাকলেও চলবে পাত্রী চাই। 646-707-9614

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫''। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্রপাত্রীর খোঁজে

অভিভাবক বা পাত্রপাএী নিজে যোগাযোগ করুন। কোন ফি নাই। সম্পূর্ণ অলাভজনক সেবামূলক উদ্যোগ। যোগাযোগ email: drmah007@gmail.com, **ফোন: ৫৭১–৪৮৯–৯০১৩**

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

FOR RENT

১০৭ এভিনিউ, পাইনগ্রোভ স্ট্রিট, সাউথ জ্যামাইকা এর কর্নারে প্রাইভেট হাউজের ১টি ইউনিট (৩ বেডরুম, লিভিং রুম, ২ বাথরুম) ভাড়া হবে। ভাড়া ২৩০০ ডলার। যোগাযোগ: 646-302-2153
646-291-9845, 646-641-5348

আবশ্যক

একটি ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞ ইন্সট্রাক্টর আবশ্যক। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: এম ডি আলী- 917-500-3937

ARMAN CHOWDHURY, CPA

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

7 DAYS OPEN
AUTHORIZED e-file PROVIDER

718-475-5686

87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্

ট্যাক্স
- পারসনাল ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স
- সেল্স ট্যাক্স
- বিজনেস সেটআপ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ইমিগ্রেশন
- ফ্যামিলি পিটিশন
- সিটিজেনশীপ আবেদন
- গ্রীণকার্ড নবায়ন
- সব ধরনের এফিডেভিট

আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস

AIR TICKET

-Emirates - Qatar Airways - Etihad Airways - Turkish Airlines - Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com

Immigrant Elder Home care LLC

ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে প্রতি ঘণ্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Jahangir M Alam
President & CEO

72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

নিউইয়র্ক সিটির রেজিস্ট্রার কাজী

MATRIMONIAL SERVICE
NYC REGISTERED

মাওলানা নজরুল ইসলাম
খতিব মসজিদ আর রাইয়ান (MUNA Center of Jamaica)

MATRIMONIAL SERVICE – NYC REGISTERED

কাজী অফিস নিউইয়র্ক

MAULANA NAZRUL ISLAM
Khatib Masjid AR-Raiyyan
I Speak Bangla, Urdu, Arabic, English

Email: islam1072@gmail.com Phone: 347-251-2937
196-43 Foothill Ave, Hollis, NY 11423

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER

সেলস এবং রিপেয়ার

Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।
Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।
GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।

সবধরনের Accesories পাওয়া যায়
সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।

ultra, Simple, h2o, T-Mobile, Univision mobile, Lycamobile

Ph: (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733
37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
Bangladeshi Foot Specialist

DR. SADI ALAM, DPM

আপনি পায়ের কোন সমস্যায় ভুগছেন?

নিউইয়র্কে বাংলাদেশী চিকিৎসকের পরামর্শ নিন
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C

Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | Email: dralamdpm@gmail.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS

বুলি রোধে শিক্ষার্থীদের ফোন দেখার অনুমতি পেল কর্তৃপক্ষ

কুলসুম আক্তার সুমী

নিউজার্সির ওশান কাউন্টিতে স্কুল কর্তৃপক্ষকে 'বুলি' রোধে শিক্ষার্থীদের ফোন খতিয়ে দেখার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। গত শিক্ষাবছরে সহপাঠিদের বুলি'র শিকার হয়ে এক শিক্ষার্থীর আত্মহত্যার পর এই অনুমতি দেওয়া হয়।

বেভিল'র 'সেন্ট্রাল রিজিওনাল স্কুল ড্রিস্ট্রিক্ট ইন ওশান কাউন্টি' এই অনুমতি ছাড়াও মিডল স্কুলের শিক্ষার্থীদের ফোন বিশেষ হোল্ডারে রাখা এবং হাইস্কুলের শিক্ষার্থীদের ফোন বন্ধ করে দূরে রাখার আদেশ দিয়েছে।

২০২৩ সালের শুরুর দিকে ১৪ বছর বয়সী আদ্রিয়ানা কোচ স্কুলে বুলি ও শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়ে আত্মহত্যা করে বলে জানান তার বাবা। তিনি বলেন, স্কুলের হলওয়েতে ওকে মারধর করা হয় এবং তা ভিডিও ধারণ করে অনলাইনে ছেড়ে দেওয়া হয়। সেখানে সে আবারও অনলাইন বুলির শিকার হয়।

হিজাব আইন না মানায় নির্যাতন, কোমায় ইরানি কিশোরী

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইরানে হিজাব আইন না মানায় এক কিশোরীকে নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে দেশটির নৈতিকতা পুলিশের বিরুদ্ধে। গতকাল মঙ্গলবার ইরানি এক মানবাধিকার সংস্থার পক্ষ থেকে এমন অভিযোগ করা হয়। বার্তা সংস্থা এএফপির প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়।

মানবাধিকার সংস্থা হেনগাও জানায়, ১৬ বছর বয়সী কিশোরী অর্মিতা গারাওয়ান্দ তেহরানের একটি মেট্রো স্টেশনে নারী পুলিশ সদস্যদের দ্বারা নির্যাতনের শিকার হন।

আচমকা বৃষ্টি ও বন্যা: দুই রাজ্যে জরুরি অবস্থা

উত্তর আমেরিকা অফিস

ঝড় আর ভারী বর্ষণে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। আগাম তেমন সতর্ক সংকেত ছাড়াই ২৯ সেপ্টেম্বর শুক্রবার নিউইয়র্ক এবং নিউজার্সির জন্য একটি দুঃস্বপ্নের দিন হয়ে উঠে। টানা বৃষ্টিপাত ও ঝড়ো হাওয়ার কারণে লাগুর্ডিয়া বিমানবন্দর বন্ধ রাখতে হয়েছে। সড়ক মহাসড়কে প্লাবন সৃষ্টি হলে ট্রেন, বাস বন্ধ হয়ে যায়। নিউইয়র্ক সিটি সহ নিউজার্সীর উত্তর পূর্বাঞ্চল জুড়ে বৃষ্টিজনিত ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হলে দুই রাজ্যেই জরুরী অবস্থা ঘোষনা করতে হয়েছে।

নিউইয়র্ক ও নিউজার্সির বিভিন্ন এলাকায় বৃহস্পতিবার রাতভর ৫ ইঞ্চিরও বেশি পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়েছে। কোথাও কোথাও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৭ ইঞ্চিও ছাড়িয়ে গেছে এবং বৃষ্টিপাত শুক্রবার বিকেল পর্যন্ত চলমান থাকে।

নিউ ইয়র্ক রাজ্যের গভর্নর ক্যাথি হকোল সামগ্রিক পরিস্থিতিকে ভয়ংকর, এমনকি জীবনের জন্য হুমকি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। নিজের এক্স (টুইটার) অ্যাকাউন্ট থেকে এক প্রতিক্রিয়ায় গভর্নর ক্যাথি লিখেছেন, 'সমগ্র অঞ্চলজুড়ে যে চরম বৃষ্টিপাত দেখছি, তাতে আমি নিউ ইয়র্ক সিটি, লং আইল্যান্ড এবং হাডসন ভ্যালিতে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করছি।' তিনি আরও লিখেছেন, 'অনুগ্রহ করে নিরাপদ থাকার জন্য পদক্ষেপ নিন এবং পানিতে ডুবে যাওয়া রাস্তায় চলাফেরার চেষ্টা করবেন না।'

বিভিন্ন মাধ্যমে ছবি এবং ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে, অনেকে হাঁটুজল আবার কেউ কেউ কোমর সমান পানি পাড়ি দিচ্ছেন। যোগাযোগ কর্তৃপক্ষ নাগরিকদের উদ্দেশে পরামর্শ দিয়েছে, 'যদি একান্তই ভ্রমণের প্রয়োজন না পড়ে, তবে বাড়িতে থাকুন।' নিউইয়র্কের পুলিশ বিভাগ একাধিক রাস্তা বন্ধ করে দেওয়ার ঘোষণা দেয়।

একই অবস্থা বিরাজ করে নিউজার্সির উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে। বেশ কয়েকটি সড়ক মহাসড়ক বন্ধ হয়ে যায়। পাল্বনের কারণে বহু বাড়ই ঘরের বেসম্যান্টে পানই উঠে যায়। রাজ্য গভর্নর ফিল মারফি বন্যা আক্রান্ত এলাকাগুলোর জন্য জরুরী অবস্থার ঘোষণা দেন। লোকজনকে প্রয়োজন ছাড়া বাইরে না যাওয়ার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ ও পশ্চিমাদের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

"গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়াকে ক্ষুণ্ন করার জন্য" অনির্দিষ্ট সংখ্যক বাংলাদেশিদের ওপর গতমাসে ভিসা বিধিনিষেধ আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। তাদের মধ্যে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা, ক্ষমতাসীন দল এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলের সদস্যরা রয়েছেন বলে দেশটির পররাষ্ট্র দপ্তর জানিয়েছে।

বৃটেনও শেখ হাসিনার সরকারকে "অবাধ, সুষ্ঠু, অংশগ্রহণমূলক এবং শান্তিপূর্ণ" নির্বাচন নিশ্চিত করার জন্য চাপ দিয়েছে।

পশ্চিমাদের (এমন) তীব্র সমালোচনার বিরোধিতা করছে বাংলাদেশ সরকার। পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, ভিসানীতি ওয়াশিংটনের "বিশেষ ক্ষমতা"। যদিও, সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকায় ফিনানশিয়াল টাইমসকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি নির্বাচনী 'বিল্ড আপ'এর সমালোচনাকে "বাংলাদেশের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা" বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, পশ্চিমাদের কেউ কেউ বাংলাদেশে 'বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি' করতে চায়।

ভিসা বিধিনিষেধ আরোপ করার পর মোমেন ফিনানশিয়াল টাইমসকে বলেন, বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে বিশ্ব নেতাদের "ফ্যাক্টস সঠিকভাবে চেক করার জন্য" তিনি তাদের অনুরোধ করছেন।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে যোগ দিতে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকালে তিনি বলছিলেন, "দুর্ভাগ্যবশত, এখন মানুষের হাতে অতো সময় নেই। মানুষের পড়ার অভ্যাসটাও নেই"।

এতদসত্ত্বেও, মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং সেক্রেটারি অফ স্টেট এন্টনি ব্লিঙ্কেনের সঙ্গে সম্পর্ক "খুব ভালো" ছিল বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

(এভাবে) সম্পর্কের যে কোনো ধরনের উত্তেজনা আঞ্চলিক ভূ-রাজনীতিতে ছড়িয়ে পড়তে পারে। শেখ হাসিনা ১৭ কোটি মানুষের দেশটিকে উন্নয়নের সাফল্য হিসেবে প্রচার করতে চেয়েছেন, মূলত দেশটির বিশাল পোশাক খাতকে নিয়ে যা কিনা যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপে রপ্তানির উপর নির্ভর করে। ভারত এবং চীনের সাথেও তিনি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন।

> মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট বলছে, "যেখানেই আমরা বাংলাদেশে গণতন্ত্র এবং মানবাধিকারকে ক্ষুণ্ন করে এমন কর্মকাণ্ড দেখি, সেখানেই উদ্বেগ"কে প্রতিফলিত করে এই ভিসা পেনাল্টি। "বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনভাবে নিজেদের নেতৃত্ব নির্বাচন করার আকাঙ্ক্ষাকে" তারা সমর্থন করেন বলেও জানান।

দশকের পর দশক ধরে দেশটির অভ্যন্তরীণ রাজনীতি প্রায়শই শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বী বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর মধ্যে রক্তক্ষয়ী প্রতিদ্বন্দ্বিতা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ২০১৪ এবং ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত শেখ হাসিনার পূর্ববর্তী নির্বাচনগুলোতে অংশগ্রহণ কম ছিল, সেগুলোর বিরুদ্ধে নির্বাচনী কারচুপির অভিযোগ ছিল।

মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট বলছে, "যেখানেই আমরা বাংলাদেশে গণতন্ত্র এবং মানবাধিকারকে ক্ষুণ্ন করে এমন কর্মকাণ্ড দেখি, সেখানেই উদ্বেগ"কে প্রতিফলিত করে এই ভিসা পেনাল্টি।

"বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনভাবে নিজেদের নেতৃত্ব নির্বাচন করার আকাঙ্ক্ষাকে" তারা সমর্থন করেন বলেও জানান।

এর আগে, ২০২১ সালে মার্কিন নিষেধাজ্ঞার লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)। পুলিশের এই ইউনিট গুম এবং বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের জন্য অভিযুক্ত।

ওয়াশিংটন-ভিত্তিক থিঙ্ক-ট্যাঙ্ক উইলসন সেন্টারের সিনিয়র এসোসিয়েট মাইকেল কুগেলম্যান বলেছেন, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ওয়াশিংটনের চাপ স্বৈরাচারী সরকারগুলোর বিকল্প হিসেবে গণতন্ত্রকে প্রচার করে চীনের প্রভাবকে সীমিত করার আঞ্চলিক কৌশলেরই অংশ।

তিনি বলছিলেন, বাইডেন প্রশাসন বাংলাদেশকে তার মূল্যবোধ-ভিত্তিক বৈদেশিক নীতির জন্য এক পরীক্ষার ক্ষেত্রে পরিণত করেছে। এটা একটা বড় ধরনের জুয়া ... যদি ঢাকা অনুভব করতে থাকে যে, সে ক্রমবর্ধমানভাবে ওয়াশিংটন দ্বারা বাক্সবন্দী হচ্ছে, তবে সে চীনের কাছাকাছি যেতে প্রলুব্ধ হতে পারে।

কুগেলম্যান বলেন, ক্ষমতা ধরে রাখাটা শেখ হাসিনার জন্য অস্তিত্বের বিষয় হতে পারে, যিনি ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্তও বাংলাদেশ শাসন করেছিলেন। আওয়ামী লীগের শাসনামলে বিএনপির সিনিয়র নেতারা আইনি মামলার শিকার হয়েছেন, দলটির হাজার হাজার নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

তিনি বলছিলেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতা হারালে, "তারা সম্ভবত প্রতিশোধমূলক রাজনীতির উগ্র প্রচারণার শিকার হবে . . .অনেকটা এই শাসক দল বিরোধীদের সাথে যা করেছে তার মতো। যে কোনো মূল্যে ক্ষমতায় থাকার বিষয়ে আওয়ামী লীগের নেতারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকলে মার্কিন ভিসা নিষেধাজ্ঞার হুমকি (সেক্ষেত্রে) তাদের জন্য বাধা হবে না।"

বাড়ি বিক্রয়

ব্রঙ্কসে E 229 ষ্ট্রিটে বাড়ি বিক্রয় হবে। Sell by Owner. বাড়িটিতে স্বতন্ত্র ভাবে তিন পরিবার বসবাস করতে করতে পারবে। মূল্য 4 লাখ 75 হাজার ডলার। 929-218-3748

ড্রাইভিং স্কুল বিক্রি

জ্যাকসন হাইটসে একটি রানিং ড্রাইভিং স্কুল বিক্রি করা হবে। আগ্রহী প্রার্থীদের অতিসত্বর যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হলো। যোগাযোগ: 347-837-5951

অফিস সহকারী আবশ্যক

উডসাইড, জ্যামাইকা, ব্রঙ্কস, ব্রুকলিন স্টেটেন আইল্যান্ড অফিসে কাজ করার জন্য অফিস সহকারী আবশ্যক। কম্পিউটার পারদর্শী, ইংলিশ ভাল জানতে হবে। আগ্রহীদের যোগাযোগ করার অনুরোধ হল। যোগাযোগ: আলি 646-406-9584 (Text please)

EMPLOYMENT AGENCY

Can help you get a job and also find the best employees

Baby Sitter, Housekeeper,
Companion aide constructions
Factory, warehouse, driver,
Customer service, clerical day
Work easher sales, general help
Restaurant and more

Phone: 929-431- 4206

Address: 37-22 - 73 Street Jackson Heights, Ny - 11372

ভিজিট বা ষ্টুডেন্ট অথবা ট্রানজিট (সি-১) বা অন্য যে-কোন ভিসায় কিংম্বা মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে আগতদের আমেরিকায় বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ নিন।

এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ

আমরা ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসা প্রসেস করি এবং বাংলাদেশে বসবাসরতদেরও ইবি-থ্রি ভিসার মাধ্যমে আমেরিকায় নিয়ে আসতে সহায়তা করি।
ভিজিটরদের আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিষ্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং ব্যবসায় শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।

বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা-অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন। মনে রাখবেন আপনাকে গ্রীনকার্ড আপনার স্বামী বা স্ত্রী দেয়নি, দিয়েছে ইউএসসিআইএস। সুতরাং আপনার গ্রীনকার্ড নস্ট করার কোন ক্ষমতা আপনার স্পাউসের নেই। এবং আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - চলে আসুন আমাদের কাছে। আমরা গ্রীনকার্ড (I-485) এপ্লিকেশনও প্রসেস করি।

আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন -
গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে

(718) 839-5812
163-10 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432

নিউইয়র্কে স্বনাম ধন্য বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞ

Utpal Chowdhury, MD.

Board certified internal medicine

Atending physician(Emergency)-New York Community Hospital, Brooklyn. Jamaica Hospital Medical Center, Queens.

অন্যান্য সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়
পরিষেবা/চিকিৎসা

- ফিজিক্যাল এক্সাম
- স্কুল ও কলেজের জন্য টিকা
- টিএলসি এক্সাম
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য টিকা
- চর্মরোগ
- ডায়বেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- থাইরয়েড
- এজমা
- বাতের ব্যাথা
- যৌন রোগ

TREATMENT / SERVICES

- COMPLETE PHYSICAL
- HIGH BLOOD PRESSURE
- SCHOOL /JOB PHYSICAL
- HIGH CHOLESTEROL
- TLC
- ASTHMA
- VACCINATION
- SKIN PROBLEM
- DIABETES
- EKG

Please call for Appointment
At# 917-503-5002

ডাঃ উৎপল চৌধুরী

Tel: 917-503-5002,
Fax: 917-503-5004

Jamaica office
167-02 Highland Ave, 1st Floor,
Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 297-4444 & (917) 503-5006
Fax: (718) 297-4443& (917) 503-5005
Office Hours:
Monday & Thursday, 5pm-9pm
Wednesday & Friday, Sunday 9am-3pm

Jackson Heights office
40-37 76th Street, 1st Floor, Elmhurst, NY 11373
Phone: (917) 503-5002 & (718) 533-0002
Fax: (917) 503-5004 & (718) 533-0005
Office Hours:
Monday, Tuesday Thursday
9am-3pm
Wednesday & Friday
5pm-9pm
Sunday: Lab. Work only.
9am-1pm

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স নিয়ে থাকি
যাদের স্বাস্থ্যবীমা নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করে থাকি

We accept all major insurances including Medicare, Medicaid

True Medical Care P.C.

40-37 76th Street, 1st Floor Elmhurst, NY 11373 167-02 Highland Ave, 1st Floor Jamaica, NY 11432

সফররত স্বাস্থ্য সচিবের সঙ্গে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের মতবিনিময়

উত্তর আমেরিকা অফিস

প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হিসেবে সফররত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব কৃষিবিদ আনোয়ার হোসেন হাওলাদাররের সাথে

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দের সাথে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৩০ সেপ্টেম্বর শনিবার

রাতে জ্যাকসন হাইটসের মুনলাইট রেষ্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি এম এ রশিদ। সভা পরিচালনা করেন সাধারন সম্পাদক এম এ মামুন। আলোচনায় অংশ নেন কৃষিবিদ মীর ফরিদ উদ্দীন আহমেদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা কৃষিবিদ মকবুল হোসেন তালুকদার, আইনুল হক টুটুল, কৃষিবিদ রুস্তম আলী, কৃষিবিদ মনোয়ারুল ইসলাম, কৃষিবিদ সেকেন্দার আলী ও কৃষিবিদ রেজাউল করিম রেজা।

মত বিনিময় সভায় সচিব আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, বাংলাদেশের কৃষির উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগ ও আন্তরিকতা ইতিহাস হয়ে থাকবে। কৃষিবিদদের সাথে তার সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। তার প্রশাসনে বিপুল সংখ্যক কৃষিবিদ মর্যাদার সাথে দেশ জনগনের সেবা দিয়ে আসছে। দেশে উন্নয়ন, অগ্রগতি ও শান্তি রক্ষায় শেখ হাসিনার বিকল্প নেই। উল্লেখ্য আনোয়ার হোসেন হাওলাদার জাতিসংঘের ৭৮তম অধিবেশনে যোগ দিতে প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হিসেবে নিউইয়র্কে এসেছিলেন।

আশ্রয়প্রার্থীদের আইনি সেবা দিতে তহবিল

নিউইয়র্ক

এইচ বি রিতা

নিউইয়র্ক সিটির মেয়র এরিক অ্যাডামস্ এবং গভর্নর ক্যাথি হোকুল আশ্রয়প্রার্থী অভিবাসীদের আইনি বৈধ পরিষেবা দিতে ৩৮ মিলিয়ন ডলারের বেশি তহবিলের ঘোষণা করেছেন। ৩ অক্টোবর মঙ্গলবার সিটি মেয়র অফিস থেকে দেয়া বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তহবিলের কথা জানানো হয়েছে। ৩১ জুলাই ২০২৩ সালের আগে আমেরিকায় প্রবেশকারী ভেনেজুয়েলানদের অস্থায়ী সুরক্ষা দিতে এ তহবিল ঘোষণা করা হয়।

৩ অক্টোবর থেকে কার্যকর হওয়া ফেডারেল নিয়মের সাথে একাত্ম হয়ে যোগ্য ভেনিজুয়েলার শরণার্থীদের টেম্পোরারি প্রোটেকশন স্টেটাস(TPS)' এবং কাজের অনুমোদনের জন্য তাদের আবেদনগুলি উপস্থাপন করতে সাহায্য করবে এ তহবিল। সেই সাথে আশ্রয় আবেদন সহায়তা কেন্দ্রে তাদের ব্যয় সামাল দিতেও এ তহবিল ব্যবহৃত হবে।

এ নিয়ে মেয়র এরিক অ্যাডামস বলেছেন, 'সংকটের সময়ে নিউইয়র্ক সিটি আগত আশ্রয়প্রার্থীদের স্বাগত জানিয়েছে। একই কাজে সিটি নিউইয়র্ক স্টেটের সাথে অংশীদারিত্বে কাজ অব্যাহত রাখছে। তিনি বলেন, এমন কাজে আমরা নেতৃত্ব দিতে পেরে গর্বিত। এডামস বলেন, " ফেডারেল গভর্নমেন্ট আমাদের সমর্থন করছে, অনেকের জন্য কাজ করার পথ প্রসারিত করেছে। টেম্পোরারি প্রোটেকশন স্টেটাস সম্প্রসারণ আজ কার্যকর হচ্ছে, আমাদের টিম ইতোমধ্যেই আশ্রয়প্রীর্থীদের কাজের অনুমোদনের জন্য আবেদন করতে সাহায্য করা শুরু করেছে। স্টেটের এই বিনিয়োগ হাজার হাজার অভিবাসীদের কাজ পেতে সাহায্য করবে এবং আশ্রয় ছেড়ে নিজ অবস্থান গড়তে সাহায্য করবে।"

গভর্নর হোকুল বলেছেন, এক বছরেরও বেশি সময় ধরে আমরা অভূতপূর্ব জনহিতৈষী জরুরী অবস্থার সম্মুখীন হচ্ছি। এই সঙ্কট মোকাবেলায় নিউইয়র্ক সিটি এবং স্টেট পাশাপাশি কাজ করেছে। নিউইয়র্কবাসীদের সহায়তায় ফেডারেল গভর্নমেন্ট ভেনিজুয়েলা থেকে আসা বিপুল সংখ্যক ক্ষণস্থায়ী অভিবাসীকে 'টেম্পোরারি প্রোটেকশন স্টেটাস' অবস্থার জন্য যোগ্য করে তুলেছে। এখন আমাদের কাজ বর্তমানে এই লোকেদের সমস্ত উপযুক্ত কাগজপত্র পূরণ করে নিশ্চিত করা, যাতে তারা কাজের অনুমোদন পেতে পারে, চাকরি খুঁজে পেতে পারে এবং করদাতা-তহবিলযুক্ত আশ্রয় থেকে বেরিয়ে আসতে পারে।"

প্রেস কনফারেন্সে, নিউইয়র্ক স্টেট ডিভিশন অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি অ্যান্ড ইমার্জেন্সি সার্ভিসেস কমিশনার জ্যাকি ব্রে বলেন, "এটি পরিচালনা করা সহজ নয়।

ভার্জিনিয়া নেতা-কর্মীদের সাথে প্রধানমন্ত্রীর মত বিনিময়

সুবীর পেরেরা

২৭ সেপ্টেম্বর বুধবার ভার্জিনিয়ার স্প্রিংফিল্ড হলিডে ইন হোটেল বলরুমে দলীয় নেতা-কর্মীদের সাথে মত বিনিময় করেন। মেট্রো ওয়াশিংটন আওয়ামী লীগ, ভার্জিনিয়া স্টেট আওয়ামী লীগ ও মেরিল্যান্ড আওয়ামী লীগের আয়োজনে মত বিনিময় সভায় শুভেচ্ছা বক্ত রাখেন ভার্জিনিয়া স্টেট আওয়ামী লীগের সভাপতি মাহমুদুন নবী বাকি, সাধারণ সম্পাদক জিআই রাসেল ও মেরিল্যান্ড স্টেট আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ সেলিম। এছাড়া শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মুক্তিযোদ্ধা ড আবদুস সোবহান এমপি।

দিনভর নানা জটিলতা ও প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তাজনিত আশংকার কারণে অনুষ্ঠানের স্থান ও সময় পরিবর্তন করা হয়েছে।

সংবাদকর্মীদের জন্য কঠোর নিষেধাজ্ঞা, শর্তারোপ প্রয়োগ করেন প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা বাহিনী। পরে স্থানীয় আওয়ামী নেতাদের সহায়তায় কর্মীদের প্রবেশাধিকার দেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে শীর্ষস্থানীয় তিনটি পত্রিকার সংবাদকর্মীদের উপর প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ করা হয়েছে বলে নিরাপত্তাকর্মীরা জানিয়েছেন ।

রাত ৯ টার দিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হলরুমে আসেন। এই সময় দলীয় নেতাকর্মীরা শ্লোগান দিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগতম ও জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানায়। প্রধানমন্ত্রী তার পঁচিশ মিনিট বক্তব্যে সরকারের উন্নয়ন, অতীত ওদেশের বর্তমান চিত্র তুলে ধরেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমার খুব ভালো লাগছে সব সময় আমার দুর্দিনে আপনারা আমার পাশে আছেন।' তিনি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তাঁর বাবা, মা, ভাইসহ সবকিছু হারানোয় দেশের জনগণ তাঁর কাছের মানুষ ও প্রিয়জন। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের জনগণ আমার শক্তি। দেশবাসী আমার পরিবার এবং আমি এটা মাথায় রেখে রাষ্ট্র পরিচালনা করছি।' তিনি বলেন, 'বিএনপি-জামায়াত দেশের ও জনগণের যে ক্ষতি সাধন করেছিল, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে অনেক ঘাটতি পূরণ করেছে।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, '২০০৮ সালের নির্বাচনের ইশতেহার এবং ক্ষমতায় এসে ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপান্তর করে ২০২১খ্রিস্টাব্দে বিশ্বের কাছে বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ স্বীকৃতি পেয়েছে।' তিনি সবাইকে সতর্ক থাকতে বলেন যেন কেউ সাধারণ মানুষকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে না পারে।' তিনি বলেন, 'আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকার কারণেই বাংলাদেশের উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে।'

সভা শেষে ভার্জিনিয়া স্টেস্ট আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জিআই রাসেল বলেন, 'আমরা দুটি পৃথক স্থানে দুইটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলাম। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তাজনিত কারণে একটি অনুষ্ঠান স্থান পরিবর্তন করা হয়েছে। এটা ছিল বড় একটি চ্যালেঞ্জ।' তিনি সভায় আগত সকল নেতা-কর্মীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। আওয়ামী লীগ নেতা অমর ইসলাম বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর ওয়াশিংটনে আগমন উপলক্ষে স্থানীয় নেতা-কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি পেয়েছে।

আজ্ঞাবহ সাংবাদিকদের নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলন

উত্তর আমেরিকা অফিস

জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে ভাষণ শেষে সংবাদ সম্মেলন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সংবাদ সম্মেলনে শুধুমাত্র নিজেদের আজ্ঞাবহ সাংবাদিকদের জানানোর কাজ করেছেন প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী কর্মকর্তারা। এ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সাংবাদিকদের মাঝে ক্ষোভ ও উষ্মা বিরাজ করছে।

২২ সেপ্টেম্বর শুক্রবার বিকেলে নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশের স্থায়ী মিশনে প্রধানমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সাংবাদিকদের সাথে কথা বলে জানা যায়, গত বুধবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. আব্দুল মোমেনের এক সংবাদ সম্মেলন থেকে প্রধানমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলনে যারা অংশ নিতে চায় তাদের তালিকা নেওয়া হয়। কিন্তু সংবাদ সম্মেলন শুরু হওয়ার আগে হোয়াইটস অ্যাপ গ্রুপে প্রেসের দায়িত্বে থাকা নাছির উদ্দীন জানান, যারা বিশেষ পাস পেয়েছেন, শুধু তারাই সংবাদ সম্মেলনে অংশ নিতে পারবেন।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত একাধিক সাংবাদিক জানান, সংবাদ সম্মেলনে কি প্রশ্ন করা হবে তা আগে সাংবাদিকদের থেকে জানিয়ে নেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে সেখান থেকে ৬/৭ জনকে প্রশ্ন করার সুযোগ দেওয়া হয়। সাংবাদিকরা আরও জানান, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি নুর এলাহী মিনা সংবাদ সম্মেলনের আয়োজনের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি সংবাদ সম্মেলনে নিজের পছন্দের লোকদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। সংবাদ সম্মেলনে সব সাংবাদিক আমন্ত্রণ না পেলেও দলীয় লোকজনে পরিপূর্ণ ছিল সংবাদ সম্মেলনস্থল।

সফররত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব কৃষিবিদ আনোয়ার হোসেন হাওলাদাররের সাথে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের মতবিনিময়

LEGAL NETWORK INTERNATIONAL, LLC

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ইমিগ্রেশন/ এসাইলাম সেন্টার: গ্রিন কার্ড ও নাগরিকত্ব

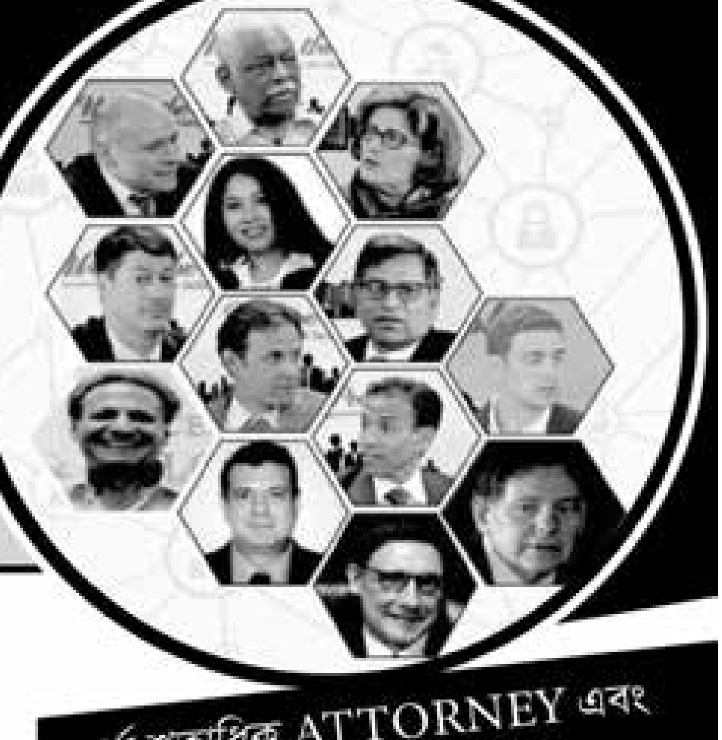

অর্ধ শতাধিক ATTORNEY এবং CPA দের সমন্বয়ে গড়া

ALL SERVICE PROVIDED BY ATTORNEYS ADMITTED IN STATE & FEDERAL COURT, CPA, P.E ARCHITECT AND LICENSED PROFESSIONALS.

৩৭-৪৮-৭২ স্ট্রিট ২ তালা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২
ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৫,৯১৭-৭২২-১৪৮
www.legalnetworkusa.com

ক্ষমা চাইতে হবে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

চিকিৎসার জন্য খালেদা জিয়ার বিদেশে যাওয়ার আইনি কোনো সুযোগ আছে কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে আইনমন্ত্রী বলেন, 'রাষ্ট্রপতির ক্ষমা ছাড়া আর কোনো সুযোগ নেই। তবে রাষ্ট্রপতির কাছে তাঁরা ক্ষমা চাইতে যাবেন কি না, সে পরামর্শ আমি দিতে চাই না।' তিনি আরও বলেন, তাঁর (খালেদা জিয়া) পরিবার দরখাস্ত করেছিল, সেটা নিষ্পত্তি করা হয়েছে। তিনি বিদেশে যেতে পারবেন না বলে আগেই শর্ত দেওয়া ছিল। এখন সে শর্ত পরিবর্তন করার কোনো সুযোগ নেই।

আইনমন্ত্রী কারও নাম উল্লেখ না করে বলেন, রাষ্ট্রপতির কাছে ক্ষমা চাইলে দোষ স্বীকার করে চাইতে হয়। বিষয়টি যিনি ক্ষমা চাইবেন তাঁর বিষয়। যে কেউ রাষ্ট্রপতির কাছে তাঁর অপরাধের জন্য ক্ষমা চেয়ে আবেদন করতে পারেন।

আইনমন্ত্রী আরও বলেন, মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে যিনি ক্ষমা চাইবেন, তাঁকে অপরাধ স্বীকার করে দরখাস্ত করতে হয়। যিনি ক্ষমা চাইবেন, এটা তাঁর সিদ্ধান্ত। তাঁর হয়ে অন্য কারও ক্ষমা চাওয়ার সুযোগ নেই। এখন খালেদা জিয়াকেই ক্ষমা চাইতে হবে। এটা হচ্ছে সাংবিধানিক অধিকার।

সাজাপ্রাপ্ত শীর্ষ সন্ত্রাসী জোসেফকে বিদেশে পাঠানোর বিষয়টি নজরে আনা হলে আনিসুল হক বলেন, জোসেফ মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়ে মওকুফের পরই যেতে পেরেছেন।

বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ২০০৮ সালে বিদেশে চিকিৎসার জন্য পাঠানোর বিষয়ে আইনমন্ত্রী বলেন, কোনো শর্তসাপেক্ষে শেখ হাসিনাকে জামিন দেওয়া হয়নি। আইন মেনেই তিনি বিদেশ গিয়েছিলেন এবং দেশে ফিরে এসেছেন। আইনমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা এক-এগারো পরবর্তী সময়ে তাঁর বিরুদ্ধে আনা মামলায় জামিন লাভ করে বিদেশ গিয়েছিলেন।

বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, রাজনৈতিক কারণে খালেদা জিয়াকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানোর অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে আইনমন্ত্রী বলেন, এখানে কোনো রাজনীতি হয়নি। এ নিয়ে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর যে সংবাদ সম্মেলন করে মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও বিভ্রান্তিকর তথ্য উপস্থাপন করেছেন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

মির্জা ফখরুল গত মঙ্গলবার বলেন, আইনমন্ত্রী বলেছিলেন দণ্ড স্থগিত করে বাসায় থাকতে দেওয়ার ক্ষমতা সরকারের নেই। এটা পারে শুধু আদালত। অথচ তার কিছুদিন পরেই সরকারের নির্বাহী আদেশে দেশনেত্রী বাসায় এসেছিলেন। আইনমন্ত্রী বলেন, মির্জা ফখরুলের এই বক্তব্য মিথ্যা ও ভিত্তিহীন।

আইনমন্ত্রী বলেন, 'ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০১ (১) ধারার ক্ষমতাবলে সরকারের নির্বাহী আদেশে সেটা পাসড অ্যান্ড ক্লোজড হয়ে গেছে। সেটা খোলার আর কোনো অবকাশ নেই।'

সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র শেখ ফজলে নূর তাপস এবং আইনসচিব মো. গোলাম সারওয়ার উপস্থিত ছিলেন।

এবার ভিসা নিষেধাজ্ঞার আওতায় সংবাদ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নিষেধাজ্ঞার কথা বলা হয় তখন মিডিয়া অণুবীক্ষণের নীচে থাকবে তা কি বলা হয়েছিল? যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট এবং ঢাকাস্থ দূতাবাস একই কথা বলছে কি না? স্বাধীন দেশের মিডিয়া নিয়ন্ত্রণের চেষ্টার দায়ে মার্কিন দূতকে প্রত্যাহার বিদায় দেয়া হবে কি না ইত্যাদি ইত্যাদি।

এত সব প্রশ্নের উত্তর দেয়ার আগে যে দুটি প্রশ্ন হয় বেশী বিবেচনা করা দরকার তা হল এই নিষেধাজ্ঞা শব্দটা আমরা কিভাবে পেলাম এবং কে কিভাবে এই নিষেধাজ্ঞা পর্যবেক্ষণ ও বাস্তবায়ন করবে।

র‍্যাব নামক একটি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী গঠন করে ২০০১-২০০৬ সালের সরকার। উদ্দেশ্য ছিল সমাজে ভীতির সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা। এটি নিসন্দেহে একটি মধ্যযুগীয় ধারনা এবং জানা যায় তৎকালীন মন্ত্রী মতিউর রহমান নিজামীর প্রস্তাবে এটি প্রতিষ্ঠিঠ হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে বাহিনীটি সে সময়ে এবং এখনকার সরকারের সময়ে ও কিছু কিছু ভাল কাজ করেছে, সে জন্য আমেরিকা সরকারের হোমল্যান্ড ডিপার্টমেন্ট থেকে তাদের অনেক প্রশিক্ষণও দেয়ার ব্যবস্থা হয়। এ বিষয়ে দুই দেশের প্রশিক্ষণ বিনিময় চুক্তিও হয়েছে।

কিন্তু বিপত্তি বেঁধেছে তখন যখন র‍্যাবকে ক্রিয়াশীল সরকার, তার দল নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা এবং বিরোধী মতামত ও রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের দমন পীড়নের কাজে ব্যবহার করে। এবং এ কাজটি গত ১৫ বছর এত বেশি হয়েছে যে দেশে বিদেশে এই বাহিনী গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ন্যাক্কারজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিতি পায়। যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট অন্তত ৭০ ইন্সিডেন্ট এর উদাহরণ দিয়ে বাংলাদেশ সরকারের কাছে তথ্য চেয়ে অফিসিয়ালি চিঠি দেয় ২০১৮ সালের ইলেকশনের পরপরই। তাদের ভাষায় র‍্যাব এনফোর্সড ডিজএপিয়ারেন্স বা গুমের সাথে জড়িত যা আমেরিকার কাছে একটি চূড়ান্ত অপরাধ। এদিকে আমেরিকার রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হলে ডেমোক্রেট দলীয় প্রেসিডেন্ট মি. বাইডেন বিশ্বজুড়ে আমেরিকার ভাবমূর্তি গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার এর উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিঠ করতে উদ্যোগ নেন। ফলে র‍্যাবকে আমেরিকা প্রশিক্ষণ দিলেও এটি গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার এর হন্তাকারি অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হবে তা আমেরিকা মেনে নিচ্ছে না। সেকারণেই ঐ ৭০টি মামলার উদাহরণ দেখিয়ে যুক্তরাষ্ট্র পরপর দুবার বাংলাদেশকে গণতন্ত্র সামিটে নিমন্ত্রণ করেনি। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র, স্বরাষ্ট্র, আইন মন্ত্রণালয়সহ দেশের প্রধানমন্ত্রীর দফতর অব্দি একাধিকবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে কোন সমুচিত অগ্রগতি করতে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে ২০২১ সালের ১০ ডিসেম্বর র‍্যাবকে এবং এর সাথে যুক্ত অন্যান্য ৭ জন সরকারি কর্মকর্তার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এই সাতজনের উপর যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ এবং তাদের সেখানকার সহায় সম্পত্তির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। এই নিষেধাজ্ঞার পরে প্রায় একবছরে গুমের ঘটনা উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় কমে যায়। অর্থাৎ গুমের ক্ষেত্রে স্যাংশন টনিকের মত কাজ করেছে।

এবার আসুন ভিসা নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে। ভিসা নিষেধাজ্ঞা সম্পূর্ন রাজনৈতিক এবং দুর্নীতির সাথে সম্পর্কিত। র‍্যাবকে ব্যবহার করা হয়েছে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার জন্যে- এরকম ধারণা পোষণ করার বহু কারণ যুক্তরাষ্ট্রের কাছে আছে এবং তারা তার প্রতিকারের জন্য অপেক্ষা করে আশাহত হয়েছে। তাছাড়া রাজনৈতিক দলের সমাবেশ করার অধিকার, মতামত প্রকাশের অধিকার, বিচার চাওয়া এবং পাওয়ার অধিকার ক্রমাগতভাবে সংকুচিত করে দেয়া হয়েছে। সারা দেশ একজন মাত্র মানুষের অঙ্গুলিহেলনে কাজ করবে এরকম একটা স্পষ্ট অরাজনৈতিক, অগণতান্ত্রিক, কর্তৃত্ববাদি সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিঠ হয়েছে। আর্থিক ক্ষেত্রে চরম পুকুরচুরি চলছে, প্রশাসন এবং বিচারালয়ে চরম অবক্ষয়, অদক্ষতা এবং দলীয় ন্যাকারজনক লেজুরবৃত্তি চলছে, বিচারকেরা নিজেদের শপথপড়া রাজনৈতিক বলে দাবি করছে- ভয়াবহ নৈরাজ্য বিরাজমান। এমতাবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে গণতান্ত্রিক বন্ধুর কাতারে বাংলাদেশকে রাখতে এই ভিষা নীতি ছাড়া আর গত্যন্তর নেই। এটি তাদের স্বাধীনতা, তারা কাকে ভীষা দেবে কি না দেবে এটা তাদের এখতিয়ার। এরকম স্বাধীনতা বাংলাদেশেরও আছে। কিন্তু বাংলাদেশ যদি আমেরিকার কাউকে ভিসা না দেয় এবং নলে দেয় যে তোমাদের দেশে যত্র তত্র কালো লোকজন মেরে ফেলা হয় বলে ভিসা দেয়া হল না। তাহলে কি একটা চরম হাস্যকর বিষয় হবে না?

যাইহোক পুলিশ, প্রশাসক, বিচারক এর পরে এবার পরিস্কার করে বলা হল যে মিডিয়ার সাথে যুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এই ভিসা নিষেধাজ্ঞার আওতায় আসবে।

এবার বাংলাদেশের কতিপয় মিডিয়া যারা প্রচার করে আসছিলো যে-

ক) রাতের নির্বাচন এর কোন প্রমাণ নেই

খ) কেউ নির্বাচন এ না এলে সরকারের কিছু করার নেই

গ) সংবিধান ছাড়া নির্বাচন করার কোন পথ নেই

ঘ) কেউ যদি নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে হারিয়ে যায় তাকে খুঁজে পেতে সরকারের কিছু করার নেই,

ঙ) লক্ষ লক্ষ মানুষের নামে গায়েবি মামলা দেয়া কোন অনিয়ম,

চ) দেশের ইট পাথরের স্থাপনার উন্নয়ন হলেই কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ ব্যাবসায়ীদের আইন করে ইনডেমিটি দেয়া কোন অনিয়ম নয়, রাষ্ট্রীয় ব্যাংকে গচ্ছিত সোনা মাটি হয়ে যেতে পারে সেটা দুশ্চিন্তার কিছু নয়, নতুন নতুন ব্যাংক এর পরিচালকদের মাধ্যমে রিজার্ভ এর ডলার বিদেশে পাচার করলে তা বেমালুম চেপে যেতে হয়, অগ্রয়োজনে প্রধানমন্ত্রীর সফর সঙ্গী হয়ে বা সরকারি টাকায় বার বার হজ্ব করতে যাওয়া অশোভন নয়,

ছ) নির্বাচন এ আসার আহবান জানানো ছাড়া বিরোধীদের নির্বাচন এ উৎসাহিত করার জন্য নির্বাচন কমিশন এর কিছু করার নেই, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এক্ষণে, যুক্তরাষ্ট্র সম্ভবত মনে করে যে, যে মিডিয়া -

ক) নির্বাচন এ আসতে মানুষকে নিরুৎসাহিত করে,

খ) মানি এবং মাসলম্যান দের নির্বাচনে উৎসাহিত করে

গ) তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে তা ডিস্টর্ট করে বিভ্রান্তি ছড়ায়

ঘ) আন্তর্জাতিক ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে অসম্মান করে, তারা গণতন্ত্র এবং মানবাধিকারের প্রকৃত সহযোগী মাধ্যম হয়ে পারে না।

এবং সেই মিডিয়াকে আন্তর্জাতিক ভিসা নিষেধাজ্ঞার আওতায় আনা উচিত। তারা গণতন্ত্র এবং মানবাধিকারের শত্রু।

খালেদার অসুস্থতা নিয়ে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মির্জা ফখরুল ইসলাম এবং বিএনপি তাদের চিরাচরিত অপরাজনীতির ধারাবাহিকতায় বেগম খালেদা জিয়ার অসুস্থতা নিয়েও ক্রমাগতভাবে সীমাহীন মিথ্যাচারের মাধ্যমে জাতিকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। দেশবাসী জানে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা সর্বোচ্চ মানবিকতা ও উদারতা নিয়ে ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০১ ধারা অনুযায়ী দুর্নীতির দায়ে সাজাপ্রাপ্ত খালেদা জিয়াকে নিজ ঘরে থেকে দেশের সর্বাধুনিক হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসার গ্রহণের সুযোগ করে দিয়েছেন। শুধু বাংলাদেশে নয়, বিশ্বের ইতিহাসে একজন দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীর জন্য এমন মানবিকতার উদাহরণ বিরল।

'বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার সেই উদারতাকে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম শুধু অসম্মানই করেনি, গোটা বিষয় নিয়ে অত্যন্ত উসকানিমূলক মন্তব্যের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের আইন, বিচার প্রক্রিয়া ও সংবিধান সম্পর্কে দায়িত্বহীন বক্তব্য প্রদান করেছে। বিএনপি যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে খালেদা জিয়ার অসুস্থতাকে পুঁজি করে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য জল ঘোলা করার অপতৎপরতা চালাচ্ছে।'

বিবৃতিতে ওবায়দুল কাদের বলেন, 'বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ও প্রতিপক্ষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়ার অভিযোগ করেছেন। কিন্তু ইতিহাস জানে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা অবৈধ ক্ষমতা দখলকারী সামরিক স্বৈরশাসক জিয়াউর রহমান ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার সঙ্গে জড়িত ছিল। এমনকি খুনিদের বিচার প্রক্রিয়া বন্ধ করার জন্য ইনডেমনিটি অধ্যাদেশকে আইনে পরিণত করে বঙ্গবন্ধুর খুনিদের আইনি সুরক্ষা প্রদান করেছিল। শুধু তাই নয়, খুনিদের বিভিন্ন দূতাবাসে চাকরি দিয়ে পুরস্কৃত করেছিল। তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে খালেদা জিয়াও বঙ্গবন্ধুর খুনি রশিদ ও হুদাকে ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারির ভোটারবিহীন নির্বাচনে পার্লামেন্টে বসিয়েছিল। খুনি খায়রুজ্জামানকে চাকরিতে পুনর্বহাল করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চাকরি দিয়ে পদোন্নতির মাধ্যমে রাষ্ট্রদূত পদে নিয়োগ দিয়েছিল। ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবসের দিন বেগম খালেদা জিয়া ভুয়া জন্মদিন পালনের মধ্য দিয়ে আজ অবধি প্রতিহিংসাপরায়ণ ষড়যন্ত্রের রাজনীতির ধারা অব্যাহত রেখেছে।'

'প্রতিহিংসার রাজনীতি এবং প্রতিপক্ষকে হত্যা করার মতো নিকৃষ্ট মানসিকতা ঐতিহাসিকভাবেই বিএনপির মতাদর্শ। বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা কখনো প্রতিহিংসার রাজনীতি করেন না। বরং তিনি বারবার বিএনপির প্রতিহিংসা ও আক্রোশের রাজনীতির শিকার হয়েছেন। ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট তৎকালীন বিএনপি-জামায়াত অশুভ জোট সরকারের সময় হাওয়া ভবনের সরাসরি তত্ত্বাবধানে বঙ্গবন্ধুকন্যাসহ আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতৃবৃন্দকে হত্যার উদ্দেশ্যে নারকীয় গ্রেনেড হামলা চালানো হয়েছিল। খালেদা জিয়ার ছোট ছেলে আরাফাত রহমান কোকোর মৃত্যুর পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা সমবেদনা জানাতে গেলে বাসার প্রবেশপথ তালা দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়। তারপরও বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা সর্বোচ্চ নির্বাহী ক্ষমতা ব্যবহার করে একজন দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি হওয়া সত্ত্বেও বেগম খালেদা জিয়াকে নিজ বাড়িতে অবস্থান ও উন্নত চিকিৎসা গ্রহণের সুযোগ দিয়েছেন। এমন মানবিকতার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে দ্বিতীয় আরেকটি নেই।'

বিবৃতিতে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, 'বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ২০০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার বিদেশে চিকিৎসা গ্রহণের বিষয়ে সম্পূর্ণ মিথ্যা তথ্য দিয়েছে। জননেত্রী শেখ হাসিনা কখনো দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি ছিলেন না এবং তাঁর বিদেশ গমনে আদালতের কোনো প্রকার নিষেধাজ্ঞা ছিল না। দেশরত্ন শেখ হাসিনা সর্বদা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।'

শর্ত মেনে কোথাও যাবেন না

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কনভেনশনে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মির্জা ফখরুল এ কথা বলেন। সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদ এই কনভেনশনের আয়োজন করে।

'তলে-তলে আপস হয়ে গেছে'—আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের আলোচিত এই বক্তব্যের মর্মার্থ পরিষ্কার করার আহ্বান জানিয়ে মির্জা ফখরুল বলেন, 'আজকে এত বেশি তারা (সরকার) ভীত হয়েছে, এত বেশি হতবুদ্ধি হয়ে গেছে যে, এখন তাদের সাধারণ সম্পাদক বলছেন যে, ভয় নাই, ভয় নাই, তলে-তলে আপস হয়ে গেছে।'

'আমরা আছি, দিল্লি আছে, দিল্লি আছে, আমরাও আছি'—ওবায়দুল কাদেরের এই বক্তব্যের বিষয়ে ফখরুল বলেন, 'আমার প্রশ্ন তার কাছে, তিনি কী বলতে চেয়েছেন? দিল্লি কি আপনাদের অপকর্মগুলো আপনাদের জানিয়ে দিয়েছে যে এভাবেই করতেই থাকো, দরকার নাই নির্বাচনের। দিল্লি কি বলেছে যে বাংলাদেশে জোর করেই নির্বাচন ঘোষণা করে দাও।'

যুক্তরাষ্ট্রের নীতিবিরোধী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ব্যানারে বিভিন্ন শ্রেনী পেশার একদল প্রবাসী প্রথম দফায় ৬জন এবং দ্বিতীয় দফায় ১২ জন কংগ্রেসম্যানের বিবৃতির বিরোধিতা করে দিয়েছেন পাল্টা বিবৃতি। শুধু তাই নয় প্রভাবশালী এসব কংগ্রেসম্যানের বিবৃতিকে মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন বলতেও কসুর করেননি। তারা ১৬০ জন বিশ্ব নেতার বিবৃতিদাতাদেরকে তুলোধুনো করেছেন। বিশ্ব-নেতৃবৃন্দের নিকট থেকে অর্থের বিনিময়ে এসব বিবৃতি যোগাড় করা হয়েছে এমন মন্তব্য করেছেন তারা। কংগ্রেসম্যানদের বক্তব্য খণ্ডন করতে অতি সম্প্রতি বিভিন্ন স্থানে কয়েকজন কংগ্রেসম্যানের দ্বারস্থ হন এসব প্রবাসী বিবৃতিদাতা। এজন্য বিভিন্নভাবে অর্থ কড়ি খরচ করছেন এমন সংবাদ চাউর আছে স্থানীয় বাংলাদেশী কমিউনিটিতে। তাদের এসব বিবৃতি এবং সাক্ষাতের ছবি প্রবাসে এবং বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমে প্রচার করে দেশের বর্তমান সরকারের সুনজর থাকার চেষ্টা করছেন।

র‍্যাবের উপর আরোপিত যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা এবং নতুন ঘোষিত ভিসানীতি বাতিলের জন্য যারা কাজ করবেন বলে দাবি করেছিলেন তারা বাংলাদেশ সরকারের শীর্ষ পর্যায়ে পৌছেছিলেন। কিন্তু ভিসানীতির কার্যকারিতা রুখতে এবং আরোপিত নিষেধাজ্ঞা বাতিল করতে ব্যর্থ হয়েছেন এসব ব্যক্তিবর্গ। বাংলাদেশের অগণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষাবলম্বনকারী এসব ব্যক্তিবর্গের অনেকেই ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নেতা বলে দাবি করেন নিজেদেরকে। স্থানীয় ডেমোক্র্যাট দলীয় নেতা ও জনপ্রতিনিধিদের সাথে একটি ছবি তুলতে গিয়ে তারা পড়েন হুমড়ি খেয়ে। এদের অনেকেই ব্যক্তিগত এবং পারিবারিকভাবে লাভবান হয়েছেন মূলধারার পাইওনিয়ার পরিচয়ে। কয়েকজন সাংবাদিকও আছেন এদের তালিকায়। আমেরিকান নাগরিক যারা এদেশের সংবিধান, আইন ও সরকারের নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন তাদের এখন খবর হচ্ছে বলে জানা গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে দেশটির নাগরিক হিসেবে সরকারের নীতির সমালোচনা করাতে কোন বাঁধা নেই। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের বাইরে গিয়ে অন্য দেশের রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হওয়া কিংবা সেই দেশের গোষ্ঠি ও দলীয় স্বার্থে আমেরিকার নীতি ও সরকারের বিরোধিতা করা নাগরিক আনুগত্যের লংঘন বলে মন্তব্য করেন যুক্তরাষ্ট্রের একজন বাংলাদেশী আমেরিকান আইনজ্ঞ। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভের সময় শপথ গ্রহণের মাধ্যমে এ বিষয়টি নিষ্পত্তি করা হয়। কোন নাগরিক যদি অন্য কোন দেশের ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের জন্য তদ্বির করতে চায় তবে তাকে নিবন্ধিত লবিং এজেন্টের মাধ্যমে তা করতে হবে।

বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় পরোক্ষভাবে বাঁধাদানকারী এসব প্রবাসী কথিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের একটি তালিকা হচ্ছে বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে। স্টেট ডিপার্টমেন্ট ও হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ এ বিষয়ে কাজ করছে এমন খবর চাউর হওয়ায় এসব বিবৃতিদাতাদের অনেকে গা ঢাকা দেয়ার চেষ্টা করছেন। আমেরিকার সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী অনুযায়ী আমেরিকার কোনো স্থায়ী বাসিন্দা বা গ্রিনকার্ডধারী এবং ন্যাচারালাইজড সিটিজেন যদি সংবিধানের বিধিবলে প্রণীত আইন লংঘন করে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপপ্রচার বা বিদ্বেষমূলক ভূমিকা পালন করেন, তাহলে তাদের গ্রিনকার্ড, এমনকি ন্যাচারালাইজড নাগরিকত্ব বাতিল বা হরণ করা হতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে নতুন ইতিহাস

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ঘরানার রিপাবলিকান এন্ডি বিগস, কেন বাক, টিম বারচেট, ইলাই ক্রেইন, বব গুড, ন্যান্সি মাইস এবং ম্যাট রোসেন্ডেইল নিজ দলের স্পীকারকে অপসারণের জন্য ডেমোক্র্যাটদের সাথে হাত মিলালে পরিস্থিতি ক্যাভিন ম্যাকার্থির জন্য নাজুক হয়ে উঠে।

মার্কিন কংগ্রেসে এর আগে কখনই এমন ভোটে স্পিকারের অপসারণ হয়নি।

সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অন্যতম মিত্র ম্যাট গেটজ ফ্লোরিডা থেকে নির্বাচিত কংগ্রেসম্যান। কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভসে ম্যাককার্থিকে পদচ্যুত করার প্রস্তাব করেছেন তিনি। নিয়ম অনুসারে, দুই দিনের মধ্যে হাউসে এই প্রস্তাবটি ভোটাভুটির জন্য উত্থাপন করার নিয়ম ছিল। মূলত ক্ষমতাসীন ডেমোক্রেটিক পার্টির সরকারের ব্যয় নির্বাহের জন্য স্টপগ্যাপ বিল পাস করানোর কারণেই ম্যাককার্থির ওপর ক্ষিপ্ত কয়েকজন রিপাবলিকান আইনপ্রণেতা। ম্যাট গেটজ তাদেরই একজন।

যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার ক্রমানুসারে প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্টের পরপরই স্পিকারের অবস্থান। তিনিই কংগ্রেসের এজেন্ডা ঠিক করেন, বিভিন্ন কংগ্রেস কমিটির কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করেন এমনকি প্রেসিডেন্টের এজেন্ডা নির্ধারণ বা বাতিলও করার ক্ষমতা রাখেন।

১৫ দফার চেষ্টায় মার্কিন কংগ্রেসের স্পিকার নির্বাচিত হয়েছিলেন কেভিন ম্যাককার্থি। সেসময় যেসব রিপাবলিকান আইনপ্রণেতা তাঁর বিরোধিতা করেছিলেন তাদের মধ্যে ম্যাট গেটজ অন্যতম। সে সময় ম্যাট গেটজ ১৫ বারই ম্যাককার্থির বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলেন।

নর্থ ক্যারোলাইনা থেকে নির্বাচিত প্যাট্রিক ম্যাকহেনরি ভারপ্রাপ্ত স্পিকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। অপসারিত স্পীকার ক্যাভিন ম্যাকার্থি ঘনিষ্ট হিসেবে পরিচিত প্যাট্রিক ম্যাকহ্যানরি। স্পিকার প্রো টেম্পো হিসেবে পরবর্তী স্পিকার নির্বাচিনের জন্য প্রতিনিধি পরিষদে ম্যাকহ্যানরি প্রিসাইড করা ছাড়া তেমন কোন দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ঘটনার পর আপদকালীন সময়ে সরকার চালু রাখার জন্য স্পীকারের তালিকা অনুযায়ী প্রো টেম্পো স্পিকার মনোনয়নের ব্যাপারে কার্যবিধি হালনাগাদ করা হয়েছিল।

কংগ্রেসে রিপাবলিকান দলের মধ্যে বিভক্তি এখন চরমে। অতি রক্ষণশীলদের সাথে অন্যদের কণ সমঝোতাই হচ্ছে না। নিজ দলের ৮ জন আইন প্রণেতা বিপক্ষে চলে যাওয়ায় কেভিন ম্যাকার্থির অপসারণ অবশ্যাম্ভাবী হয়ে উঠে। ডেমোক্র্যাট সদস্যরা নিজেদের মধ্যে ঐক্য ধরে রাখেন এবং রিপাবলিকান স্পিকারকে রক্ষার জন্য তাঁরা এগিয়ে আসেননি। ক্যাভিন ম্যাককার্থি দিনের শুরুতে বলেছেন স্পিকারশীপ রক্ষার জন্য তিনি ডেমোক্র্যাটদের সাথে কোন আপস আলোচনায় যাবেন না। তিনি ভোটের ফলাফলের আগেই এ নিয়ে ডেমোক্র্যাটদের কাছে আহ্বান জানাবেন বলে সিদ্ধান্ত নেন। প্রতিনিধি পরিষদে ডেমোক্র্যাট দলের নেতা হাকিম জ্যাফ্রিস তাঁর দলের লোকজনকে চিঠি দিয়ে বলেছেন তাঁরা ক্যাভিন ম্যাককার্থিকে অপসারণের পক্ষেই ভোট দেবেন এবং রিপাবলিকান দলের আইন প্রণেতাদের নিজেদের মধ্যে সিভিল ওয়ারের অবসান করার আহ্বান জানান তিনি।

স্পিকারের অপসারণের মধ্য দিয়ে ওয়াশিংটনের রাজনীতি জটিল হয়ে উঠেছে। চরম বিভক্ত কংগ্রেসে ডেমোক্র্যাটদের সাথে সমঝোতা করে কাজ কর্ম করে যাওয়া আইন প্রণেতারা এবারে ক্ষুব্ধ হয়েছে। ডেমোক্র্যাটরা ক্যাভিন ম্যাকার্থির রক্ষায় এগিয়ে না আসায় সমঝোতার রাজনীতি আরও কঠিন হয়ে উঠবে ওয়াশিংটনে।

যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এর আগে ১৯১০ সালে ক্ষমতাসীন স্পীকার জো ক্যাননকে অপসারণের জন্য ভোট হয়েছিল। জো ক্যানন সেসময় তাঁর স্পীকারশীপ ধরে রাখতে পেরেছিলেন। ২০১৫ সালে স্পীকার জন বয়েনারকে অপসারণের জন্য উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। পরে প্রস্তাবটি কমিটিতে প্রেরণ করার পর ভোট পর্যন্ত যায়নি।

স্পিকার ক্যাভিন ম্যাককার্থির অপসারণের পরপরই হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি পরিষদে সংখ্যা গরিষ্ঠ দল রিপাবলিকানদের দ্রুত স্পিকার নির্বাচনের আহ্বান জানানো হয়েছে। হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র জেন পেরি বলেছেন, প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন দ্রুত স্পিকার নির্বাচনের জন্য রিপাবলিকান দলের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, তিনি সব দলকে নিয়ে কাজ কর্ম করার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন। সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, রিপাবলিকানরা নৈরাজ্যবাদী বামদের সাথে লড়াই না করে নিজেদের মধ্যে কেন শুধু কলহ করছে?

স্যাংশন নিয়ে মাথা ঘামাবেন না

প্রথম পৃষ্ঠার পর

স্যাংশন বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এটা নিয়ে মাথা ঘামানোর কিছু নেই। আপনাদেরও বলবো, স্যাংশন নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। বেশি দিলে আমরাও দিতে পারি, আমরাও দিয়ে দেবো।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন, তার ছেলে কোকো মারা গেছে। সে যখন আমার বাবা-মা, ভাই-বোনের মৃত্যু দিবসে উৎসব করে, কিন্তু আমি তো মানুষ, আমি তো একজন মা। আমি ভাবলাম আমি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, সব মানুষের ভালো মন্দ দেখার দায়িত্ব আমার। সিদ্ধান্ত নিলাম, আমি যাবো খালেদা জিয়াকে সহানুভূতি দেখাবো। আমার তরফ থেকে মিলিটারি সেক্রেটারি যোগাযোগ করলো। সময় ঠিক হলো। যেই গুলশানে গেছি। আমার মুখের সামনে দরজা বন্ধ করে তালা মেরে দিলো, আমাকে ঢুকতে দিলো না। কতো বড় অপমান আপনারা চিন্তা করেন। আজকে অন্য কোনো প্রধানমন্ত্রী হলে কী করতো? কী করতো আপনারা চিন্তা করেন। তিনি বলেন, আমি কিচ্ছু বলি নাই। আমার বলার কিছু নাই। আমি দেখতে পাচ্ছি ভেতরে তাদের সব নেতা। আমি দেখতে পাচ্ছি গেটে তালা, কিছু করার নেই তাদের। আমি তারপরও আজকে তাকে কারাগার থেকে বাসায় থাকতে দিয়েছি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতার কন্যা হিসেবে নিরাপত্তার একটা আইন করা হয়েছিল। সেই আইনের বলে রেহানাকে ধানমণ্ডির ৬ নম্বর রোডে ছোট্ট একটা বাড়ি দেয়া হয়েছিল। খালেদা জিয়া ক্ষমতায় এসেই সেই বাড়িটা দখল করলো। আমাদের যারা ছিল ওদের বের করে দিলো। বের করে দিয়ে ওটাকে পুলিশের ফাঁড়ি করা হলো। একজন প্রধানমন্ত্রী গেল পুলিশ ফাঁড়ি উদ্বোধন করতে, লাল টুকটুকে শাড়ি পরে। যখন সে এই পুলিশ ফাঁড়ি উদ্বোধন করলো তখনও সেই বাড়ি রেহানার নামে রেজিস্ট্রি করা। আপনারা জানেন রেহানা ব্যক্তিত্ব নিয়ে চলে। পুলিশ ফাঁড়ি যখন করেছে সে বলে ঠিক আছে ওটা পুলিশকেই দিয়ে দিলাম। সে আর ওই বাড়ি নেয় নাই।

একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে শেখ হাসিনা বলেন, সরকার নির্বাচন কমিশন (ইসি) গঠনের জন্য আইন প্রণয়নের পাশাপাশি আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার জন্য সমস্ত সংস্কার করেছে। একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য আমরা স্বচ্ছ ব্যালট বক্স চালু করেছি এবং ছবিসহ ভোটার তালিকা তৈরি করেছি। এ সময় প্রধানমন্ত্রী প্রবাসীদের ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে রেমিট্যান্স পাঠানোর আহ্বান জানান। বলেন, চলমান ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির পটভূমিতে, অনুমোদন এবং পাল্টা নিষেধাজ্ঞার এ সময়ে খাদ্যের জন্য অন্যের ওপর নির্ভরতা কমাতে এক ইঞ্চি জমি ছেড়ে দেবেন না। প্রতি ইঞ্চি জমি ব্যবহার করে আপনি যা পারেন তা উৎপাদন করেন। বাংলাদেশকে আর্থ-সামাজিকভাবে উন্নত করতে সরকার নানামুখী পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে। তিনি বলেন, আমরা বাংলাদেশকে একটি উন্নয়নশীল ও ডিজিটাল দেশে রূপান্তরিত করেছি এবং এখন ২০৪১ সালের মধ্যে এটিকে একটি উন্নত, সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলতে কাজ করছি। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন এবং আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ড. আবদুস সোবহান গোলাপ, যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সভাপতি সুলতান শরীফ, সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাজেদুর রহমান ফারুক প্রমুখ।

মোবাইল আসক্তি বিপদ ডেকে আনছে শিশুদের জন্য

মাহাফুজা শিরিন

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক গবেষণায় উঠে এসেছে, বাংলাদেশের ৬৬শতাংশ শিশু শরীরচর্চার পিছনে দৈনিক একঘন্টা সময়ও ব্যয় করেনা। এটি শুধু বাংলাদেশেই নয়,বৈশ্বিক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ডিজিটাল ডিভাইস শিশুদের শৈশব কেড়ে নিচ্ছে। তাদের বুদ্ধির বিকাশ রুদ্ধ হচ্ছে মোবাইল ব্যবহারের কারণে। যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক এক গবেষণায় দেখা যায়, যেসব শিশু দৈনিক পাঁচ থেকে ছয়ঘন্টা মোবাইল ফোন ব্যাবহার করে, সাধারণ শিশুদের চেয়ে তাদের বুদ্ধির বিকাশ কম।

যদিও স্মার্ট ফোন এখন নিত্য প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ। করোনা মহামারির লকডাউনের সময়ে এর ব্যবহার বেড়েছে বহুগুণ। আমরা প্রায়ই অভিভাবকরা, বাচ্চাকে শান্ত রাখার জন্য তার হাতে স্মার্টফোন বা ট্যাব দিয়ে দিচ্ছি । গান,কার্টুন বা মজার ভিডিও চালিয়ে দিয়ে তাকে শান্ত রাখছি। আবার স্কুল-কলেজসহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, অনলাইন ক্লাসের কারণে বাধ্য হয়েই অনেকে শিশুর হাতে তুলে দিতে হচ্ছে স্মার্টফোন। এরকম করে দিনের অনেকটা সময় শিশুদের হাতে স্মার্টফোন থাকার কারণে এক ধরনের আসক্তি জন্মাচ্ছে তাদের মধ্যে। আর এই আসক্তি থেকে সহজে ফিরে আসা সহজ নয়। চক্ষু ও মানুসিক বিশেষজ্ঞদের অভিমত, মোবাইল ফোন, ট্যাব,ল্যাপটপ ও

কম্পিউটারের মত ইলেকট্রনিকস ডিভাইসের প্রতি অতিরিক্ত আশক্তিতে শিশুদের দৃষ্টিশক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। একারণে প্রায় ৬ থেকে ১৫ বছর বয়সী শিশুদের দৃষ্টি ও মানুসিক সমস্যা নিয়ে ব্যাপকভাবে চিকিৎসকের কাছে যেতে হচ্ছে।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, শিশুদের বয়স আট নয় মাস, তখনও মায়েরা শিশুকে শান্ত করার জন্য তাদের হাতে মোবাইল অথবা ট্যাব দিয়ে, কোন কার্টুন কিংবা অন্য কিছু দেখিয়ে শান্ত করতে চান। এ বিষয়ে বলতে গিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিশুরোগ বিভাগের প্রধান সাহিদা আনোয়ার বলেন, মোবাইলের প্রতি আসক্তি শিশুদের সামাজিক দক্ষতা নষ্ট করেছে, যার জন্য শিশুদের নানান ধরনের শারীরিক ও মানসিক সমস্যা সৃষ্টি হয়। টিভি, মোবাইল গেম বা যে কোনো ধরনের ভার্চুয়াল এন্টারটেইনমেন্ট দেখার সময়ে আমাদের মস্তিষ্কের কোষ থেকে ডোপামিন নিউরোট্রান্সমিটার নিঃসরণ হয়। এ ডোপামিন আমাদের মনে এক ভালোলাগার অনুভূতি সঞ্চার করে। তার ফলে অতি সহজেই শিশুরা এ ধরনের এন্টারটেইনমেন্ট মিডিয়ামগুলোতে আসক্ত হয়ে পড়ে। তাই শিশুর স্ক্রিন টাইম নিয়ন্ত্রণ করতে এবং তাদের চোখের বিশ্রামের জন্য স্ক্রিন থেকে পর্যাপ্ত সময় বিরতি নিতে উপদেশ দিতে হবে।

শহরে খেলার মাঠের অভাব এবং ঘরের বাইরে নিরাপত্তা কম থাকার কারণে শিশুরা বাইরে গিয়ে স্বাভাবিকভাবে খেলতে পারছে না। যদিও ডিজিটাল ডিভাইস দুনিয়াকে পালটে দিয়েছে। তারপরও মোবাইল আসক্তি শিশুদের যে ক্ষতি করেছে তা অপূরণীয়। মানবজাতির বিস্ময়কর অগ্রগতির বিস্ময়কর পিছনে ডিজিটাল ডিভাইসের অবদান যেমন অনস্বীকার্য ঠিক তেমনি আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তাই আমরা যেমন অগ্রগতির দিকে নজর রাখব ঠিক তেমনি আগামীর ভবিষ্যত শিশুদের যেন এই মোবাইল আসক্তির কারণে অধ:পতন না হয় সেদিকেও গুরুত্ব দেব। শিশুদের স্বার্থেই তাদের ডিজিটাল ডিভাইস থেকে দূরে রাখতে হবে। আমাদের সাবধান হতে হবে, সরে আসতে হবে এই আত্নঘাতি বোকামী থেকে।

প্রসঙ্গ ভিসানীতি: শেখ হাসিনার নেতৃত্বে নির্বাচন

আলেয়া হাজেরা

ভিসানীতি, স্যাংশনের সংশয় এবং আগামী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা অনেককে ভাবিয়ে তুলেছে। যে যাই বলুক আওয়ামী লীগের নেতারা এখনো দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যে, শেখ হাসিনাকে প্রধানমন্ত্রী রেখেই আগামী নির্বাচন হবে। সে দিকে এগুচ্ছে দেশের রাজনীতি। সেই নির্বাচনে বিএনপি আসুক বা না আসুক। এতে তেমন একটা তোয়াক্কা করছে না সরকার দলীয় নেতারা। তাহলে ভিসা নীতি নিয়ে কি হবে?

সরকারের একজন প্রতিমন্ত্রী এই প্রতিবেদককে জানিয়েছেন, মার্কিন ভিসানীতি বা স্যাংশন নিয়ে আওয়ামী লীগ বা সরকার চিন্তিত নয়। কারণ গত মে মাসে ভিসানীতি ঘোষনার পর আওয়ামী লীগ এর পরবর্তী কি হতে পারে তা এক প্রকার ঠিক করে নিয়েছে। এরফলে মার্কিন নিষোধাজ্ঞার সবোর্চ্চটা পর্যন্ত চিন্তা করে রেখেছে। তার মানে হচ্ছে অর্থনৈতিক কোন বিধি নিষেধ আসলেও সরকার তার সিদ্ধান্ত অটল থাকবে। অর্থাৎ শেখ হাসিনার নেতৃত্বে নির্বাচন হবে।

এদিকে বাংলাদেশে নির্বাচনী উত্তাপে অনেকে আতঙ্কিত। পুরো মাসজুড়ে (অক্টোবর) রাজধানীতে আওয়ামী লীগ পাচঁটি শান্তি সমাবেশের আয়োজন করেছে। যার প্রথমটি হবে মঙ্গলবার য়াকার আমিন বাজারে। বিএনপির সভা সমাবেশও আছে ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে। কিন্তু বিএনপির জন্য বড় সমাবেশ করা কঠিন হতে পারে বলে মনে করেন অনেকে। কারণ ঢাকা

মেট্রোপলিটন পুলিশের-ডিএমপির নবনিযুক্ত হাবিবুর রহমান এক প্রেস ব্রিফিংয়ে বলেছেন, অনুমতি ছাড়া কাউকে রাজধানীতে কোন রাজনৈতিক অনুষ্ঠান করতে দেয়া হবেনা। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সোমবার সচিবালয়ে একই কথা জানিয়েছেন। তবে অনেকে মনে করেন আগামী ৪ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে ফিরছেন। এরপর দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি কিছুটা পরিবর্তন হতে পারে। বিশেষ করে খালেদা জিয়ার চিকিৎসার জন্য অনুমতি পেতে পারেন।

আওয়ামী লীগ নেতারা বলেছেন , একদিকে রাস্তায় থাকবে আওয়ামী লীগ অন্যদিকে উন্নয়নের নতুন নতুন প্রকল্প উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। কারণ এ মাসের মধ্যে সব প্রকল্প উদ্বোধন করে ফেলতে হবে। নভেম্বরে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করলে সেগুলো উদ্বোধন করা যাবে না। এ উদ্বোধনের সারিতে প্রথমে আছে শাহজালাল আর্ন্তজাতিক বিমান বন্দরের থার্ড টার্মিনালের উদ্বোধন। যা উদ্বোধন হবে ৭ অক্টোবর। এর আগে ৫ অক্টোবর উদ্বোধন করা হবে রুপপুর পরমানু বিদ্যুৎ কেন্দ্র। পদ্মা সেতু রেল লাইনের, চট্টগ্রাম-দোহাজারি রেল লাইন, কর্ণফুলি টার্নেল, ঢাকা মেট্রোরেলের উদ্বোধন হবে এ মাসে। আওয়ামী লীগ নেতারা জানান, নির্বাচন সহজ হবে না। তবে বাংলাদেশর উন্নয়নের কারিগর আওয়ামী লীগ তার প্রমাণ আরো একবার হবে।

তবে এত উন্নয়নের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ খবর হচ্ছে অর্থনীতিতে। গত ৪১ মাসে সর্বনিম্ন প্রবাসী আয় পেয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। সেপ্টেম্বরে মাত্র ১৩৪ কোটি ৩৬ লাখ ডলার রেমিট্যান্স দেশে এসেছে, যা গত ৪১ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন। এর আগে ২০২০ সালের এপ্রিলে কোভিডসৃষ্ট দুর্যোগের মধ্যে ১০৯ কোটি ডলার রেমিট্যান্স এসেছিল। কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে রেমিট্যান্সের এ তথ্য প্রকাশ করা হয়। জিনিস পত্রের দামও কমছে না। খোদ রাজধানীর মানি এক্সচেঞ্চ এ ডলার পাচ্ছে না বিদেশগামীরা। সব মিলিয়ে পরিস্তিতি কোথায় গিয়ে দাড়াচ্ছে তা কেউ বলতে পারছে না।

উপহার নয় দোয়াই কাম্য

আফতাব চৌধুরী

শিরোনামটি বিয়ের কার্ডের।। নীচে বড় হরফে ছাপানো। বিয়েতে উপহার প্রদান বিরোধী এটি একটি শ্লোগান। এমন ঘোষণা স্বস্তি দেয়।

কার্ড বিলি করে বিয়ের দাওয়াত দেয়া সামাজিক রীতি ও ভদ্রতা। আগেকার দিনে পাড়া-মহল্লায় দাওয়াত যেত ঘরে ঘরে মুখে মুখে। দাওয়াত নিয়ে যেতেন বর , কনের মা-বাবা, চাচা-চাচি, বড় ভাই বা স্থানীয় বয়স্ক কেউ। বিয়েতে আম দাওয়াত বা গণ-নিয়ন্ত্রণ হত না। কিন্তু সিলেট অঞ্চলের অধিকাংশ বিয়েতে আম-দাওয়াতীর মহাসমাবেশ ঘটত আগেকার দিনে।

একালে দাওয়াত যায় টেলিফোনে, কার্ড নিয়ে যায় ছেলেমেয়েরা, কোথাও যান বাপেরা কোথাও মায়েরা, - কার, বাস, টেক্সি বা রিক্সা করে। সেকালে যন্ত্রগাড়ী ছিল না। আত্মীয় স্বজনরা আসতেন ঘোড়ার গাড়ী, নৌকা অথবা পায়ে হেঁটে। বরযাত্রীরাও যেতেন বর কনেকে নিকট আত্মীয় বা ঘনিষ্ঠজনেরা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বা নগদ টাকা দিতেন। আজকাল কালের পরিবর্তনে বিয়ের কার্ড অনেকের কাছে দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাড়ায়। এমনকি এ কার্ড অনেকের মেজাজ বিগড়ে দেয়। তার কারণ স্পষ্ট নয়। তা হল উপহার। বিয়েতে কিছু উপহার দেওয়ার প্রথা অনেক দিনের। এটা বারোয়ারি প্রথা। বিয়ের উপহার বস্তুকে গিফট কেন বলা হয় সেও এক রহস্য। অন্য কোন জেলায় বিয়ের উপহার অর্থে গিফট শব্দটি চলিত কিনা জানা নেই। তবে সিলেট অঞ্চলে উপহারকে অনেক সময় গিফটও বলা হয়ে থাকে।

চট্টগ্রাম, নোয়াখালী অঞ্চলে উপহারকে মাইন বলা হয়। মাইন তো যুদ্ধাস্ত্র। এটি প্রাণহানিকর এবং সম্পদ ধ্বংসকারী। অশান্তির বোঝা। বিয়ের মাইনও কম বোঝা নয় বিশেষত: যারা আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল। সবারই একটা খরচের বাজেট থাকে। মাইনের বখরা সে বাজেটের বোঝা। সে বোঝা বহন করতে অনেকেরই কষ্ট হয়, আবার কিছু বলতেও পারেন না লোকলজ্জার ভয়ে।

বিয়ের উপহার দুইপ্রকার। ক্যাশ এন্ড কাইন্ড। বর পক্ষের দাওয়াতে সাধারণত: ক্যাশ দেওয়া হয়। কনে-পক্ষ থেকে টাকা অলংকার শাড়ী ক্রোকারিজ ফার্নিচার ও অন্যান্য দ্রব্য দেওয়া থাকে। অর্থনৈতিকভাবে যারা দুর্বল তাদের অনেকে দাওয়াত পেয়ে ছোটখাট দ্রব্যাদি উপহার হিসাবে দিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে থাকেন। উপহার দিয়ে কিছু তৃপ্তি যে পাওয়া যায় না, এমন নয়। মওকা পেয়ে বলেও বসেন অমুকের বিয়েতে তেমন কিছু দেওয়া হয়নি, সামান্য জিনিস বা এত টাকা মাত্র দেয়া হয়েছে।

এতকাল বলা হয়েছে যৌতুক সামাজিক ব্যাধি ও অভিশাপ। এ ব্যাধি সমাজের শিরায় শিরায় ছড়িয়ে আছে। যৌতুক-বিরোধী সেমিনারে মোক্ষম কথার বোমা জ্বলে। কিন্তু উপহার নিয়ে কেউ কোন কথা স্পষ্ট করে বলেনা। অথচ উপহার দেওয়া খোলা মনে কেউ সাপোর্ট করে না। খালি মনে মনে গুমরায়।

এসব কথাবার্তা প্রায়ই শোনা যায়।। এদিকে উপহারের জিনিস কেনা কম ঝামেলার কাজ নয়। বাজেটের মধ্যে হিসেব করে দেখে শুনে ক্রয় করতে হয়।

উপহার কিন্তু যৌতুক নয়। হিন্দু সমাজে মেয়েকে যৌতুক দেওয়ার কারণ এই যে বিয়ের পর পিতৃ সম্পত্তিতে মেয়ের আর অধিকার থাকেনা। কিন্তু মুসলমান মেয়ে বিয়ের পরে পিতৃ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয় না। তারপরও মুসলমান সমাজে যৌতুক শিকড় গেড়ে আছে ফার্নিচার, টিভি, ফ্রিজ, অলংকারদিসহ নানা জিনিসপত্রে। জামাই পক্ষকে যেন সব যুগিয়ে উজিয়ে দিতে হবে। উপহার হল উপরি পাওনা। কনে-পক্ষে পাওয়া টাকা অবশ্য বর-পক্ষকে দেওয়া হয় না। উপহার-সামগ্রীর সবটাও বর পক্ষকে যে দেওয়া হয় তাও নয়। কোন আইটেম একেকটার বেশী হলে তা রেখে দেওয়া হয়।

ছেলেমেয়ের বিয়েতে যারা আমন্ত্রিতদের কাছ থেকে উপহার নেন তাদের অনেকে অন্যের বিয়েতে উপহার দেওয়ার বেলায় মুখ ভার করেন। এ ক্ষেত্রে উপহার হল ঋণ স্বরূপ, কর্জ। এটার একটা দাবী থেকে যায়। নিজের ছেলেমেয়ের বিয়েতে নিলে অন্যের ছেলেমেয়ে বিয়ের সময় তার শোধ দিতে হয় নগদ বা জিনিসে। নয়ত তা খোঁটার বিষয় হয়ে সম্পর্ক নষ্ট করে দেয়। তেমন তেতো-অভিজ্ঞতার কথা মহল্লাবাসীরা জানে, তা সত্ত্বেও উপহার প্রথার তোড় কমেনি।

আমাদের সমাজে অনেকেই উপহার গ্রহণ এবং প্রদানের বিরুদ্ধে আড়েঠারে কটুবাক্য ঝাড়ে, কিন্তু প্রথাটি ভাঙ্গার সময় লজ্জা পেয়ে পিছু টান দেন। কিছুকাল যাবৎ কেউ-কেউ উপহার প্রথার বিরুদ্ধে লিখতে শুরু করেছেন। বিয়ের কার্ডে ছাপানো শুরু হয়েছে ইংরেজীতে only blessings বাংলায় দোয়াই কাম্য। এর বিরুদ্ধে আবার পরিবার পরিজন থেকে জোর আপত্তিতে বলা হয়, উপহার কেন নেবনা, এতদিন দিয়ে এসেছি। ফলে বাস্তবে দোয়ার বরকত ক্যাশ ও কাইনড হয়ে ঝরতে থাকে। একটা কার্ডে ছিল ঘঙ চজঊঝঊঘএঞঅএঞওঙঘ চখঊঅঝঊ । এর পরেও প্রথা সামাজিকতার সম্মানে যারা কিড়মিড় করে প্যাকেট এনেছিলেন সেগুলো ফেরত দেয়াতে কেউ গোস্বা হয়ে না খেয়ে চলে যান। বিয়েতে উপহার বিরোধি আপত্তি এখনো মাঝরি পথে।

কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় বিয়ের দিন যৌতুক বা প্যাকেট একদম নেই। এটা আরেকটা চালবাজি। ওয়ালিমার দিন ঠিকই উপহার দ্রব্যে ঘরের কোনা ভরে উঠে। বিবাহ-পক্ষ সেগুলো হাস্যে-বিকালে গুছাতে থাকেন, যদিও দশজনে শুনিয়ে বলতে শোনা যায় আহা, কি দরকার। এগুলো আবার কি জন্যে এনেছেন।

আরেক ক্ষেত্রে দেখা যায় বিয়ের আগের দিন কন্যা-পক্ষ যৌতুকের সামান্য বেয়াইবাড়ীতে লরি বা ট্রাক যোগে পাঠিয়ে দেন। বিয়ের পর আবার প্রাপ্ত উপহার দ্রব্যাদির কিছু অংশ পাঠানো হয় জামাই বাড়ি। এসব করার হেতু হল মেয়ের মুখ উঁচু রাখা। কিন্তু আসলে অভিজ্ঞতা বলে এত করেও বেয়াই বাড়ীর মন উঠে না। সে পক্ষের কেউ না কেউ খোঁটা দিয়ে নয়া বউকে শুনিয়ে বলে-আমার মেয়ের বিয়েতে ওরা কিচ্ছু ডিমানড করেনি। তারপরেও আমরা প্রচুর দিয়েছি, কত কত জিনিস দিয়েছি। আর আমি কি পেলাম? এর চেয়ে খারাপ আর কি হতে পারে? মুখে সবাই বড়-ম না-ও বাহাদুরি ফটকে রসালো কথা বলেন মাত্র। নতুন বউকে শুনিয়ে শুনিয়ে এসব কথা বলার মানে হল তোমার বাপের বাড়ীতে গিয়ে কথাগুলা শুনিয়ে দিও। শুরু হল তারপর কথা বলা বলি, ফলে ব্যাজরা-ব্যজরি, গোসসা গোসলি। সম্পর্ক বিষে বিশাল হয়ে উঠে।

অনেক বিয়ের কার্ডে বে-সিং ফ্লেসিং দোয়া-টোয়া থাকে না। তার মানে হল, বিয়ের খানাতো খাবে বাবা। কিন্তু সেটা মুফতে হবে না। দেবে আগে, তারপর টেবিলে বসবে। সে আমন্ত্রণ যেন হোটেলী-আমন্ত্রণ। নগদ-দামে এক পেট ভাত খাওয়া। সহজ কথায় উপহার লওয়া মানে নগদ দামে বিয়ের খানা বিক্রি করা। আফটার-অল-বিয়ের খানা তৈরী তো মুফতে হয় না। এটা বড় খরচের ব্যাপার। যারা সে খরচ আলগাতে পারে তাদের কথা ভিন্ন। বেশী করে খরচ করার তৌফিক তো সকলের সমান নয়। ধার-কর্জ করে তা সামলানো বেকুবিও।

এক্ষেত্রে উভয় পক্ষের বর-যাত্রীর সংখ্যার কথা বিবেচনা যোগ্য। দাওয়াত-পত্রে লিখার আর এক ধরনের ষ্টাইল হল অমুক স্বপরিবার। সে পরিবার দু-জানারও হতে পারে, দশ-জনারও । সিলেটি বিয়েতে অধিক লোক-সমাগম করা এক ধরনের বিলাসিতা । বলাও হয়ে থাকে আমার এগানা-কুটুম আর বন্ধু-বান্ধব তো আল্লায় দিলে কম নয়। কারে বাদ দিয়ে কারে বলি। ফলে সংখ্যা বাড়ে। এমন বলায় গর্ব ও অহমিকা উতরায়। তার মানে দাওয়াত দাতা একজন কেউকেটা। কিন্তু তার খেয়াল থাকে না যে পরিচয়ের পরিধি কারও তেমন হেলফেলার নয়। তেমন উক্তি বিকোরোক্তি মাত্র।

এতকাল বলা হয়েছে যৌতুক সামাজিক ব্যাধি ও অভিশাপ। এ ব্যাধি সমাজের শিরায় শিরায় ছড়িয়ে আছে। যৌতুক-বিরোধী সেমিনারে মোক্ষম কথার বোমা জ্বলে। কিন্তু উপহার নিয়ে কেউ কোন কথা স্পষ্ট করে বলেনা। অথচ উপহার দেওয়া খোলা মনে কেউ সাপোর্ট করে না। খালি মনে মনে গুমরায়। কিছুকাল যাবত সচেতন কিছু ব্যক্তি বিয়ের কার্ড বিলির সময় উপহার প্রথার বিরোধিতায় সোচ্চার হয়েছেন। কার্ডে লিখা হচ্ছে উপহার একটা সামাজিক কুসংস্কার, উপহারের নামে যৌতুক বন্ধ করুন, নো প্রেজেনটেশন প্লীজ। এটা কু-রীতী কু প্রথা। দাতা ও গ্রহীতার এ হ্যাংলামি বর্জনীয়। এটা সমাজ- মনের অসুস্থতা। এখন এ কুসস্কারকে পরিহার করতে হলে সমাজের সকলকেই আন্তরিকতার সাথে এগিয়ে আসতে হবে। পাঠকরাই বিবেচনা করুন ঠিক বললাম, না ভুল?

প্রথম আল মদিনা মুনাওয়ারা দর্শন ও মহানবীর (সঃ) হিজরত

ফজলুর রহমান চৌধুরী

ঢাকা পৌঁছে নাজাত হজ্ব এজেন্সির প্রতিপ্রথম আল মদিনা মুনাওয়ারা দর্শন ও মহনবীর (সঃ) হিজরতনিধির পরামর্শে একটি পার্শ্ববর্তী পুরাতন হোটেলে সন্ধ্যা পর্যন্ত আবস্থান। ঢাকা এয়ারপোর্ট থেকে বের হয়ে দেখি অত্যন্ত ভ্যাপসা গরমে টেকার মত না। নারায়নগঞ্জ থেকে কার নিয়ে আসা চাচাত ছোট ভাই ব্যবসায়ী সরোয়ার চৌধুরী ও তার সিনিওর ব্যবসায়ী বন্ধু হাজী সাহেব আমাদের সহযোগিতা করেন, সার্বক্ষণিক সঙ্গ দেন। সংগ দেন বাড়ির আরেক চাচাত ভাই ও ছোটবেলার খেলার সাথী সৈয়দ তোফাজ্জুল হোসেন চমন ভাই, ভাতিজা ফাহিম ও বউমা।মাগরীবের নামাজ পড়ে তাড়াহুড়ো করে সুন্দর পরিপাটি হজ্জ্বক্যাম্পে গিয়ে নাজাত হজ্ব ট্রেভেল্স এর প্রতিনিধিদের কাছ থেকে ভিসা, টিকেট পাসপোর্ট, হজ্ব যাত্রী আইডি নং, গলায় ঝুলানোর ছোট ব্যাগ , লাগেজ ইত্যাদি সংগ্রহ করি। সাথে সাথেই লাইন ধরে ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করে বাসে উঠে ঢাকা শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের ভিতরে (ইমিগ্রেশনের ওপারে) সবাই সীটে বসে পড়ি। চলে আসে হাজী সাহেবদের জন্য নাস্তার প্যাকেট । কী যে ভালো লাগার অনুভূতি। কিছুক্ষণ পর ই আবার লাইন ধরে হজ্ব বিশেষ আয়োজনে সৌদি আরব এর ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করে বিমানে উঠার অপেক্ষা। এশার নামাজ আদায়। দেহ মনে এক শান্তির আবেশ। আল্লাহর ঘরের মেহমান হতে চলেছি। বিশ্বনবী, পিয়ারে হাবীব, উম্মতের কান্ডারী মুহম্মদ মোস্তফা (দঃ) এর রওজা মেবারকে সালাম জানাতে পারব, জিয়ারত করতে পারব। এর চেয়ে সুখানুভূতি আর কী হতে পারে। আমি আর আমার স্ত্রী একজনের মুখের দিকে আর একজন তাকাই সেই হৃদয়ভরা আনন্দ আর আকাশচুম্বী আশা ভরসার নির্যাস, মুখে মুচকী হাসির একটুখানি রেখা চিহ্ন। আশা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর অপার রহমতে আমরা কবুলিয়াত হজ্জ্বব্রত পালন করতে যাচ্ছি।

একই কাফেলায় সাথী চুনারুঘাটের সিরাজ ভাই ও ভাবী আমাদের মোয়াল্লেম আনোয়ার ভাইর সাথে সাক্ষাত পরিচয় করিয়ে দেন। প্রথম বারের মত উনার সাথে দেখা , কথা বলে অনেক আশ্বস্ত হই, সাহস জাগে। উনি সালাম দিয়ে বলেন , "আপনারা কোন চিন্তা করবেন না, সবরিছু ঠিকমত হবে ইনশাআল্লাহ"! রাত্র ১.০০ টায়(অর্থাৎ ১৫ জুন ভোর বেলা) সৌদি এয়ারলাইন্সের বিমানে বসেছি। তজবী, তিলাওত আর দুরুদ পড়ছি। আমাদের এহরাম বাধতে হয়নি কারণ আমাদের প্রথম যাত্রা মদিনা মনোয়ারা। কোন কাফেলা আগে মক্কা শরীফ যান । সেখান থেকে হ্জ্ব সম্পন্ন করে মদিনা শরীফ গমন করেন । মদিনা থেকে আবার মক্কা শরীফ এসে বিদায়ী তোয়াফ শেষে দেশে ফ্লাইট । অথবা মদিনা থেকেও দেশে আসেন বিদায়ী তোয়াফ সম্পন্ন থাকলে। সৌদি বিমানে আমার ডান পাশের সীটে বসা হবিগঞ্জ শায়েস্তানগরের কন্ট্রাক্টর তাজুল ভাইর সাথে আলাপে জানলাম তিনি তৃতীয়বারের মত হজ্বে যাচ্ছেন। একবার তার নিজে একা, একবার শাশুড়ীকে নিয়ে , এবার তার সবধর্মিনী সহ। আলহামদুলিল্লাহ বলে সর্বক্ষেত্রে তার সহযোগিতা কামনা করলাম। তিনি বল্লেন , আল্লাহ চাহেত সবকিছু কাফেলার সাথেই হবে।সময় গুণে ব্লাড প্রেসার ও হার্টের ঔষধ খেয়ে নিলাম। অভিজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী জরুরী ঔষধ সমূহ , কিছু পরনের / ব্যবহারের কাপড় চোপর হ্যান্ড লাগেজেই রেখেছিলাম। কিছু ইমারজেন্সী ঔষধ গলায় ঝুলানো পকেট ব্যাগেই সার্বক্ষণিক ছিল।বড় লাগেজগুলো অনেক সময় দেরীতে পাওয়া যায় বা হারিয়েও যায়।অবশ্য এক সময় পাওয়া যায়।আমাদের লাগেজের সাথে মদিনা হোটেল রুমে ২টো লাগেজ কীভাবে এসে পড়েছিল। এগুলো অন্য কাফেলা / অন্য হজ্ব এজেন্সীর ছিল।পরে আমরা আমাদের মোয়াল্লেম সাহেবের নিকট জমা দেই সঠিক হাজী সাহেবদের পৌছে দেয়ার জন্য।সৌদি বিমান আকাশে উড়তে উড়তে যখন মদিনা এয়ার পোর্টে অবতরন করল তখন অন্যরকম এক অনুভূতি। কিছুটা ভয়, আনন্দ, জিকির , তাসবীহ, দুরুদশরীফ, আস্তাগ ফিরুল্লাহ, রাব্বানা আতিনা পড়তে পড়তে এয়ারপোর্ট থেকে বিভিন্ন যানবাহনে বের হয়ে হোটেলে যাওয়ার জন্য মোয়াল্লেম সাহেবের নির্দেশে এক সাথে জড়ো হয়েছি। তখন সুবেহ সাদিক। মোয়াল্লেম সাহেব আমাদের সাথে আছেন অনেক শান্তনা, ভরসা।মদিনার নির্ধারিত হোটেলে যাওয়ার জন্য বাসে উঠছি। আমার স্ত্রী সামনে লাগা পিছনে আমি। যাতে দুজন বিচ্ছিন্ন হয়ে দুবাসে না উঠি। বসার সিট খুজছি । এমন সময় কলেজ সহপাঠী বন্ধু ফরিদ ডাকদিয়ে বলে "দোস্ত আগে আমাদের কাছে বস , আমার সিটে ভাগ করে বসি"। ''ফরিদ -দোস্ত তোমরা -মাশাআল্লাহ। ভাবীকে বাম দিকে একটু সরিয়ে তার সিটের অর্ধেকে দুজনের কিছুক্ষণ আনন্দ অবস্থান। আনোয়ার ভাই হোটেলের ঠিকানা কার্ড সৌদি ড্রাইভারকে এবং আমার হাতে একটি দিয়ে বল্লেন , "একটু খেয়াল করবেন নতুবা ড্রাইভার শুধু ঘুরবে"। তিনি আর একটি বাসে বসলেন। মদিনার তারকা ঝলমল আকাশ, মরু অঞ্চলে সুন্দর পরিপাটি রাস্তায় মদিনা মনোয়ারার পাশে একটি (নাম স্টার হোটেল) হোটেলে যাচ্ছি কিছুদিন অবস্থানের জন্য(৮ দিনে ৪০ ওয়াক্ত নামাজ আদায় হবে)। আমি আর আমার স্ত্রী জীবনে যত গুণাহ খাতা করেছি তা মাপ চাব, মসজিদে নববীতে নামাজ পড়ে , রওজা শরীফ জিয়ারত করে লক্ষ লক্ষ ছোয়াব/ নেকী হাছিল করব সে আনন্দে আত্মহারা।সত্যিই যেন শত শত হোটেলের ভীড়ে আমাদের স্টার হোটেল - মসজিদে নববীর ১০ নং গেইটের পাশে খুজে পেতে অনেক সময় লেগেছিল।

মদিনা হোটেলে সুযোগ পেলে হজ্ব নিয়ম নীতি জানার জন্য কিছু ছোট বই, নেট ঘেটে পড়াশুনা করি। পূর্ব আবেদন অনুযায়ী আমি এবং আমার স্ত্রী একই রুমে থাকি। সাধারণত ৪/৫ জন করে মহিলা এবং পুরুষ হাজীগণ আলাদা রুমে থাকার ব্যবস্থা করা হয়।এদিন / ১ম দিন ঘুম থেকে উঠে ওযু গোসল করে সবাই এক সাথে যখন হোটেল থেকে মসজিদে নববীতে যোহরের নামজ আদায়ে যাচ্ছিলাম, রৌদ্রোজ্জ্বল এ আকাশ, এ ভুবন , সুসজ্জিত , সুশোভিত চারপাশ দেখে হৃদয় মনে এক মধুময় দোলা অনুভব করতে থাকলাম।আমার কাছে থাকা স্ত্রী বলতে লাগলেন, ইয়া আল্লাাহ এত সুন্দর সবকিছু! "বিশ্বনবী (সঃ) এর বিশাল অপূর্ব সুন্দর মসজিদ, আশপাশ এত কাব্যময়, এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন! আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অপার রহমত আর ইচ্ছায় আমরা এখানে আসতে পেরেছি।''আমরা পাপীদের আল্লাহ কবুল করেন"।আমি বললাম, আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবিব, উনার দোস্ত, দুজাহানের বাদশা, আখেরী নবী, পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব বিশ্বনবী হযরত মুহম্মদ মোস্তফা (সঃ) এর রওজা শরীফ এজন্যই এত মর্যাদাশীল।যাকে সৃষ্টি করবেন বলে এ পৃথিবী সৃষ্টি, হযরত ঈসা (আঃ) শেষ নবীর উম্মত হয়ে এ ধরায় আবার আসবেন, স্বয়ং আল্লাহ পাক যাকে এত মর্যাদা দিয়েছেন । তাই পৃথিবীর হাজার হাজার,লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ের মণিকোঠায় উনার স্থান। কিয়ামত পর্যন্ত বিশ্ব উম্মতের মহানবী করীম(দঃ) এর এ পবিত্র রওজা শরীফে সালাম, দুরদ, জিয়ারত চলবে।

মহানবী (সা.) ৬১০ খ্রিস্টাব্দে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নবুওয়াত লাভ করেন।

তখন দাওয়াত ও সঠিক পথ-নির্দেশনার গুরুদায়িত্ব পেয়ে তিনি আল্লাহর অস্বীকারকারীদের এক আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাতে থাকেন। কিন্তু তার সবচেয়ে প্রিয় জনরা বিরোধিতা শুরু করেছিলেন।তাই তিনি গোপনে তিন বছর দাওয়াত দিয়েছিলেন।

এরপর আল্লাহর নির্দেশে সাফা পাহাড়ে প্রকাশ্যে এক আল্লাহর ওপর ঈমান আনার ঘোষণা দিয়েছিলেন। তখন থেকে শুরু হয়েছিল মহানবীর (সাঃ) ওপর প্রচণ্ড নির্যাতনের ধারা। পথে-প্রান্তরে তাকে নিদারুণভাবে আহত, অপমানিত ও লাঞ্ছিত করা হতো। এরপরও অত্যন্ত ধৈর্য্য ও পরম সাহসিকতার সঙ্গে মহানবী (সা.) তার মিশন এগিয়ে নিতে থাকেন।

এক পর্যায়ে মক্কার কাফেররা তাদের পরামর্শ স্থল দারুন নদওয়া'তে সমবেত হয়ে আবু জাহেল এর প্রস্তাব সমর্থন করে মহনবী (সঃ) কে হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়।বিভিন্ন গোত্রের শক্তিশালী যুবকদের দায়িত্ব দেয়া হয় এবং একশত উট পুরস্কারের ঘোষণা করা হয়।তাদের সব নীলনকশা ও কূট-পরিকল্পনা মহান আল্লাহ নস্যাৎ করে দেন। রাতেই আল্লাহ তাআলা ওহির মাধ্যমে এই চক্রান্তের কথা তার রাসুলকে জানিয়ে দেন। তার প্রিয় নবী (সা.)-কে তিনি হিজরতের আদেশ দিয়ে বলেন, 'হে নবী! মক্কার মানুষ আপনাকে চায় না। অন্যদিকে মদিনার মানুষ আপনার জন্য সীমাহীন আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে। আপনি হিজরত করে মদিনায় চলে যান। '

হিজরতের নির্দেশ পাওয়া মাত্র প্রিয়নবী (সা.) নিজের ঘরে নিজের বিছানায় আপন চাচাতো ভাই হযরত আলী (রা.)-কে রাখেন। এরপর ৬২২ খ্রিস্টাব্দের ১২ সেপ্টেম্বর প্রিয়সঙ্গী হযরত আবু বকর (রা.)-কে নিয়ে মহানবী (সা.) মদিনার উদ্দেশ্যে রওনা হন। রওনা হওয়ার মুহূর্তে বাইতুল্লাহর দিকে করুণ দৃষ্টিতে নবীজি বলেন, 'হে মক্কা! খোদার কসম, তুমি আমার কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রিয় শহর, আমার প্রতিপালকের কাছেও বেশি পছন্দের শহর তুমি। যদি তোমার অধিবাসীরা আমাকে বের করে না দিতো, আমি কখনো বের হতাম না। ' (তিরমিজি, হাদিস : ৩৯২৫)। তিন দিন মক্কার 'গারে ছাওর' গুহায় গোপন থাকার পর সোমবার প্রথম রবিউল আউয়াল আবার রওনা দেন। ২৩ সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মোতাবেক সোমবার ১২ রবিউল আউয়াল তিনি মদিনার নিকটবর্তী কুবা অঞ্চলে পৌঁছেন। সেখানে ১৪ দিন অবস্থান করে মসজিদে কুবা প্রতিষ্ঠা করেন। ২৭ সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মোতাবেক ১২ রবিউল আওয়াল মদিনা মুনাওয়ারায় পৌঁছান মহানবী (সা.)।

সংরক্ষণ ছাড়াই উপমহাদেশের নারীরা স্বমহিমায় উজ্জ্বল

নিশীথ সিংহ রায়

ভারতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ বিল পাশ হলেও যবে থেকে অবিভক্ত ভারতের ইতিহাস জানা গেছে তাতে একটা জিনিস সত্য কিছু দিন ছাড়া (মধ্যযুগ) ভারতীয় সমাজে নারীদের স্থান সর্বদাই খুব গৌরব জনক বা উচ্চপর্যায়ে ছিল। উপমহাদেশের নারীরা বিশ্বের অন্যান্য বিশেষত উন্নত দুনিয়ার তুলনায় কতটা এগিয়ে তার দু'একটা উদাহরণ দিয়ে মূল লেখায় যাবো। পৃথিবীর প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী শ্রীলঙ্কার সিরিমাভো বন্দরনায়েক এবং তিনি তিন তিনবার শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছিলেন। ভারতের ইন্দিরা গান্ধী। মুসলিম দেশের মধ্যে প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভূট্টো। আমাদের আর এক প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশে তো পরস্পর মহিলা প্রধানমন্ত্রীই হয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ তো আর একটা ব্যাপারে ব্যতিক্রমী। ২০১৩ সালের সময়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের স্পিকার, বাংলাদেশের বিরোধী দলনেত্রী বা বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী সবাই মহিলা। এটা একটা মুসলিম প্রধান দেশে অভাবনীয় ব্যাপার। উপমহাদেশের চারটে দেশেই যখন এই অবস্থা তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না এখানে বর্তমানে নারীদের স্থান কোথায়? বাংলায় একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে যবে থেকে ইতিহাসের অধ্যায় শুরু হয়েছে বা জানা গেছে তাতে মানুষ জেনে এসেছে 'অর্দ্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্দ্ধেক তার নর'। তবুও পৃথিবীর মানব ইতিহাস জুড়ে দেখলে বোঝা যায় কখনো কখনো লিঙ্গ দৃঢ়তার জোরে পুরুষ, নারীর কার্যকলাপ ও সুযোগকে সঙ্কুচিত করেছে ও ধর্মীয় অনুশাসনের নামে নারীকে বিভিন্ন সংস্কারের মোড়কে মুড়ে তার স্বাভাবিক ছন্দকে বারবার আঘাত করেছে। যদিও বর্তমান সময়ে দেখা যাচ্ছে ভারতে কোনরূপ সংরক্ষণ ছাড়াই নারী তার নিজস্ব ক্ষমতার জোরে সমাজে নিজ অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে। লঙ্ঘন করেছে তার ওপরে চাপিয়ে দেওয়া সমস্ত বিধিনিষেধের প্রাচীর। তাই বাস্তবিক অর্থে এখন বলা যায় নারী-পুরুষ সমান অধিকারী। সেই 'চিন্তাবিদ', 'সাহিত্যিক', 'সমাজ সংস্কারক', 'আধ্যাত্মিক জগত', 'নারীবাদী', 'যুক্তিবাদী', 'শিক্ষাবিদ', 'শিক্ষিকা', 'বিজ্ঞানী', 'প্রযুক্তিবিদ', 'গনিতজ্ঞ, 'অঙ্কন' বা 'চিত্রশিল্পী', 'অভিনেত্রী', 'গায়িকা', 'খেলোয়াড়', 'পর্বতারোহী', 'স্বাধীনতা সংগ্রামী', 'রাজনীতি', বর্তমান যুগের 'মহাকাশ' বা আরও আরও অনেক সামাজিক দিক আছে যেখানে ভারতের এত বছরের ইতিহাসের স্বাক্ষী নারীর ভূমিকা নিয়ে লিখতে গেলে কয়েকটি মহাভারত হয়ে যাবে বলা যায়। বাস্তবিক, এত বছরের নারীদের 'ইতিহাস' নিয়ে সবিস্তারে এখানে লেখা সম্ভব নয় তাই এই স্বল্প পরিসরে বৈদিক যুগ থেকে ভারতীয় উপমহাদেশের নারীদের উত্থান-পতন আর যাঁরা নিজস্ব গরিমায় সমাজকে গর্বিত করেছেন এমন কিছু নারী এবং এই উপমহাদেশে এখনও এমন কিছু সম্প্রদায় আছে যেখানে নারী দ্বারা সেই সম্প্রদায় বা সমাজ পরিচালিত তাঁদের নিয়েই কিছু আলোচনা। এমনিতে ইতিহাস ঘাঁটলে আমরা দেখতে পাবো যেখানেই পুরুষের পায়ের চিহ্ন পড়েছে সেখানেই নারীরও পায়ের চিহ্ন পড়েছে। উল্টে সমাজের এমন কতকগুলি ক্ষেত্র আছে যেখানে পুরুষ যতটা না সফল তারচেয়ে নারী হয়তো বেশি সফল। এরমধ্যে আবার কাল্পনিক নারী নিয়ে লিখে লিখে, চিত্র অঙ্কন করে বা চলচ্চিত্র করে শুধু ভারতে নয় বিশ্বে কত কত সাহিত্যিক, চিত্রশিল্পী বা পরিচালক অমর হয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। এখানে একটা জিনিস বলা দরকার শুধু ভারতীয় উপমহাদেশে নয় এশিয়াতেই নারীদের অধিকার ও আধিপত্য দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যমান ছিল এবং তারসাথে এটাও সত্যি বর্তমানের উন্নত ইউরোপ, আমেরিকার তুলনায় তখনকার এশীয় বিশেষত ভারতীয় উপমহাদেশে নারীদের স্বাধীনতা অনেক অনেক বেশি ছিল।

ভারতের ইতিহাস সাক্ষী আছে বৈদিক যুগের আদি পর্ব থেকেই নারীরা সমাজে পুরুষের সমানাধিকার ভোগ করেছে। নারীরা সেই বৈদিকযুগ থেকেই সমাজের সর্বক্ষেত্রে তাঁদের সাফল্যের স্বাক্ষর এমনভাবে রেখে গেছেন যা পৃথিবীর ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। আড়াই তিন হাজার বছরের প্রাচীন লিখিত পৌরাণিক কাহিনীগুলি দেখলে বোঝা যাবে তখন নারীর মর্যাদা কোন পর্যায়ে ছিল। সেখানে নারীকে সর্বত্রই পুরুষের সাথে সমান্তরাল ভাবে দেখা গেছে। আবার কোথাও নারীর স্থান ছিল পুরুষের ওপরে। সেখানে নারীরা দেবীতুল্য বিবেচিত হতেন। আর নারীর অসম্মান মানে সমাজের অপমান। তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ আমরা দেখতে পাই রামায়ণ ও মহাভারতে। নারীর অসম্মান হেতু সেখানে দুটি মহাযুদ্ধ হয়ে গেছে যাতে শুধু রাজারাই সামিল হয়েছেন তা নয় তাতে সামিল হয়েছেন সমাজের সর্বস্তরের মানুষ এবং দুটি ক্ষেত্রেই ন্যায়ের জয় হয়েছে। হয়তো প্রতীকী তবু আমরা দেখেছি অন্যায়ের এই বিনাশে স্বয়ং দেবতারা পর্যন্ত সেখানে অংশগ্রহণ করেছেন। হ্যাঁ, শুধুমাত্র সম্মানের ক্ষেত্রে নয় বৈদিকযুগে তারা ইচ্ছেমতো লেখাপড়া করার সুযোগ পেতো। তারা নিজেদের স্বামী নিজেরা নির্বাচন করতে পারতো। এব্যাপারে তারা স্বয়ম্বরা বা গান্ধর্ব প্রথার সাহায্য নিতে পারতো। গান্ধর্ব প্রথায় আবার ভাবী স্বামী পছন্দের জন্য তারা সেই পুরুষের সঙ্গে সহবাসেও লিপ্ত হতে পারতো। এই স্বাধীনতা তাঁদের ছিল। সেখানে বিদুষী, ভবিষ্যদ্রষ্টা, যুদ্ধ পারদর্শী, প্রাজ্ঞ নারীদের বিবরণ আমরা ছত্রে ছত্রে পাই। বেদ-উপনিষদ, উপবেদ, বেদান্ত, স্মৃতি সংহিতা, পুরাণ (আঠারোটি পুরাণ ও আঠারোটি উপপুরাণ), আগমশাস্ত্র, চন্ডী বা ষড়দর্শন নারী শক্তির উদাহরণের ভরা। শক্তি উপাসনা, কালী পূজা, দূর্গা পূজা বা আরও অন্যান্য দেবীর প্রসঙ্গ সেখানে বারংবার উল্লেখিত হয়েছে। এব্যাপারে আমরা যেমন রামায়ণ, মহাভারতে (গীতা) পেয়েছি তেমনি পাই প্রাচীন বৈয়াকরণিক পতঞ্জলি বা কাত্যায়ণের লেখাতেও।

বৈদিক বা পৌরাণিক যুগ থেকে খৃষ্টীয় দ্বাদশ, ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত নারীদের সামাজিক গরিমা ও মর্যাদা অক্ষুন্ন ছিল বটে কিন্ত আমরা যখন মধ্যযুগে প্রবেশ করলাম তখন থেকে সমাজে নারীর স্থান পাল্টাতে আরম্ভ করলো। মধ্যযুগ থেকে আরম্ভ হয়ে বৃটিশযুগ প্রারম্ভের কয়েক দশক পর্যন্ত সমাজে নারীদের অবস্থার অবনতি হতে হতে তা চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। মধ্যযুগে নারী অবমাননা শুরু হয়েছিল ভারতে বারংবার বৈদেশিক আক্রমণের মাধ্যমে। বৈদেশিক লুটেরা শুধু ধন সম্পদ লুট করেই ক্ষান্ত হয়নি তারা আমাদের এত বছরের অর্জিত শিক্ষা, সংস্কৃতি যেমন ধ্বংস করেছে তেমনি অবাধে খুন করেছে আর নারীদের ওপর চালিয়েছে পৈশাচিক উৎপীড়ন, নিপীড়ন। আর হাজার হাজার নারীদের তাদের ক্রীতদাসী করে ধরে নিয়ে গিয়েছে। নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এত বছরের ভারতীয় সংস্কৃতি। নারী অবমাননা বৈদেশিক আক্রমণের মাধ্যমে শুরু হলেও শেষ পর্যায়ে কিন্ত আমাদের দেশীয় ধর্মীয় গোঁড়ামির কারণেও নারীদের কষ্ট শেষ সীমায় পৌঁছেছিল। ধর্মীয় অনুশাসনের নামে ধর্মীয় গুরুরা কুসংস্কারের আবরণে ভারতীয় নারীদের মুড়ে দিয়েছিল। তাই বলা যায় পৌরাণিক যুগের নারীর গৌরব যেমন বিশ্ব ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে তেমনি মধ্যযুগ এবং বৃটিশ যুগের প্রারম্ভিক সময়ে সমাজে নারীদের অবস্থার কালো অধ্যায়ও ইতিহাসের পাতায় কালো অক্ষরে লেখা থাকবে। সেই অবস্থা থেকে নারীদের আবার নিজস্ব গরীমায় নিয়ে আসতে সাহায্য করেছিলেন কিছু উদারমনস্ক সমাজ সংস্কারক। তাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় নারীরা আবার তাদের পুরানো হৃত গৌরব ফিরে পেতে আরম্ভ করলো। এসমস্ত নারীবাদী সমাজ সংস্কারকগণ প্রথম যেটা করলেন তা হলো অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে সমাজে সবচেয়ে নৃসংসিত, ঘৃণিত এবং লজ্জার সেই 'সতীদাহ' প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেন। বিধবা বিবাহ প্রচলনের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং অবশেষে বৃটিশ সরকারের সক্রিয় সহায়তায় তা চালু করতে সক্ষম হলেন। পরবর্তী বা দ্বিতীয় ধাপে সমাজ সংস্কারক বা নারীবাদীরা নারীদের উন্নতিকল্পে ঊনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে নারীদের শিক্ষা ও সমাজে সমঅধিকারের জন্য লড়তে আরম্ভ করেন। এখানেও তাঁরা আস্তে আস্তে সফল হন। তখন আমরা দেখতে পেয়েছি নারীদের যেমন শিক্ষায় অংশগ্রহণ তেমনি স্বাধীনতা সংগ্রামের আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ। তৃতীয় বা শেষ অধ্যায়ে আমরা দেখলাম সমাজের সর্বক্ষেত্রে নারীদের অর্জিত এই সমঅধিকার যাতে না ক্ষুন্ন হয় তার নিশ্চয়তা প্রদান। অর্থাৎ পণপ্রথা রধ বা বিয়ের পর যাতে তারা সুরক্ষিত থাকেন ও সমমর্যাদা পান তা নিশ্চয়তা করা, বাল্য বিবাহ রদ, বিধবা বিবাহের প্রচলন, বিধবা নারীদের নির্দিষ্ট সাজসজ্জার ব্যাপারে বিধিনিষেধ আরোপ না করা বা কৌলিন্যের (উচ্চ বর্ণ) নাম করে এক ব্যক্তির বহু বিবাহ রদ করা। এছাড়াও সামাজিক বা রাজনৈতিক কর্মকান্ডে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং কর্মক্ষেত্রে সমঅধিকার যাতে না লঙ্ঘন হয় তারও নিশ্চয়তা প্রদান। যেটা তাদের পূর্বেও ছিল। এভাবেই নারীরা আবার ফিরে পেলো পুরুষের সমমর্যাদা, সমানাধিকার।

সেই কালো অধ্যায় বাদ দিলে ভারতীয় উপমহাদেশের নারীর স্থান চিরকালই উজ্জ্বল। তার উদাহরণ আমরা যেমন পৌরাণিক কাহিনীতে বা বিভিন্ন লিপিতে পাই তেমনি পাই গত পৌনে দু'শো বছরের নারীর অবস্থান সম্পর্কিত তথ্য আধুনিক বিভিন্ন পত্র পত্রিকায়। বর্তমানে ভারতীয় উপমহাদেশে চিরাচরিত প্রথায় নারীর কোথায় স্থান তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ চোখে দেখে এলাম বাংলাদেশের শমশেরনগরে। এই সূত্র ধরেই বলবো ভারতীয় উপমহাদেশে এখনও এমন অনেক জনজাতি আছে যেখানে নারী-পুরুষ সমান তো নয়ই উল্টে নারীরাই সমাজের প্রধান বা গৃহের কর্তী। তাঁদের সিদ্ধান্তই আজও সমাজে বলবৎ হয়। সমাজের যেকোন ন্যায়-অন্যায়-অবিচারে তাঁদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। তাঁরাই উত্তরাধিকারী সূত্রে স্থাবর সম্পত্তির মালিকানাধীন হন। সেকারণে বিবাহের পর এঁদের বেশিরভাগই শ্বশুর বা শাশুড়ির বাড়ি যান না বরঞ্চ সেই পুরুষকেই বিবাহের পর তাঁর স্ত্রীর বাড়িতে থাকতে হয়। হ্যাঁ, এটাই দেখে এলাম, গত ২৬শে ফেব্রুয়ারি ২০২৩, রবিবার, ভারত (অবিভক্ত) থেকে আগত বর্তমান বাংলাদেশে বসবাসরত ১০৫টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির ৯৮টি সম্প্রদায়ের এক বিশাল সমাবেশে। বর্তমান বাংলাদেশের সিলেট ডিভিশনের মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলায় কমলগঞ্জ উপজেলা পরিষদের সক্রিয় সহযোগিতায় শমশেরনগর কেন্দ্রীয় মাঠে 'কাউকে পিছনে ফেলে নয়: প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষের--' শীর্ষক আলোচনার সময় এব্যাপারে জানলাম ও পরে সেই সমস্ত জনগোষ্ঠীর ওখানে গিয়ে চাক্ষুষ করলাম "নারী শাসিত সমাজ'। যেখানে ভারত থেকে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমি ও ভূমি সংস্কার, উদ্বাস্তু ও ত্রাণ এবং পূণর্বাসন দপ্তরের চেয়ারম্যান ও রাজ্য পরিযায়ী শ্রমিক কল্যান বোর্ডের সদস্য মাননীয় রঞ্জিত সরকার মহাশয়।

স্বাধীনতা সংগ্রামী ও সমাজ সংস্কারকদের কথা এলে আমাদের যেমন প্রথমেই মনে আসবে ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীভাই, কিট্টুর রানি চান্নাম্মা, পাঞ্জাবের শাসিকা জিন্দ কাউর বা ভোপালের কুইদিসা বেগম যাঁরা ভারতে বৃটিশ শাসন অগ্রগতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ভীমাবাই হোলকার ব্রিটিশ কর্নেল ম্যালকমের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে জিতেছিলেন। ভারতীয় রিপাবলিকান আর্মির সদস্য প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার চট্টগ্রামে ইউরোপিয়ান ক্লাব অবরোধে সফল ভাবে নেতৃত্ব দেন। সরোজিনী নাইডু শুধুমাত্র বিপ্লবী ছিলেন না। তিনি কবি, রাজনীতিবিদ বা নারীবাদী ছিলেন। বেগম রোকেয়া সাকাওয়াত হোসেন একাধারে সমাজ সংস্কারক, চিন্তাবিদ, নারীবাদী, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক বা সাহিত্যিক ছিলেন।

আমরা গেলাম পাহাড়ের ওপর মাগুরসরা গ্রামে। কি অপরূপ দৃশ্য! চারিদিকে পান গাছ। পাহাড়ের প্রতি ধাপে ছোটো ছোটো বাড়ি। অধিকাংশই টিনের চালা। আর চারদিকে শুধু পান ক্ষেত। পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় জনগোষ্ঠীর প্রধান যাঁকে ওখানকার ভাষায় 'মান্ত্রী' বলা হয় তাঁর বাড়ি। আমরা দেখা করলাম খাসি জনগোষ্ঠীর মান্ত্রী বিডিশন প্রধান সুচিয়াং-এর সাথেও। ওনাদের মুখে বিস্তারিত জানলাম। ওখানে বংশ পরম্পরায় সম্পত্তির তা সে বসত বাড়ি বা জমিজায়গা যাইহোক না কেন মালিকানা পান সেই বাড়ির মেয়ে। ওই গ্রামে বিরানব্বইটি পরিবারে একই রীতি প্রযোজ্য। বর্তমানে অবশ্য দেশের আইন অনুযায়ী কিছু সমস্যা বা আইনি জটিলতা আসছে।

ভারতের ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখবো ভারতের নাগাল্যান্ড রাজ্য যেটির ভাষা, সংস্কৃতি, উৎসব বা পোশাক সবই ভারতের অন্য জনগোষ্ঠী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। আলাদা তাদের সমাজ ব্যবস্থাও। নাগাল্যান্ডে ৬৬টি উপজাতি বা গোষ্ঠী থাকলেও তাদের সংস্কৃতি প্রায় এক। সমগ্র সমাজে নারীদের স্থান বেশ উচ্চাসনে। সমস্ত জনজাতির মধ্যে যুদ্ধ ছাড়া সর্বক্ষেত্রে নারীদের সমান অধিকার। নাগা নৃত্যের ক্ষেত্রে যেখানে শারীরিক কসরত বা যুদ্ধের প্রকৌশল উপস্থাপিত করতে হয় সেখানে ছাড়া সর্বত্র নারীরা সমান তালে পুরুষের সঙ্গী হন। নারী ও পুরুষ উভয়ের দ্বারা সমন্বিত শৈলীতে তা দলবদ্ধ ভাবে পরিবেশিত হয়। আবার নাগাদের কিছু কিছু অনুষ্ঠানে তো বিবাহিত পুরুষরা ছাড়া অন্য পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই। কারণ, সেই অনুষ্ঠানে যে পানীয় পরিবেশন করা হয় তা একমাত্র নারীরাই প্রস্তুত করেন। কেবল নৃত্যে বা সংস্কৃতির জগতে নয় নাগাবাসির মূল যে পেশা 'চাষ' সেখানে পুরুষের থেকে নারীর অনুপাত বেশি। এব্যাপারে 'নাগা ইন্ডিজেনাস ওমেন নেটওয়ার্ক' - এর আহ্বায়ক খেশেলি চিশি পরিসংখ্যান দিয়ে দেখান নাগাল্যান্ডে পুরুষের থেকে নারী কৃষক বেশি। এখানে প্রায় ৫৩ শতাংশ মহিলা কৃষক। আর নাগাল্যান্ডে বসবাসকারী প্রায় ৭৩ শতাংশ নারী কোনো না কোনো ভাবে কৃষিকার্যের সাথে জড়িত। নাগাল্যান্ডে যে ঝুম প্রথায় চাষআবাদ হয় তাতে নারীরা পুরুষের থেকে বেশি দক্ষ। বিশ্ব খাদ্য দিবসে নাগাল্যান্ডের রাজধানী কোহিমায় নারীরা তাদের উৎপাদিত পণ্য নিয়ে বসে। সেখানে তারা শুধুমাত্র জৈব (অর্গানিক) খাবার ও কৃষিপণ্য বিক্রি করে। যা আর ভূভারতে দেখা যায় না। এখানে আর একটি তথ্য দিয়ে রাখি ভারতের উত্তর পূর্ব দিকে অত্যাধুনিক চীনের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে ইউনান প্রদেশে হিমালয়ের কোলে 'মসুও' সমাজে এখনও নারীরা একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। 'মসুও' সমাজে পুরুষের কোনো গুরুত্ব নেই শুধুমাত্র সন্তান উৎপাদন ছাড়া। এটা বলার কারণ অতীতে কোনো একসময়ে হয়তো এই সমস্ত জনগোষ্ঠী এক সূত্রে গাঁথা ছিল।

এবার আসি স্বাধীনতা সংগ্রামী, সমাজ সংস্কারক, সাহিত্য-সংস্কৃতি, বিজ্ঞান বা ক্রীড়া জগতে উপমহাদেশের কিছু ব্যতিক্রমী নারীর ভূমিকা।

স্বাধীনতা সংগ্রামী ও সমাজ সংস্কারকদের কথা এলে আমাদের যেমন প্রথমেই মনে আসবে ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীভাই, কিট্টুর রানি চান্নাম্মা, পাঞ্জাবের শাসিকা জিন্দ কাউর বা ভোপালের কুইদিসা বেগম যাঁরা ভারতে বৃটিশ শাসন অগ্রগতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ভীমাবাই হোলকার ব্রিটিশ কর্নেল ম্যালকমের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে জিতেছিলেন। ভারতীয় রিপাবলিকান আর্মির সদস্য প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার চট্টগ্রামে ইউরোপিয়ান ক্লাব অবরোধে সফল ভাবে নেতৃত্ব দেন। সরোজিনী নাইডু শুধুমাত্র বিপ্লবী ছিলেন না। তিনি কবি, রাজনীতিবিদ বা নারীবাদী ছিলেন। বেগম রোকেয়া সাকাওয়াত হোসেন একাধারে সমাজ সংস্কারক, চিন্তাবিদ, নারীবাদী, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক বা সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি বাঙালি মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত হিসেবে ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছেন। মাতঙ্গিনী হাজরা, অরুণা আসফ আলী, অ্যানি বেসান্ত, বেগম হজরত মহল বা ঊষা মেহেতার মতো স্বাধীনতা সংগ্রামীর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। সমাজ সংস্কারক হিসেবে যাঁদের কীর্তি আমরা কোনোদিন ভুলবো না যেমন সাবিত্রীবাই ফুলে। আজ থেকে ঠিক পৌনে দুশো বছর আগে ১৮৪৮ সালে সাবিত্রীবাই ফুলে নারীদের শিক্ষার্থে প্রথম স্কুল স্থাপন করেছিলেন। তারাবাই শিন্ধে একজন নারীবাদী এবং লেখিকা তাছাড়াও তিনি হিন্দুদের জাতপাত বা বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো একজন আদর্শবাদী মহিলা। 'স্ত্রী পুরুষ তুলনা' নামে প্রথম নারীবাদী বই লেখেন। ওই একই সময়ে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ও হিন্দু ধর্মের জাতপাতের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান ও এর প্রতিবাদ স্বরূপ খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে অসবর্ণে বিয়ে করেন পন্ডিতা রমাবাই। আর এক মহান সমাজ সংস্কারক বীণাপাণী দেবী। হিন্দুধর্মীয় সংস্কারবাদী আন্দোলনে মতুয়া সম্প্রদায়ের অবিসংবাদিত নেত্রী বীণাপাণী দেবী বা 'বড়মা'।

সার্বজনীন মাতৃত্বের গ্রহণ যোগ্যতার কারণে যিনি সবার কাছে অতি আদরের এই 'বড়মা' নামে পরিচিত। মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রাণকেন্দ্র 'ঠাকুর নগরের' প্রতিষ্ঠাতা তিনি। জপলিন পাসরিচাও নারীবাদী আন্দোলনের একজন পথপ্রদর্শক।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে দেখি আজ থেকে প্রায় পৌনে পাঁচশো বছর আগে বর্তমান বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জে শুধু উপমহাদেশের নয় দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম মহিলা কবি চন্দ্রাবতী (১৫৫০ - ১৬০০) জন্মগ্রহন করেন। তিনিই বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি। তাঁর লিখিত ছাপান্নটি কবিতা পাওয়া গেছে। চন্দ্রাবতী তাঁর পিতার আদেশে বাংলায় রামায়ণ লেখেন। এক্ষেত্রেও তিনিই প্রথম প্রথম মহিলা যিনি রামায়ণ বাংলায় লেখেন। বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিক স্বর্ণকুমারী দেবী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাগ্নী সরলা দেবী ছিলেন একজন সমাজ সংস্কারক ও লেখিকা। আশাপূর্ণা দেবী বা মহাশ্বেতা দেবীরা আধুনিক সাহিত্যের এক একজন দিকপাল।

শিক্ষার ক্ষেত্রে চন্দ্রমুখী বসু ১৮৮৩ সালে শুধুমাত্র বাংলা, ভারত বা উপমহাদেশের নয় সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রথম গ্রাজুয়েট। চন্দ্রমুখী বসুর সাথে সাথে কাদম্বিনী গাঙ্গুলী, যিনি দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে প্রথম ইউরোপীয় চিকিৎসা শাস্ত্রে শিক্ষিত হয়ে বাঙালির মুখ উজ্জ্বল করেন। আনন্দীবাই গোপালরাও যোশী প্রথম কোনো উপমহাদেশীয় যিনি ডাক্তারী বিদ্যা অর্জনের জন্য আমেরিকা গিয়েছিলেন এবং আমেরিকা থেকে ডাক্তারী বিদ্যায় ডিগ্রি অর্জন করেন। ভারতীয় ডাক্তারী শাস্ত্রে কাদম্বিনী এবং আনন্দবাই যোশীর নাম চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আর এক বাঙালি মহিলা বিজ্ঞানী যাঁর নাম বিশ্ব অ্যাস্ট্রনমিক্যাল সায়েন্সের বিজ্ঞানে অমর হয়ে থাকবে। তিনি হচ্ছেন বিজ্ঞানী বিভা চৌধুরী। কসমিক রশ্মি ও পার্টিকেল ফিজিক্সের ওপর গবেষণার জন্য ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রনমিক্যাল ইউনিয়ন তাঁর অমর কৃতিত্বকে সম্মান জানাতে পুরস্কার স্বরূপ আকাশের HD 86081 নামক তারাটির নামকরণ বিভা চৌধুরীর নামে করেন যা আজ 'বিভা' তারা নামে পরিচিত। এ এক বিরল সম্মান। তিনি টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চেরও প্রথম মহিলা বিজ্ঞানী। জীববিজ্ঞানী চন্দ্রিমা সাহা প্রথম ভারতীয় মহিলা যিনি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েন্স একাডেমির অধ্যক্ষ ছিলেন। মঙ্গল মনি, ইসরোর প্রথম মহিলা বিজ্ঞানী যিনি আন্টার্কটিকায় ৪০৩ দিন ছিলেন। ভেলোরের ক্রিশ্চান মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপিকা ডঃ গগনদীপ কাঙ্গ প্রথম ভারতীয় যিনি দ্য রয়াল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হয়েছিলেন। কমলা রানাদিভে ক্যানস্যার সংবেদনশীলতা ও ভাইরাসের মধ্যে সম্পর্ক চিহ্নিত করেছিলেন। ব্রেস্ট ক্যানস্যারের সাথে বংশগতির সম্পর্ক সম্বন্ধে তাঁর গবেষণা এই রোগ নিরাময়ে এক দিগন্ত খুলে দিয়েছে। টিস্যু কালচার ল্যাব তাঁর দৌলতে স্হাপিত হয়েছিল ইন্ডিয়ান ক্যানস্যার রিসার্চ সেন্টারে। ভারত সরকার ১৯৮২ সালে কমলা রানাদিভেকে মেডিসিনে অবস্মরণীয় কাজের জন্য 'পদ্মভূষণ' উপাদিতে ভূষিত করেন। এরোস্পেস বিজ্ঞানী ডঃ টেসি থমাসই প্রথম মহিলা যিনি ভারতের মিসাইল প্রজেক্টের নেতৃত্ব দিয়েছেন। অগ্নি ৪ মিসাইলের প্রজেক্ট ডিরেক্টর টেসি থমাসকে 'ভারতের মিসাইল উইমেন' নামে অভিহিত করা হয়। আবার 'রকেট উইমেন অফ ইন্ডিয়া' ইসরোর অ্যারোস্পেশ ইঞ্জিনিয়ার ডঃ ঋতু করিধাল 'চন্দ্রযান ২' এর মিশন ডিরেক্টর ছিলেন। মাদাগাস্কার 'পেরিউইঙ্কেল' গাছ থেকে প্রাপ্ত 'ভিনকা অ্যালকালয়েডস' এর ওপর গবেষণা লব্ধ ফল যা কেমোথেরাপির ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজন লাগে তা আবিষ্কার করে ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে প্রথম ডি এস সি করা ডঃ অসীমা চট্টোপাধ্যায় ভারতীয় বিজ্ঞান জগতে আলোড়ন ফেলে দিয়েছেন। তিনি অ্যান্টি এপিলেপ্টিক ও অ্যান্টি ম্যালেরিয়ার ওষুধ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েন্স একাডেমির প্রথম মহিলা অধ্যক্ষ ও ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ইমিউনোলজির প্রাক্তন ডিরেক্টর জীববিজ্ঞানী চন্দ্রিমা সাহা কালাজ্বর নিয়ে গবেষণার জন্য বিখ্যাত। পদার্থ বিজ্ঞানে কোয়ান্টাম কম্পিউটেশন বিশেষত কোয়ান্টাম এনট্যাঙ্গলমেন্টে বিশেষ অবদানের জন্য কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক রিসার্চের তরফে বিজ্ঞানী অদিতি সেন দেকে 'ভাটনাগর' পুরস্কার দেওয়া হয়।

বিশ্ব ইতিহাসের ক্রীড়া জগতে মেরি কম ভারতীয় নারীদের অতি উচ্চাসনে বসিয়েছেন। ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের কাছে অনুপ্রেরণার নাম বক্সার মেরি কম। একটা পরিবার যে ক্রীড়া জগতে অনন্য নজীর তৈরি করতে পারে তার প্রমাণ 'ফোগত' পরিবার। কুস্তিগীর ফোগত পরিবারের বোনেরা গীতা, ববিতা, ভিনেশ, প্রিয়াঙ্কা, রীতু এবং সঙ্গীতা। আর এক কুস্তিগীর সাক্ষী মালিক প্রথম মহিলা কুস্তিগীর হিসেবে অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করেন। ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় সাইনা নেওয়াল প্রথম অলিম্পিক পদক এনে ভারতকে গর্ব করেছেন। আর এক ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় পি ভি সিন্ধু পরস্পর দুটি অলিম্পিকের পদক জয় ভারতীয় ক্রীড়া জগতে এক অনন্য নজীর সৃষ্টি করেছে। ভারতীয় হকি মহিলা দল অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ পদক জয়ের কারনে ভবিষ্যতে নারীর হকির প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করবে। অলিম্পিক লন টেনিস মিক্স ডাবলস্ - এ দেশকে প্রথম ব্রোঞ্জ পদক এনে দেন সানিয়া মির্জা। বিশ্বের প্রাক্তন এক নম্বর এবং বর্তমানে বিশ্বের পাঁচ নম্বর তিরন্দাজী এক ভারতীয় নারী। তিনি হলেন দীপিকা কুমারী। ব্যক্তিগত ও দলগত ইভেন্ট মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত মোট ৩৭টি (সাঁইত্রিশ) পদক জিতেছেন দীপিকা কুমারী। যা ভারতের ইতিহাসে এক রেকর্ড। একটা প্রবাদ বাক্য ছিল ভারতীয় নারীরা শারীরিক কারণে ফুটবল খেলতে পারে না। সেই ভুলও ভেঙে দিলেন ভারতীয় ফুটবল দলের খেলোয়াড় নাগাঙ্গনা বালা দেবী। জাতীয় দলের এই খেলোয়াড় এশিয়া থেকে প্রথম ইউরোপের 'রেঞ্জার্স' ক্লাবে খেলতে যান এবং ভারতীয় হিসেবে প্রথম ইউরোপের লীগে গোল করেন। বর্তমানে ভারতীয় সংবিধান নারীদের সাম্য, মর্যাদা, বৈষম্যহীন বা স্বাধীনতার অধিকার দিয়েছে। এবার এনেছে সংসদের আসনেও সংরক্ষণ। সেখানে লিঙ্গ ভেদে কোনো অধিকার বা অনধিকারের প্রাসঙ্গিকতা নেই। স্বাধীন বাংলাদেশে দাবার প্রথম আন্তর্জাতিক মহিলা গ্রান্ডমাস্টার রানী হামিদ। বাংলাদেশের বর্তমান যে সংবিধান আছে তা রচনা কমিটিতে ছিলেন বেগম রাজিয়া বানু। উপমহাদেশের ঐতিহ্যবাহী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম নারী অধ্যাপিকা ছিলেন করুণাকণা গুপ্ত। ইতিহাসের পাতায় এরকম অজস্র মহিয়ষী, বীরাঙ্গনা নারীর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। তাই বর্তমান সময়ে বলাই যায় সংরক্ষণ ছাড়াও 'ভারতীয় উপমহাদেশের নারীরা আপন গরিমায় গরবিনী'।।

ভিসা নীতির ঢেউ

খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন

বাদল বলল, বুঝলে। এরই মধ্যে ভিসা নীতি শুরু হয়ে গেছে! দেশে কী বেহাল অবস্থা চলছে, খবর রাখো?

-তা'তে তোমার কী? আর আমার কী?

সুরভীর কপালে বিরক্তির ভাঁজ ফুটে ওঠে। তা লক্ষ্য করে বাদল।

-দেশের খোঁজ খবর তো কিছুই রাখো না!

-তুমি রেখে করছ কী? সারাক্ষণ তো থাক দেশের খবর, পত্রিকা আর টকশো নিয়ে। থাক আমেরিকায়। আর দিনরাত মেতে থাক বাংলাদেশ নিয়ে!

-এটা ঠিক বলছ না। বাংলাদেশ তো আমার দেশ! আমার শেকড়!

-তো তোমার দেশে, তোমার শেকড়ে চলে যাও না কেন?

-আরে দেখছ না। এই আমেরিকাতেও কী হচ্ছে?

-কী?

-প্রধানমন্ত্রীর আগমন নিয়ে কী হই হুল্লোড়! দুই দলের মধ্যে ধাওয়া। পাল্টা ধাওয়া!

আমাদের ছেলেরা তো ঠিকই বলে। এই দেশে আছ। এই দেশের খবর না রেখে ব্যস্ত থাক শুধু বাংলাদেশ নিয়ে। এই দেশের রাজনীতির, অর্থনীতির কী জানো তুমি?

বাদল বলে, এ দেশের এত কিছুর খবর তো তোমরাই রাখছ।

- হ্যাঁ। তাই তো দেখছি। আর তুমি? কাজ, টিভি, কম্পিউটার, লেখালেখি, স্নানাহার আর ঘুম। তোমার দিন চলে যায় এই সমস্ত নিয়ে। একই রুটিনে।

-তো করবো আর কী?

-ওই যে নিউইয়র্কে, ডিসিতে, ইউরোপের কোথায় কোথায় এত কিছু হচ্ছে। তুমি যাচ্ছ না কেন?

- তা আমার সময় কোথায়? ইচ্ছা থাকলেও, হুট করে তো আর চলে যেতে পারি না! তা ছাড়া, জমা ছুটিও তেমন নেই।

-ও তাই? তা, ছুটি থাকলে ...

-নিশ্চয় চলে যেতাম।

-দেখছি, এ সময় তোমার মত মানুষের বাংলাদেশে থাকা খুবই জরুরী।

-সে সুযোগ তো নেই আপাতত।

-বাংলাদেশে তুমি যদি এ সময় থাকতে, আমার বিশ্বাস ...

-হ্যাঁ। বল।

-নির্ঘাত তুমি ভিসা নীতির জালে আটকে যেতে। হ্যাঁ। আমি নিশ্চিত।

-তাতে তুমি কি খুশী হতে?

-দেখছ না। এক জনের কারণে তার পুরো পরিবার কেমন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার উপক্রম হয়েছে?

সুরভির মন্তব্য। তাতে কি কেউ খুশী হবে? এই তো এখন আমাদের দেশের অবস্থা!

-শোন। ভিসানীতিতে বলা আছে, আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে যারা বাধাগ্রস্ত বা প্রশ্নবিদ্ধ করবে, কেবল তারাই এর আওতায় পড়বে।

বাদল সুরভীকে আশ্বস্ত করে।

-বুঝেছি। দেখছি, দেশের মানুষ, বিশেষত রাজনৈতিক দলগুলোর নেতা কর্মীরা সকলেই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে।

-তা তো স্বাভাবিক। সামনে তো নির্বাচন।

-হ্যাঁ। সকলেই চায় নির্বাচন হোক। কিন্তু ...

-কিন্তু কী?

-সেই নির্বাচন কি সংবিধান মোতাবেক হবে? নাকি একটি তত্ত্বাবধায়ক বা নির্বাচনকালীণ সরকারের ব্যবস্থাপনায় হবে সেটাই এখন বড় প্রশ্ন।

-বাহ্! ভালই তো বলছ! এত কিছু তুমি কোথা থেকে জানলে? তোমার ওই সিএনএন, বিবিসি, ফক্স নিউজ ...

-শোন। দেশের খবর কমবেশি আমিও রাখি। ঘর নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও, আমার চোখ-কান সজাগ রাখি। কিন্তু তোমার মত উদভ্রান্ত আর পাগল হয়ে নয়।

-আর তুমিও শোন। এটা চেতনার বিষয়।

-এবং তোমার ওই ভাবমূর্তির বিষয়।

-ঠিক তাই।

-আহারে আমার চেতনা! আমার ভাবমূর্তি!

-অবশ্যই। দেশপ্রেম তো এই দুইটার উপরই নির্ভর করে।

- আর এটা বুঝি শুধু আমাদের বাঙালিদের বেলায় প্রযোজ্য? এই দেশের মানুষের বেলায় ...

-নিশ্চয় প্রযোজ্য।

-কিন্তু তারা তো আমাদের মত এত হইচই করে না। অন্য দেশের প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী সফরে এলে সেই সমস্ত দেশের রাজনৈতিক দলগুলো তো আমাদের মত ঠিক এমনটি করে না। সরকারি ও বিরোধি দলের মধ্যকার বিরোধও বাইরে চূড়ান্ত রূপে প্রকাশিত হয়।

-আমরা বাঙালি বলে কথা।

-ঠিক তাই তো দেখছি। তুমি বাদল বাঙালি। এবং আমি সুরভীও বাঙালি।

সুরভী বলে, আমার কথা, বাংলাদেশে যারা নির্বাচনের মাঠে অফসাইডে অবস্থান নেবে, এই ভিসা নীতি কি শুধু তাদের বেলায় প্রযোজ্য হবে? বাংলাদেশের বাইরে থেকে যারা সুষ্ঠু নির্বাচনের বিপক্ষে অবস্থান নেবে, তাদের বেলায় কী হবে?

-হবে। হবে। নিশ্চয় কিছু একটা হবে।

-হ্যাঁ। বিদেশে ব'সে অনেকেই এখন সেই রকম করছে। করছে চাইছে।

-তাই বুঝি? এই ভিসা নীতি কি শুধু ...

-তা তুমি নিজে বুঝ না? জান না?

-হ্যাঁ। তা বুঝি। এবং জানি। অনেকে তাই করছে।

-এখানে, এ দেশে যারা বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে হইচই করছে। নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ ও বিতর্কিত করতে চাইছে, তাদের বিষয় তুমি কী বলবে?

সুরভী তাকিয়ে থাকে বাদলের দিকে।

-নিঃসন্দেহে তারা নিজেরাও বিতর্কিত হচ্ছে। আমি বাদল, তাই বলি।

-ঠিক তাই।

-দেখা যাক। বাংলাদেশ থেকে ভিসা নীতির যে ঢেউ শুরু হয়েছে তা গড়িয়ে কতদূর যায়। কোথায় গিয়ে স্তিমিত হয়।

-এখন সবচেয়ে বড় বিষয়, দেশে নির্বাচনটা সুসম্পন্ন হোক নির্বিবাদে। দেশের মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটুক। দেশে শান্তি ফিরে আসুক।

-হ্যাঁ, সুরভী। দেখি, তুমি তো আমার মতই চিন্তা করছ। তাই তো দেখছি, বাংলাদেশের আপামর জনমানুষের মত তুমিও ভাবছো।

-তুমি সভা সমাবেশে যেতে পার না। তাই, যাও না। রাজনৈতিক বিতর্কে নিজেকে জড়াও না। সুরভী বাদলের হাতে হাত রেখে বলে, কিন্তু দেশের সার্বিক মঙ্গল চাও। আমার বেলায়ও তাই।

-এত পরে তাই বুঝলে তুমি। ভালো। ধন্যবাদ সুরভী! বাদল হেসে বলে।

-তো এ সময় এক কাপ গরম চা হলে নিশ্চয় তোমার ওই ভিসা নীতির ভয় আর ভাবনা কিছুটা হাল্কা হবে।

-এই তো বুঝলে তুমি সুরভী। কিছুটা নয়। বলতে পার, পুরোটাই।

বাদল নড়েচড়ে বসে।

-তবে, তাই হোক। এই ফাঁকে আজকের টকশোটা চালু করে দেই।

- তুমি তাই তো করবে জানি। এবং পরে কিছু একটা লিখে ফেল এখানকার পত্রিকার জন্য। কী বল?

-হ্যাঁ। ঠিক বলেছ? দেখতে হবে না তুমি কে? ধন্যবাদ লক্ষ্মীটি!

বাদল হাত বাড়িয়ে টিভির রিমোট নিয়ে বাংলাদেশের চ্যানেল চালু করে। বিকেলের সংবাদ শুরু হয়ে গেছে। তারুণ্যের পদযাত্রা ও শান্তিসমাবেশ নিয়ে দুই দলের মধ্যে তুমুল বিতণ্ডা কুরুক্ষেত্রের রূপ নিয়েছে।

চা নিয়ে আসে সুরভী। টী টেবিলে ট্রে রেখে দাঁড়িয়ে টিভি স্ক্রীনের দিকে অপলক তাকিয়ে দেখে নির্বাচনী ডামাডোলে মত্ত রাজনৈতিক অঙ্গন। এ সময় তার ভাবনা, এই সমস্যার গ্রহণযোগ্য সমাধান কোথায়, তা কেউ জানে না। কেহই বলতে পারে না কী হবে তার পরিণতি। তবে এটি নিশ্চিত, নির্বাচনের পূর্ব মুহূর্ত চলমান থাকবে এর ধারা।

বাদল বলে, দেখলে সুরভী তুমি? বসো। তারপর ইউটিউবে দেখাই তোমাকে, প্রধান দুই দলের বাহাস!

-না গো না! ওসব দেখতে চাই না।

দুই' হাত নেড়ে নিজের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে সুরভী।

-আজ তোমার ছুটি। যত আছে সংবাদ, টকশো আর হই হাঙ্গামার চিত্র, তুমিই দেখ। ওসবে আমার চলবে না। আসি। রান্নাঘরে ছড়িয়ে আছে সব।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বাদল বলে, আহ্! সেই রকম চা! ধন্যবাদ ডীয়ার! যাও। ভিসানীতি নিয়ে এত ভাবনার কিছুই নেই তোমার। সেই ভয়েরও কোন কারণ নেই। আমি আছি আমার জায়গায়। তারপর, দেখনা কী হয়।

-আচ্ছা বাবা! তুমিই দেখ। এত সবের মধ্যে আমি নেই। তবে আমার প্রার্থনা, মহান ঈশ্বর আমাদের দেশকে, দেশের সকল মানুষকে আসন্ন সময়ে সুরক্ষা করুন। বাঈ!

-ধন্যবাদ সুরভী! তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।

রান্না ঘরের দিকে পা বাড়ায় সুরভী।

টিভির ভলিয়্যম বাড়িয়ে দেয় বাদল। সুরভী চাইলে, দেশের এ চিত্র না দেখুক। কিন্তু তার ভাষা যেন অন্ততঃ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়। এতেই সে পরিতৃপ্ত। নিশ্চয় এর একটি ভালো এবং একটি সুন্দর সমাধান আছে। এ বিভূঁই বিদেশে অবস্থান করে তাই কায়মনোবাক্যে কামনা করে বাদল।

সামার সেল! সামার সেল!
সকল ধরণের বিমানের টিকিটে বিশেষ ছাড়
Book Now
718-406-9745
অথবা ভিজিট করুন
www.globaltravelbd.com
আমরাই একমাত্র দিচ্ছি ২৪/৭ কাস্টমার সাপোর্ট
Emirates KUWAIT TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS
Global Tours & Travel
Dhaka, Bangladesh
78/E (3rd Floor),
Purana Paltan Line,
Bijoynagar, Dhaka- 1000
New York, USA
37-12 75th St,
2nd floor Suite # 206.
Jackson Heights, NY-11372

জগৎ সংসারে

প্রদীপ কুমার পাল

অরণ্যে ঘুরতে ঘুরতে ভানুমতীকে খুঁজে পান লেখক।
চকচকে শরীরে সরলগাছ,
পাতা ফুলে ভরে ওঠা মরসুমী ফুল।

সর্বজয়া মাতৃরূপেন, চুল আঁচড়ায় দুর্গা পিতিম।
দুর্গা ইন্দিরা পিসিমাকে খাবার দেয় লুকিয়ে
ইন্দিরা ননদের সাথে সর্বজয়ার নেউল সংসার।

অপর্ণা বিয়ে করে আসে শহর কলকাতায়৷
কারখানার ভোঁ, আর তার তোলা উনুন সংসার
হাওয়া করা হাতপাখা বাতাস,
প্রসবকালে জীবন ধূমায়িত শব।

কথার অক্ষরে নিপুণ বিভূতিভূষণের কথারূপ জলছবি,
বাস্তবিক মায়াময় জগত সংসার।

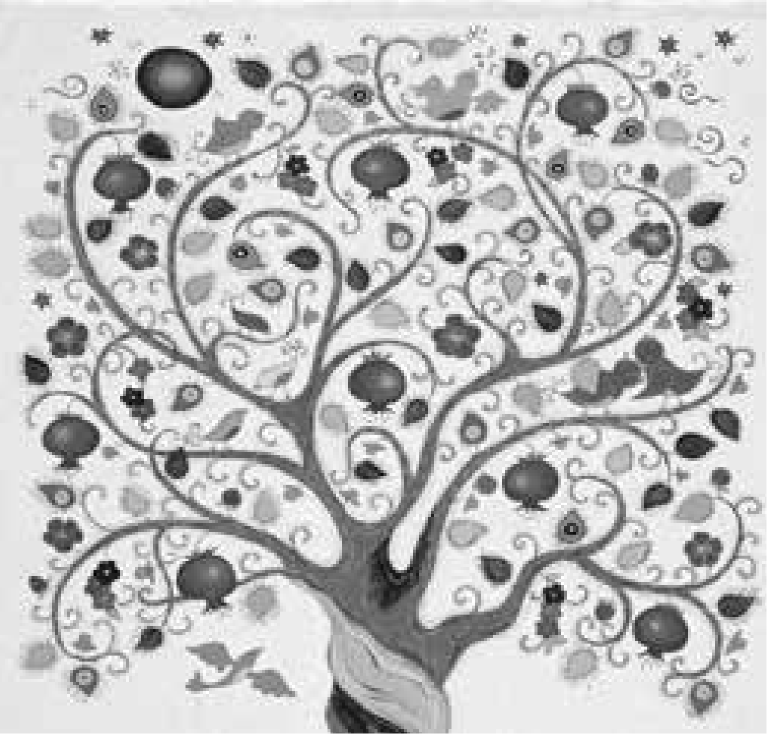

চেনা ও অচেনা

ভজন দত্ত

তোকে এক তা সাদা কাগজ দিলাম, তুই আকাশ বানিয়ে

চাঁদ তারাদের সংসার বসিয়ে দিলি

সেই কোন কালে তোকে একটা গোলাপ দিয়েছিলাম বলে,
তাই থেকে সমুদ্র বানিয়ে তার নাম দিলি সংসার

তোকে আদরে রাখব বলে কয়েকশো স্কোয়ারফুটের
সাদামাটা একটা ঘরে এনে তুলেছিলাম, আর তুই-
সেটাকেই আমাদের নিজস্ব পৃথিবী করে নিলি

জীবন, তোকে সামান্যই তো ভালোবাসতে পারলাম,
অথচ তুই সর্বস্ব উজাড় করে আমার আমিকে
মানুষ করে তুললি
তুই কে! কে তুই!

তোরা আমাদের যতটা চিনিস, আমরা কি ততটা
তোদের চিনলাম?

পঞ্চাশ বসন্তে দাঁড়িয়ে

তুহীন বিশ্বাস

নেতিয়ে পড়েছে বটবৃক্ষ;
অর্ধশত বছর আগে সযত্নে রোপিত চারাগাছ-
শৈশব, কৈশোর, যৌবন পেরিয়ে বার্ধক্যে,
পরিসেবায়, কর্তব্যে কৃপণতা ছিল অনুপস্থিত,
অথচ, সুবিধাভোগীর অত্যাচার ছাল-বাকলে
ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত হতে হতে নিস্তব্ধ নিস্তেজ।

পঞ্চাশ বসন্তে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত বৃক্ষ;
সময়ের ব্যবধানে অস্তিত্বের সংকট,
প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়া মানুষগুলো বড্ড অচেনা,
জীবন সায়াহ্নে বিসর্জনের স্মৃতিগুলো ঘুরপাক খায়।

অতঃপর...
কাঠুরিয়ার কুঠারে লেখা হয় জীবনের শেষ অধ্যায়।

বিপ্লবী

ফজিলা খাতুন

বিক্ষোভের মিছিলে দাঁড়িয়ে উত্থানের ভূমিকায় দেখি,
সমাজের দুর্বলতা, বেজে ওঠে কোলাহলের শব্দ
ক্ষণে ক্ষণে; দীর্ঘশ্বাস ভীষণ দাগ প্রকৃতির উপরে।

বাহুক্ষত মানবের হৃদয়ে সহস্র প্রহর
শক্তিহীন জনতা মৃত্যুর কারাগারে একা বসে।
বিচার কাকে দেওয়া হবে?

ক্রোধের অগ্নিদেহ জ্বালায় আমি উঠবো জেগে,
জনতার হয়ে প্রতিশোধের আগুন জ্বেলে।
বিপ্লব এসেছে আজ পাহাড়সম দৃঢ়তা নিয়ে।

রুদ্র সাহাদাৎ এর কবিতা

অজস্র মুখ শব্দহীন

আমার সাজানো বাগানে দৌড়ায় রোহিঙ্গা
দৌড়াচ্ছে হাট-ঘাট মাঠ-পথ প্রান্তরে
দৌড়াচ্ছে জলে জলে নদী সাগরে
দৌড়াচ্ছে দিগ্বিদিক্ সময় অসময়।
বাইশ লক্ষ পায়ের হাঁটার ধ্বনি কানে ভাসে
বাইশ লক্ষ চোখ কি দেখে, কি খোঁজে খোদা জানে।
স্বজন হারানোর আর্তনাদ শুনে আকাশ বাতাস
ভয় আতঙ্কে অহর্নিশ অজস্র মুখ শব্দহীন।

মানুষের ভিড়ে আমাগো মানুষ নাই

মুখোশের ভিড়ে হারিয়ে ফেলছি মুখ
হারাচ্ছি যতো ছিল প্রিয় স্বজন
দৌড়াচ্ছে একে একে সব চেনামুখগুলি
এখন এই সমাজে আমরা কেউ কাউকে চিনি না
আকস্মিক দেখি, মানুষের ভিড়ে আমাগো মানুষ নাই।

বৈষম্যের পটভূমি

জহিরুল হক বিদ্যুৎ

বোধকে হত্যা করতে করতে একদিন অসংখ্য শরীর
থেকে ঝরে পড়ে মানুষের গন্ধ
কী নিদারুণ বৈষম্যের পটভূমি!

কে এঁকে দেয় এ অপ্রিয় পার্থক্য?
শরীরের ক্ষুধা না কী মনের ক্ষুধা?
শরীরের ক্ষুধা যখন জ্যান্ত ইঁদুর, মনের ক্ষুধা যখন
ডাইনোসরের আগুন,
বুভুক্ষু জানালা দিয়ে তখন ঢুকে যায়
লোলুপ তপ্ত হাওয়া অতৃপ্ত যন্ত্রণায়।

অনন্ত অসীমে ঈশ্বরকে দেখবে বলে কেউ ধ্যানে থাকে,
জানালায় পেরেক ঠুকে, কেউ কপাট খুলে দাঁড়িয়ে থাকে
পার্থিব সুখ লুটে ঈশ্বর হওয়ার বাসনায়।

সাদা হাতিদের নৃত্য

ফেরদৌস জান্নাতুল

ক্রমাগত এগোচ্ছে জীবন
দ্বন্দ্বে ছন্দে ও আনন্দে-সকলের।
এই রেললাইন ধরে এগোলে পৌঁছানো যায় শীতের দেশে,
চটুল বিন্যস্ততার আবহ হতে আরো দূরে।

মানুষ স্বভাবতই খোঁজে সম্ভোগের মুখচ্ছবি-
চিত্রিত অতীত, অনাগত ভবিষ্যৎ।

শরতের স্নিগ্ধতা আঁকা একটি চিত্রপট কুড়িয়ে পেয়েছিলাম
একদিন, যেখানে নীলের ভাঁজে ভাঁজে সাদা মেঘ,
মেঘের সাথে বোঝাপড়ায় ব্যস্ত একদল বেনামী পাখি
বেদনায় ডানা ঝাপটায়।

এই রেললাইন শেষ হতেই নতুন একটি শহর-
দিগন্তের মতো মুখচ্ছবি এঁকে
এ শহরে সাদা হাতিরা নৃত্য করে;
প্রবল সৌন্দর্য ও সম্ভোগের নির্জন অন্ধকারে।

ভেজা আমব্রেলা

মুসান্না হাবিব

ঘোরে আর বেঘোরে বিকালের রোদ
যৌবনবতী হয়ে ফেরে হৃদয়ের কার্ণিশে।

যশোর রোড থেকে গিনেসবার্গের ভেজা আমব্রেলা
কুড়িয়ে আনতে গিয়েছিলাম
দমদমের শেষ প্রান্তে।

ফ্রাইংপ্যানে শুকিয়ে যাওয়া গোধূলির রঙ
ফিকে হয়ে উড়ে যায় এয়ার ইন্ডিয়ার ডানায় ভর করে।

প্রেম তো এক ভার্জিন মোহিত
স্ট্রর চুমুকেই নিমিষে শেষ হয়ে যায়।

পরগাছা

শেখ জলিল

বৃদ্ধা
মা থাকেন
একমাত্র মেয়ের
আশ্রয়ে৷ ছেলেও তার
একজনই৷ বিয়ের পর
ছেলে থাকে বউয়ের আঁচল
তলে৷ ছেলের বাড়িতে গেলে
বেশিদিন মন টেকে না তার৷ ফিরে
আসেন আবার মেয়ের বাড়িতে৷ প্রচুর
ধন-সম্পদ অথর্ব পড়ে আছে৷ তবু স্বামী মারা
যাবার পর তিনি হয়ে উঠেছেন পরাশ্রয়ী৷
এখন বয়স হয়েছে তার৷ তার উপর নানান
রোগবালাই লেগেই আছে৷ এই বিদেশ
বিভুঁইয়ে একলা থাকার সাহস নেই আর৷
মেয়ের বাড়িতে শরীফা
বেগম সারাদিন কাজকর্ম
নিয়ে ব্যস্ত থাকেন৷ রান্নাবান্না
করা, শাকসবজি বাগান করা,
একমাত্র নাতির দেখাশোনা
করা তার নিত্যনৈমিত্তিক কাজ৷
তবুও মাঝে মাঝে কোথাও ঘুরতে মন
চায় তার৷ মেয়ে তার স্বামী নিয়ে বিভিন্ন
দর্শনীয় জায়গায় ঘুরতে যায়, গ্রীষ্মের মৌসুমে
বন্ধুবান্ধব নিয়ে মাছ শিকারে যায়৷ শরীফা বেগমেরও
ইচ্ছা জাগে মাছ ধরতে যাবেন৷ সেই
ছোট্টবেলায় গ্রামের বাড়িতে ছিপবড়শি দিয়ে কত
মাছই না ধরেছেন তিনি!
অনেক পীড়াপীড়িতে একদিন মেয়ে তাকে
নিয়ে মাছ ধরতে যায়৷ অনেক দূরের এক
লেকে প্রচুর মাছ ধরে বড়শিতে৷
শরীফা বেগমের হাতেও
দেওয়া হয় এ
দেশের
স্পিনিং রড
এন্ড রিল৷ কিন্তু
এই বড়শি তো আর
দেশের মত না৷ শরীফা
বেগমের জানা নেই কেমন
করে এটা ফেলতে হয় পানিতে৷
প্রথম কয়েকবার মেয়ে জামাই তাকে
সাহায্য করে। আর ছিপ হাতে মাছের
অপেক্ষায় বসে থাকেন শরীফা বেগম৷
শরীফা বেগমের মাছ রাশি৷ অন্যান্যদের
বড়শিতে মাছ না ধরলেও তারটায় ধরে৷ কিন্তু
সেই মাছ টেনে তুলতে হয় মেয়ে জামাইকে৷
এভাবে বেশ কয়েকবার ধরার পর অধৈর্য হয়ে
যায় তারা৷ মেয়ে তাকে
বলেই ফেলে- তোমার বড়শি
তুমিই সামলাও৷ শরীফা
বেগম তখন অসহায়৷ দেশীয়
স্টাইলে ছিপ ফেলার চেষ্টা করে
ব্যর্থ হন তিনি৷ খুব মন খারাপ হয়
তার৷ পাশে বসা মেয়ে জামাইয়ের বন্ধু
বলে- আন্টি ওভাবে হবে না, আমার
কাছে দেন, আমি ছিপ ফেলে দেই৷
এবারে মাছ ধরায় মনোযোগ নেই শরীফা
বেগমের৷ যে মেয়েকে হাতে তুলে খাইয়ে বড় করেছেন,
স্কুলে যাবার আগে মাথায় দুই বেনী করে দিয়েছেন,
সপ্তাহে সপ্তাহে কাপড় কেচেছেন যার- সেই কিনা বলে
তোমার কাজ তুমিই করো৷ আসলে সবই বয়সের
ভার, কপালের ফের৷ এখন আর আগের
মত সামর্থ নেই তার৷ অনেক
থেকেও তিনি যেন এখন
পরগাছা মাত্র!

অন্য আকাশ

জসীম উদ্দীন মুহম্মদ

পরী মাঝেমধ্যে হাঁটতে হাঁটতে আকাশ দিয়ে উড়তো। পাখির মতো গুনগুনিয়ে গান গাইতো। যদিও তার গলা একেবারে শ্রুতিমধুর নয়, তবে শ্রুতিকটুও নয়। বলা চলে অল্পমধুর। প্রথম দুই এক চরণ বেশ ভালোই গাইতে পারে; এরপর আর তাল ঠিক রাখতে পারে না। বেতাল হয়ে যায়। তবুও পরী গান ছাড়ে না। কারণ একদিন স্কুলে যাওয়ার পথে এই গান শোনেই আকাশ তার প্রেমে পড়েছিল। যে-সে প্রেম নয়; জীবন-মরণের প্রেম! একদিন না দেখলে পেটের ভাত হজম হত না। একদিন কথা না বললে মনে হত হাজার বছর ধরে কথা বলে না। নাওয়া-খাওয়া, ঘুম কিছুই ভালো লাগতো না।

পরীও দেখতে শোনতে পরীর মতোই। পার্থক্য কেবল আসল পরীর ডানা আছে; কিন্তু এই পরীর ডানা নেই। এজন্যই লোকে পরীকে বলতো ডানাকাটা পরী! এসব শোনে পরী লজ্জা পেলেও লজ্জাবতী লতা হতো না। মনে মনে পুলক অনুভব করত। এদিকে আকাশও কম না। দীর্ঘদেহী সুঠাম সুপুরুষ। তার উপর সরকারি চাকরি করে। সিগারেট ফুঁকা ছাড়া স্বভাব-চরিত্র একেবারে ফিলটারে চ্যাকা জলের মতো পবিত্র। দশ গেরামে এমন ছেলে পাওয়া ভার! সবকিছু জেনে বুঝেই পরীর মা-বাবা পরী-আকাশের প্রেমের পথে কাঁটা হয়নি। বরং প্রচ্ছন্নভাবে প্রচ্ছদে রঙ দিয়ে গেছে।

দীর্ঘ পাঁচ বছর, পাঁচ মাস, পাঁচ দিন প্রেম করার পর পরী আর আকাশ যখন বিয়ের পিঁড়িতে বসল, তখন সারা গায়ে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। কেউ বলল, মানিকজোড় আর কেউ বলল, সোনায়-সোহাগা! বাসর ঘরে আকাশ দেনমোহর এর টাকা নগদ মিটিয়ে দিতে চাইলে পরী বুকভরা গর্ব আর সমস্ত শরীরজোড়া অহংকার মিশিয়ে বলেছিল, এসব টাকা-পয়সায় আমার কাজ নেই। এগুলো তোমার কাছেই থাক। আমারে শুধু এমনি করে সারাজীবন ভালোবাসলেই অইব! পরীর কথা শোনে আকাশ খুশি হয়ে বলল, সেটা কি আর কইতে অয়.. অত:পর পুরুষালি শক্ত দুই বাহু দিয়ে পরীকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে।

পরের গল্পটা কিছুদিন গল্প ছিল। এরপর বিষাদসিন্ধু হয়ে গেল। বদলিজনিত কারণে আকাশ ময়মনসিংহ থেকে নীলফামারি চলে গেল। কিছুদিন ঘনঘন ফোন দিত। খোঁজ-খবর নিত। ধীরে ধীরে

পরীর জীবনে কালো মেঘ জমতে লাগলো। আকাশ পরীর ফোন ধরে না। নিজেও ফোন করে না। অধিকাংশ সময়ই তার ফোন ব্যস্ত থাকে। মাসের পর মাস চলে যায়, আকাশ আসে না। পরীর জীবনে একটি আকাশ থাকলেও আকাশের আকাশে আজ অন্য আকাশ!!

প্রযোজিত
প্রযোজনা জামাল হোসেন
USA DISTRIBUTION
BIOSKOPE FILMS LLC
৬ অক্টোবর
JAMAAICA
MULTIPLEX
মহাসমারোহে শুভমুক্তি
চয়নিকা চৌধুরী'র
প্রহেলিকা
NEW YORK
Releasing Fri Oct 6th thru Thurs Oct 12th
Jamaica Multiplex Cinemas, Queens
Fri 10/6 @ 1:05 pm, 4:10 pm, 7:15 pm & 10:20 pm
Sat 10/7 @ 1:05 pm, 4:10 pm, 7:15 pm & 10:20 pm
Sun 10/8 @ 1:05 pm, 4:10 pm & 7:15 pm
Mon 10/9 @ 1:05 pm, 4:10 pm & 7:15 pm
Tue 10/10 @ 1:05 pm, 4:10 pm & 7:15 pm
Wed 10/11 @ 1:05 pm, 4:10 pm & 7:15 pm
Thu 10/12 @ 1:05 pm, 4:10 pm & 7:15 pm
Advance Tickets available @ www.showcasecinemas.com
and at theater box office

অসাধারণ নেতৃত্ব, ধর্মবোধ ও শিক্ষার এক দৃষ্টান্ত আনোয়ার ইব্রাহিম

....স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ, *গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর*

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী দাতো সেরি আনোয়ার ইব্রাহিমকে শুক্রবার ইসলামিক সেন্টার অফ ম্যানহাটানে নিউ ইয়র্কের মুসলিম কসিমউনিটির পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ।

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম ইসলামিক কালচারাল সেন্টার অফ নিউইয়র্কে বৃহদাকার ও দৃষ্টিনন্দন কোরআন শরীফ প্রদান করেন। কোরআন শরীফ হাতে নিয়ে স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ, আহমেদ বিন ইউসুফ আল আজহারি, ইমাম শেখ সাদ জালো ও ইমাম শহীদুল্লাহ।

ইসলামিক কালচারাল সেন্টার অফ নিউ ইয়র্কে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের মাধ্যমে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন অন্য ধর্মের এক তরুণ। তাকে বুকে জড়িয়ে নেন গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ। তিনি বলেন তার ও তার পরিবারের পাশে থাকা আমাদের সবার কর্তব্য।

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী দাতো সেরি আনোয়ার ইব্রাহিম শুক্রবার ইসলামিক সেন্টার অফ ম্যানহাটানে জুম্মার নামাজে খুৎবা পাঠ করেন।

ALEGRA HOME CARE INC.
Care With Love Is Humanity
PEOPLE UNITED FOR PROGRESS
POLITICAL RIGHTS FOR ETHNIC COMMUNITIES
Abu Zafar Mahmood Foundation
জয় বাংলাদেশ
JOY BANGLADESH MEDIA INC.
JBTV
JOY BANGLADESH TELEVISION
CDPAP SERVICES
www.banglacdpap.com
888-212-3237
info@banglacdpap.com

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
5 October 2023, Thursday, Issue 342

৫ অক্টোবর ২০২৩, ২০ আশ্বিন ১৪৩০, ২০ রবিউল আউয়াল ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার

অভিবাসন

আমেরিকায় সরকার শাটডাউন হচ্ছে না

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল সরকারের কার্যক্রম আপাতত আরও ৪৫ দিনের জন্য চালু থাকা নিশ্চিত হয়েছে। শাটডাউন এড়াতে একেবারে শেষ মুহূর্তে কংগ্রেসের উভয় কক্ষে তহবিল বিল পাস হয়েছে। ৩০ সেপ্টেম্বর শনিবার রাতে, শাট ডাউন শুরু হওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগে স্টপগ্যাপ তহবিল বিলটি পাস হয়েছে।

বিলটি পাসের ফলে আগামী নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত সরকারি অর্থায়ন বজায় থাকবে। তবে এতে ইউক্রেনের জন্য নতুন কোনো সহায়তা রাখা হয়নি।

হাউস অব স্পিকার কেভিন ম্যাকার্থি ৪৫ দিনের এই তহবিল বিলের প্রস্তাব দেন। পরে তা কংগ্রেসের উভয় কক্ষ হাউস

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

বাইডেন খালি খালি সেলফি তুলেন নি

বললেন সালমান এফ রহমান

বুধবার রাজধানীতে এক মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

ঢাকা অফিস

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান বলেছেন, একদফা দাবি থেকে সরে না এলে বিএনপি নির্বাচনী বাস মিস করবে। কারণ জনগণ তাদের আন্দোলনে সমর্থন দিচ্ছে না। অংশগ্রহণও করছে না। তাদের আন্দোলন সীমিত হয়ে আসছে। এখন তাদের আন্দোলন ফেসবুক আর ইউটিউবে।

বুধবার রাজধানীতে একটি হোটেলে সিএসআর সেন্টার-এর বার্ষিক প্রতিবেদন 'রিপোর্ট অন সিএসআর ইন বাংলাদেশ ২০২৩ সার্কুলার ইকোনমি: অ্যা নিউ পাথ টুওয়ার্ডস সাস্টেইনেবিলিটি' এর মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। সিএসআর সেন্টার তাদের রিপোর্টের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের সিএসআর চর্চাগুলো তুলে ধরে। এই রিপোর্টে দেশের আর্থ সামাজিক উন্নতির

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ২

টক অব দ্য উইক

বাবা-মা'র টেকনোলজি সম্পর্কে জানা উচিত: মাহবুব সিদ্দিক

সোহানা নাজনীন

আমাদের ছেলেমেয়েরা শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের পছন্দের বিষয়বস্তু ঠিক করতে পারে। কিন্তু সবকিছুর পাশাপাশি আইটি জগতে প্রোগ্রামিং শেখা, টেকনোলজি সম্পর্কে আপডেট থাকা জরুরী। বর্তমান এবং ভবিষ্যতের জন্যে আইটি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আজ থেকে ৮-১০ বছর পরে যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা কলেজে যাবে তাদের জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়াটা বাবা-মায়ের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আমাদের সমাজে বাবা-মা'রা তেমন টেকনোলজি

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৫

যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে মেক্সিকোয় কেন প্রজাপতিরা দলে-দলে ছুটছে!

এমরান হোসেইন

হাজার-হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র থেকে মেক্সিকোর দিকে প্রজাপতিরা দলে-দলে ছুটছে। ঋতুর পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রতি বছরের মত এবারও শীত থেকে বাঁচতে এবং খাবার খুঁজে পেতে ছুটে চলেছে রাজা প্রজাপতির দল (মোনার্ক)। যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরের জলবায়ুর ঠান্ডা শীতে রাজা প্রজাপতি (মোনার্ক) বাঁচতে পারে না। তাই শীত ঝেঁকে বসার আগে রাজা প্রজাপতি দল বেঁধে আমেরিকা থেকে হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে মেক্সিকোয় চলে যাচ্ছে।

এসময় পুরো যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-দক্ষিণ সবকটি রাজ্যের রাস্তাঘাট, বন এবং জলাভূমি সবখানে এ আইকনিক

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ২

Anz Home
Mohammad J. Abedin CPI
917-701-5748

ম্যারিল্যান্ডে বাড়ি ক্রয় বিক্রয়ে মধ্যস্থতার জন্য কল করুন
"REALTOR, YOU CAN DEPEND ON"
RE/MAX
Hashan Chowdhury
Realtor
Mobile: 301-675-1822
Office: 301-916-1400
Fax: 301-916-0282

কর্ণফুলী ট্যাক্স
www.karnafullytax.com
ইনকাম ট্যাক্স | কর্পোরেট ট্যাক্স | সেলস ট্যাক্স
পেরোল | বিজনেস সেটআপ | ইমিগ্রেশন | নোটারী পাবলিক
ENROLLED AGENT
PH: 718-205-6040
37-20 74th Street, 2Fl, Jackson Heights

খলিল'স ফুড
Khalil Biryani House
Khalil Halal Chinese
Khalil Pizza & Grill
Khalil Supermarket
1457 Unionport Rd, Bronx, NY 10462

মতিন
MOTIN
An Icon of Growth & Development
Sweets & Masala

HILLSIDE TAX & MULTISERVICES INC.
e-file
MD SHORIFUL ISLAM
President & CEO
165-19 HILLSIDE AVE, 2ND FL, JAMAICA NY 11432

Home & Habitat Realty Corp.
516-460-8260
Mohammed Islam
Branch Manager
646-724-6417
71-20 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372

বাঙালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave, 2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন
TOLL FREE 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
To Schedule Appointment Only.
• গাড়ী এক্সিডেন্ট • কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
• বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা • স্লিপ এন্ড ফল
• ট্রিপ এন্ড ফল • হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
• বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম • লেড পয়জনিং
Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
TIMOTHY BOMPART, ESQ.
ATTORNEY AT LAW
IMMIGRATION
Law offices of Timothy Bompart 37-11 74 St, Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan & Long Island Office By Appointment Only
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC. Timothy Bompart is admitted in NY only

হোম কেয়ার
Immigrant Elder Home Care LLC
বিস্তারিত দেখুন ১৮ পৃষ্ঠায়

OPEN 7 DAYS
Best service is our Goal
Hajj & Umrah
RAHMANIA TRAVEL SERVICES
TICKETS: DOMESTIC & INTERNATIONAL
718-205-3270, 646-322-1654
WINTER SALE !!
37-15 73rd Street, Bangladesh Plaza, Suite # 203, Jackson Heights, NY 11372

আপনি কি TLC লাইসেন্স নিতে চান?
আমরা আছি আপনার সাথে...
OTHER SERVICES:
Unlimited Classes, Practice Test,
TLC Application,
Fingerprint Appoinment,
Drug Test Information,
6 Hr. Defensive
Driving Course
24 HR TLC COURSE IN BENGALI ENGLISH
TLC FINAL EXAM SPECIAL CLASS & PREPARATION
TLC RENEWAL COURSE
WHEELCHAIR CLASS
DISTRACTED DRIVING COURSE (PEC)
আপনার টিএলসি লাইসেন্স রিনিউ করছেন??
J1 Drivers Training
www. jamaicaonetrainers.com, Email: j1driverstraining@gmail.com
87-12 175th Street, Jamaica, NY 11432 (Corner of Hillside Ave)
74-09 37th Ave, Suite # 301, (3rd Floor) Jackson Heights, NY 11372
CALL US NOW
JAMAICA
718-206-9200
JACKSON HEIGHTS
718-433-9101

সম্পাদক: ইব্রাহীম চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত ও পরিবেশিত: ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক ১১৩৭২, **ফোন**: ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, **ই-মেইল**: **নিউজ**: news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন**: cm@prothomalony.com